রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং, ৫৮।৫

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৮। ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬।

পুস্তকোৎসর্গ।

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কৃষ্ণধন ঘোষ

নিরাপদেষু।

প্রাণাধিক!

তোমাকে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি, আমার মানস-কন্যা দীপিকাও তোমায় উৎসর্গ করিতেছি। কোন ধর্ম্মে এ প্রকার দুই বিবাহের নিষেধ নাই, অতএব এ কন্যাটীকেও গ্রহণ করিতে তুমি সঙ্কুচিত হইবে না।

প্রচলিত রীত্যনুসারে লোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পুত্র বা জামাতাকে প্রাণাধিক বলিয়া সম্বোধন করে। আমি কেবল সেই প্রচলিত রীতির পরতন্ত্র হইয়া যে তোমাকে প্রাণাধিক বলিয়া উপরে সম্বোধন করিয়াছি এমত নহে; তাহাতে আমার মনের আন্তরিক ভাবই ব্যক্ত করিয়াছি। সেই স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তক খানি তোমায় উৎসর্গ করিলাম।

আমি জানি তুমি যেমন তোমার অবলম্বিত ব্যবসায়ানুসারে লোকের শারীরিক পীড়ার উপশম করিয়া থাক তেমনি তাহাদের আধ্যাত্মিক পীড়ার প্রতীকার জন্যও কায়মনোবাক্যে যত্ন কর; শেষোক্ত মহৎ কার্য্যে আমার গ্রন্থখানি যদি তোমার কোন উপকারে আইসে আমি তাহা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিব।

পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন ও সকল কুশল প্রদান করুন।

একান্ত স্নেহশৃঙ্খলে বদ্ধ
শ্রী রাজনারায়ণ বসু।

বিজ্ঞাপন।

অনেক দিবস হইল আমি এই ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা রচনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ তাহা সমাপ্ত হইয়া প্রচারিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পরম সত্যধর্ম্ম ইহা দেখান ও তাহার তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহার প্রথম ভাগে যে সকল তত্ত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে তাহাই দ্বিতীয় ভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্ম পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দার্শনিক বিচার পাইবেন, দ্বিতীয় ভাগে তাহা পাইবেন না। প্রথম ভাগে যে দার্শনিক বিচার আছে তাহার কঠোরতার হ্রাস করিতে সাধ্যমতে ক্রটী করি নাই। আমাদিগের ধর্ম্মের মূলের বিষয় বলিতে গেলেই দার্শনিক বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা কোন মতে নিবারণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে দর্শনজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্ তাহা হইলে তাঁহার আর ভ্রমের সীমা থাকে না। ঈশ্বরের অনেক অকিঞ্চন অনুচর আছেন যাঁহাদিগের দর্শনক্ষেত্রে দর্শন তাহার নীরস কঠোর মুর্ত্তি কখন প্রদর্শন করে নাই। কিন্তু অনেক দর্শন-শাস্ত্র-বিশারদ বিদ্বান্ অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ! দার্শনিক তর্কদ্বারা যে পর্য্যন্ত না ধর্ম্মধত্ত্ব সকল প্রমাণীকৃত হয়, তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত নহে, এরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদিগেরও ভ্রমের সীমা নাই। যেমন কোন অবোধ ব্যক্তি নদীর প্রস্রবণ না আবিষ্কৃত হইলে তাহার সুশীতল সুনির্ম্মল জল পান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে তাঁহারাও সেইরূপ নির্ব্বোধের কার্য্য করেন।

কেহ কেহ এইরূপ বলিতে পারেন যে যে সকল বিষয় এই গ্রন্থে লিখা হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপ রূপে লিখা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ প্রণয়নের অভিপ্রায় বিবেচনা করেন তাহা হইলে তাঁহারা উহা দোষ বলিয়া গণ্য করিবেন না। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার অভিপ্রায়

এই যে পাঠকবর্গ এই গ্রন্থদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয় সকল স্থূলরূপে অবগত হইবেন; তাহা হইলে ইহার প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধীয় বিশেষ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই বিষয়টি বিশেষ রূপে অবগত হইবার পক্ষে ইহা উপকারী হইবে। এই গ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরদ্বার স্বরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কতদূর আমার চেষ্টা সুসিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

পৃথিবীতে কিছুই সম্পূর্ণরূপে নূতন নাই। এই গ্রন্থের অনেক ভাব অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। কিন্তু আমি ভরসা করি পাঠকবর্গ কোন কোন স্থানে নূতন ভাবও পাইবেন।

এই গ্রন্থদ্বারা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয় তাহা হইলে আমার এই কয়েক বৎসরের পরিশ্রম সফল হইবে।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা।

প্রথম ভাগ।

ধর্ম্মতত্ত্ব বিবেক।

———

নির্ঘণ্টপত্র।

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা।

প্রথম ভাগ।

ধর্ম্মতত্ত্ব-বিবেক।

উপক্রমণিকা।

বিশ্বাস মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বিশ্বাস বিষয়ে সে আপনার স্বভাবকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যে ঘোর সংশয়বাদী, যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে কেন আপনার সংশয়াত্মক মত প্রচার করিতে এত ব্যগ্র? তাহাতেই বোধ হইতেছে যে সে অন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। যাহারা এরূপ ঘোর সংশয়বাদী নহে, যাহারা কেবল ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহারা শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে কি না? শক্তির অস্তিত্বে অবশ্যই তাহারা বিশ্বাস করে। কিন্তু শক্তি বিজ্ঞানশাস্ত্রানুসারে পরিমেয় হইলেও তাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতীন্দ্রিয় পদার্থে অবিশ্বাসকারীর গাত্রে কোন বস্তুর আঘাত হইলে সে ক্লেশ অনুভব করে। ক্লেশ সেই বস্তুর শক্তির কার্য্যমাত্র, তাহা কিছু নিজে শক্তি

নহে। তথাপি তাহা শক্তিহইতে উৎপন্ন ইহা না বিশ্বাস করিয়া সে ব্যক্তি কখনই থাকিতে পারে না। এইরূপ বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, আমরা কোন প্রকার বিশ্বাস না করিয়া কখনই থাকিতে পারি না।

বিশ্বাস দুই প্রকার; আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তিমূলক প্রত্যয়।

যাহার কোন প্রমাণসিদ্ধ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ যাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না, তাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলে। তর্কের সময় দেখা যায় যে কোন প্রত্যয়ের প্রমাণ কি, আবার সে প্রমাণের প্রমাণ কি, এইরূপ করিয়া চলিয়া গেলে, এমন কতকগুলি প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হইতে হয়, যাহার কোন প্রমাণ নাই, অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। ঐ সকল প্রত্যয়কে আত্মপ্রত্যয় বলাযায় *। সম্মুখস্থিত বৃক্ষ আছে, ইহা আত্মপ্রত্যয়। ইহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। আমি আছি এই বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়। আমি আছি ইহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না। আমার অনিষ্ট করা অন্যের পক্ষে অন্যায়এই বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়। এই বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক

---

* কোন বিষয় না জানিলে তাহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। প্রত্যেক প্রত্যয়ের সঙ্গে জ্ঞান জড়িত আছে। যে জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত তাহাকে সহজ-জ্ঞান বলা যায়।

প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না। সকাম পরোপকার অপেক্ষা নিষ্কাম পরোপকার মহৎ, এই বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়। এই বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না।

যৌক্তিক প্রমাণের অনাবশ্যকতা অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধতা, এবং বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না অর্থাৎ অবশ্য-বিশ্বসনীয়তা, আত্মপ্রত্যয়ের এই দুই লক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য লক্ষণ আছে।

আত্মপ্রত্যয় সকল দেশের সকল কালের লোকের মনে বিদ্যমান আছে। এমন দেশ নাই, এমন কাল নাই, যে দেশের অথবা যে কালের লোকের মনে আত্মপ্রত্যয় বিদ্যমান ছিল না অথবা নাই। কিন্তু যে উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার হয় সে উপলক্ষ কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে না ঘটিলে সে আত্মপ্রত্যয় তাহার মনে সঞ্চারিত হয় না। সূর্য্য সকলেরই দর্শনীয় পদার্থ, অতএব সূর্য্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস সকল মনুষ্যেরই আছে। কিন্তু যে বস্তুটী কেবল পৃথিবীর এক দেশে আছে, তাহার দর্শন সকল-মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে না, অতএব সে বিষয়ে আত্মপ্রত্যয় সকল মনুষ্যের মনে বিদ্যমান নাই।

আত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয়। সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অন্য কোন প্রকারে লভনীয় নহে, তাহাই আমাদিগের সকল জ্ঞানের পত্তন ভূমি। বৃক্ষের

অস্তিত্ব জ্ঞান আমরা কেবল সহজ-জ্ঞান দ্বারা লাভ করি। আমাদের সহজজ্ঞান রূপ উপায় না থাকিলে যুক্তি অথবা কল্পনা দ্বারা বৃক্ষের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না। ন্যায় অন্যায়ের ভাব এবং মহৎ ও নীচের ভাব মূল ভাব, অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আমাদের সহজজ্ঞানরূপ উপায় না থাকিলে যুক্তি অথবা কল্পনা দ্বারা ন্যায় অন্যায়ের ভাব অথবা মহৎ ও নীচের ভাব লাভ করিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না। সহজ-জ্ঞান স্বয়ং নিরবলম্ব; কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া যুক্তি ও কল্পনা প্রভৃতি অন্যান্য মনোবৃত্তি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। যুক্তি সহজ-জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। যখন কোন জ্যোতির্ব্বেত্তা চক্ষুর অদৃশ্য কোন গ্রহের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন, তখন মনুষ্যের পূর্ব্ববিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কোন বস্তু নিরূপণ করেন না। যখন ভূতত্ত্ববেত্তা পৃথিবীর গর্ভস্থিত মনুষ্যের অগম্য প্রকাণ্ড জ্বলন্ত দ্রব ধাতুপিণ্ডের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন তখন মনুষ্যের পূর্ব্ববিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র বস্তু নিরূপণ করেন না। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে যুক্তিদ্বারা আমরা কোন মূল ভাব উপার্জ্জন করিতে পারি না। সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা যে সকল পদার্থ জানিতে সক্ষম হই, কল্পনা সেই সকল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় সংযোজন, বিয়োজন, প্রসারণ ও আকুঞ্চন শক্তি সকলের সহকারে কার্য্য করে। স্বর্ণময় পর্ব্বত, স্কন্ধহীন দানব, প্রকাণ্ড আকার

দৈত্য, অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ মনুষ্য, এই সকল ভাব সহজ-জ্ঞান দ্বারা উপার্জ্জিত ভাবে সংরচিত।

আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ সকল বর্ণনা করিয়া কয় প্রকার আত্মপ্রত্যয় আছে তাহা লেখা যাইতেছে।

এই বৃক্ষটী যথার্থই আছে, সূর্য্য যথার্থই দীপ্তি পাইতেছে, সম্মুখস্থিত মেজ্ যথার্থ আছে, বায়ু যথার্থই গাত্রে সংস্পর্শ হইতেছে, এই সকল প্রত্যয় একপ্রকার আত্মপ্রত্যয়। আমি আছি, আমি শরীর হইতে পৃথক্ পদার্থ, আমি পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ছিলাম এখনো সেই ব্যক্তি আছি, আমি নানা ব্যক্তি নহি একমাত্র ব্যক্তি, আমার শক্তি আছে, এবম্বিধ বিশ্বাস আর একপ্রকার আত্মপ্রত্যয়। এই সম্মুখস্থিত মেজের যাহা কিছু অনুভব করিতেছি অর্থাৎ তাহার বর্ণ কঠিনতা প্রভৃতি এ সকলই তাহার গুণমাত্র, সেই সকল গুণের আধার আছে, এইরূপ বিশ্বাস আর একপ্রকার আত্মপ্রত্যয়। আমার অনিষ্ট অন্যের করা অনুচিত, অমুকের যথার্থ অধিকার আক্রমণ করা উচিত নহে ও অমুককে যাহা দেয় তাহা দেওয়া উচিত, এইরূপ বিশ্বাস আর একপ্রকার আত্মপ্রত্যয়। অজ্ঞান অমুক মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞানী অমুক মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, আমার নিকটস্থিত সহস্র মুদ্রা যশঃপ্রাপ্তি জন্য দান করা অপেক্ষা নিষ্কাম হইয়া কেবল দরিদ্রের দুঃখ মোচন জন্য দান করা শ্রেষ্ঠ, এবম্বিধ প্রত্যয় আর একপ্রকার আত্মপ্রত্যয়। উল্লিখিত কয়েকপ্রকার আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত অন্যান্য প্রকার আত্মপ্রত্যয় আছে।

উপরে যে সকল আত্মপ্রত্যয়ের কথা বলা হইল, তাহা

বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয়। এই সকল বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা আমরা সাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে উপনীত হই। আমরা বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ দর্শন করিয়া এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে বাহ্য বিষয় আছে। আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তুর গুণাধার অনুভব করিয়া এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে সকল বস্তুরই গুণাধার আছে। আমরা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেওয়া উচিত ইহা অনুভব করিয়া, এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত। আমরা বিশেষ বিশেষ নিষ্কাম পরোপকারজনক কর্ম্মের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে নিষ্কাম পরোপকার, সকাম পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, সাধারণ আত্মপ্রত্যয় সকল আমাদিগের আত্মাতে স্বভাবতঃ আছে, কিন্তু এই কথা সত্য নহে। এই সকল সাধারণ আত্মপ্রত্যয় আমরা সাধারণ তত্ত্বাকারে, হয় আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করি, নয় নিজে আমরা সে সকলে উপনীত হই।

আমরা বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা সাধারণ আত্ম-প্রত্যয়ে উপনীত হই বটে, কিন্তু সেই সকল বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয় সাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের হেতু নহে। সাধা-রণ আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তিমূলক সাধারণ প্রত্যয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে সাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমরা যে বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তাহাতে

উত্তীর্ণ হই, তাহা তাহার হেতু নহে। আর যুক্তিমূলক সাধারণ প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তকে হেতু করিয়া সেই সকল সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে না দেওয়া অনুচিত, ইহা, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা না দেওয়া অনুচিত, এই তত্ত্বের প্রমাণ নহে। সেই সকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ঐ সাধারণ প্রত্যয়ের উদয়ের উপলক্ষমাত্র হয়। এই সাধারণ প্রত্যয় আপনার প্রমাণ আপনিই বহন করে; তাহা মনে উদিত হইলেই মন তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে; বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের অনুরোধে সেরূপ করে না। যদি এমন হইতে পারিত যে একবারেই ঐ সকল সাধারণ প্রত্যয় মনে উদিত হইত, তাহা হইলে আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে সকলের সত্য স্বীকার করিতাম। যুক্তিমূলক সাধারণ প্রত্যয় এরূপ নহে। বিশেষ বিশেষ স্থলে উৎক্ষিপ্ত বস্তুর গতি পৃথিবীর দিকে হইতে দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সমস্ত পৃথিবীতে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। উৎক্ষিপ্ত বস্তুর পৃথিবীর দিকে গতির বিশেষ দৃষ্টান্ত যদি আমরা না দেখিতাম তবে আমরা এই সাধারণ প্রত্যয়ে কখনই বিশ্বাস করিতাম না। ঐ সকল বিশেষ দৃষ্টান্ত, সেই সাধারণ প্রত্যয়ের প্রমাণ। সেই সাধারণ প্রত্যয় আপনার প্রমাণ আপনিই বহন করে না। ঐ সকল বিশেষ দৃষ্টান্তের অনুরোধে আমরা সেই সাধারণ তত্ত্বে বিশ্বাস করি।

আত্মপ্রত্যয় সামান্যতঃ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে

পারে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষসংঘটিত আত্মপ্রত্যয়, প্রতিবোধ-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয়, বুদ্ধিসংঘটিত আত্মপ্রত্যয় এবং বিবেকসংঘটিত আত্মপ্রত্যয়। ইন্দ্রিয় গোচর গুণে বিশ্বাসকে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষসংঘটিত আত্মপ্রত্যয় বলে। আমি আছি, আমি শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ, আমি একই ব্যক্তি নানা ব্যক্তি নহি, আমার ইচ্ছা স্বাধীন, আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্মরণ করিতেছি ও মানসিক অন্যান্য কার্য্য করিতেছি, ইত্যাদি প্রত্যয় প্রতিবোধসংঘটিত অথবা সংজ্ঞাসংঘটিত আত্মপ্রত্যয়। জড়ের গুণের আধার জড় আছে, মনের গুণের আধার মন আছে, এ প্রকার আত্মপ্রত্যয় বুদ্ধিসংঘটিত আত্মপ্রত্যয়, যে হেতু এস্থলে জ্ঞাত গুণকে অবলম্বন করিয়া আমরা অজ্ঞাত আধারে উপনীত হইতেছি। জ্ঞাতকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাতে পহুছন বুদ্ধির কার্য্য। অন্যের যথার্থ অধিকার আক্রমণ করা অন্যায়, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত, স্বার্থপর কর্ম্ম অপেক্ষা স্বার্থপরতাশূন্য কর্ম্ম মহৎ, এপ্রকার আত্মপ্রত্যয় সকলকে বিবেকসংঘটিত আত্মপ্রত্যয় বলে।

হেতু অবলম্বন পূর্ব্বক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নাম যুক্তি। পর্ব্বত হইতে ধূম উদ্গীর্ণ হইতেছে অতএব পর্ব্বতে অগ্নি আছে। এস্থলে পর্ব্বতে অগ্নি আছে এই বিশ্বাসের হেতু আর এক বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এই, অগ্নি-সংযোগ ব্যতীত ধূম উদ্গাত হইতে পারে না।

যুক্তি তিন প্রকারে বিভক্ত; বিশেষ-দৃষ্টান্ত-পর যুক্তি, ব্যাপ্তিনিশ্চয় ও ব্যাপ্যনিরূপণ। যাহা এক স্থলে সত্য তাহা

অন্য একটি স্থলেও সত্য, ইহা যে প্রণালীদ্বারা নিরূপণ করাযায় তাহাকে বিশেষ-দৃষ্টান্ত-পর যুক্তি বলে। কোন ঔষধ দ্বারা কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে আরোগ্যলাভ করিতে দেখিয়া অন্য এক ব্যক্তি তদ্দ্বারা আরোগ্যলাভ করিবে ইহা অনুমান করা বিশেষদৃষ্টান্তপর যুক্তির দৃষ্টান্ত। এক শ্রেণীর বস্তুর অথবা ঘটনার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তু অথবা বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতি যাহা খাটে তাহা সেই সমস্ত শ্রেণী সম্বন্ধে খাটে ইহা যে প্রণালীদ্বারা নিরূপণ করা যায় তাহাকে ব্যাপ্তিনিশ্চয় বলে। বিশেষ বিশেষ স্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ কার্য্য দেখিয়া আমরা এই ব্যাপ্তি নিশ্চয় করি যে, সমস্ত পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে। যে কথা একপ্রকার বস্তু অথবা ঘটনার প্রতি খাটে তাহা সেই বস্তু অথবা ঘটনাশ্রেণীর অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তু অথবা ঘটনার প্রতি খাটে ইহা যে প্রণালী দ্বারা অবধারণ করা যায় তাহাকে ব্যাপ্যনিরূপণ বলে। সকল মনুষ্যই মরণশীল, অতএব রামচন্দ্র মরণশীল এই সিদ্ধান্ত ব্যাপ্যনিরূপণের দৃষ্টান্ত। সকল ব্যাপ্যনিরূপণে এক একটি ব্যাপ্তিনিশ্চয় আছে। সকল মনুষ্যই মরণশীল এই ব্যাপ্তিনিশ্চয় উল্লিখিত ব্যাপ্য-নিরূপণে আছে।

এমন অনেক-গুলি প্রত্যয় আছে যাহা সাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সে সকল প্রত্যয় অত্যন্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের ফল মাত্র। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে এই সিদ্ধান্তে আমরা ব্যাপ্তিনিশ্চয় দ্বারা উত্তীর্ণ হই। কারণের ভাবের ভিতর তিনটি ভাব ভুক্ত আছে। প্রথমতঃ

শক্তির ভাব, দ্বিতীয়তঃ শক্তির আধার পদার্থের ভাব, তৃতীয়তঃ নিয়ত ও অচ্ছেদ্য পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের ভাব। যথা কাষ্ঠ-দাহনের কারণ অগ্নি এই তত্ত্বে তিনটি ভাব ভুক্ত আছে; অগ্নির দাহিকা শক্তির ভাব, সেই শক্তির আধার অগ্নি-রূপ পদার্থের ভাব এবং কাষ্ঠ-দাহন সম্বন্ধে অগ্নির নিয়ত ও অচ্ছেদ্য পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের ভাব *। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শক্তির ভাব আমরা নিজ শক্তি বোধ দ্বারা প্রথমে প্রাপ্ত হই কিন্তু নিজ শক্তি বোধ প্রতিবোধ-সংঘটিত সহজ জ্ঞান। শক্তির আধার পদার্থের ভাব ও কার্য্যসম্বন্ধে সেই পদার্থের নিয়ত ও অচ্ছেদ্য পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের ভাব আমরা প্রথমে ইন্দ্রিয়সংঘটিত সহজ জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হই। এই রূপে আমরা কারণের সম্যক্ ভাবটি সহজ জ্ঞান দ্বারা প্রথমে লাভ করি বটে, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে এই সিদ্ধান্তে আমরা ভূয়োদর্শন ও ব্যাপ্তিনিশ্চয় দ্বারা উপনীত হই। আমরা জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি যে নিজের সম্বন্ধে ও অন্যান্য পদার্থের সম্বন্ধে কার্য্যের কারণ আছে, সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে

---

* কারণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কখনই কার্য্য হয় না এইজন্য কারণকে কার্য্যের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায়। শুদ্ধ নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী হইলে যে কারণের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইল এমন নহে, যেহেতু কারণ যেমন কার্য্যের নিয়তপূর্ব্ব-বর্ত্তী তেমনি আবার তাহার অচ্ছেদ্য পূর্ব্ববর্ত্তী। দিবস রাত্রির নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু, এমন হইতে পারে যে রজনী কদাপি না হইয়া কেবল দিন হইতে পারে, অতএব দিবসকে রাত্রির কারণ বলা যাইতে পারে না।

প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে। এই রূপে প্রত্যেক কার্য্যের উপযুক্ত কারণ আছে এবং যে যে কারণে যে যে কার্য্য হইতেছে সেই সেই কারণ পরে বিদ্যমান থাকিলে এবং কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে সেই সেই কারণে সেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি হইবে এই সকল সিদ্ধান্তে আমরা ব্যাপ্তি-নিশ্চয় দ্বারা উপনীত হই।*

বিশেষদৃষ্টান্তপর যুক্তি, ব্যাপ্তিনিশ্চয় ও ব্যাপ্যনিরূপণ এই তিন প্রকার যুক্তি লইয়া কয়েক প্রকার বিমিশ্র যুক্তি হইয়াছে, তাহাদের নাম ভাব-মূলক যুক্তি, কার্য্য-মূলক যুক্তি এবং সাদৃশ্য-মূলক যুক্তি। ভাবমূলক যুক্তি তাহাকে বলা যায়, যাহা বস্তুর ভাবকে অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ক তত্ত্ব নিরূপণ করে। তাবৎ সৃষ্ট বস্তু অপূর্ণ, অতএব মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর জীব যদি থাকে, তাহারাও অপূর্ণ। সৃষ্ট বস্তুর অপূর্ণতার ভাব হইতে আমরা স্থির করিতেছি যে, মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর জীব সকল অপূর্ণ। কার্য্য-মূলক যুক্তি তাহাকে বলা যায়, যদ্দ্বারা কার্য্য-বিজ্ঞান সহকারে কারণের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করা যায়। ঘটিকা-যন্ত্র

---

* আমরা যদি জন্মাবধি দেখিয়া আসিতাম যে সমান কার্য্যের অসমান কারণ তাহা হইলে আমরা কখনই ইহা বিশ্বাস করিতাম না যে যে কারণে যে কার্য্য হইতেছে তাহা পরে বিদ্যমান থাকিলে সেই সেই কার্য্য হইবে। অতএব কোন কোন পণ্ডিত যাহা বলেন যে এই বিশ্বাসটী আত্মপ্রত্যয় তাহা সত্য নহে। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে ইহাও আত্মপ্রত্যয় নহে। যদি কার্য্য কারণ সম্বন্ধভাবে পৃথিবীর ঘটনা সকল না ঘটিত তবে আমরা কখনই ঐ সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হইতাম না।

দেখিয়া আমরা স্থির করি যে তাহার কারণ কোন ঘটিকা-কার আছে ও তাহার জ্ঞান আছে। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া কেবল বস্তুর সাদৃশ্য বিবেচনা পূর্ব্বক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নাম সাদৃশ্য-মূলক যুক্তি। কাক-শরীরের সহিত কৃষ্ণবর্ণের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে কি না, ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবল এক কাকের সহিত অন্য কাকের সকল বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া, সকল কাকই কৃষ্ণ বর্ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সাদৃশ্যমূলক যুক্তির এক দৃষ্টান্ত। *

প্রত্যেক প্রত্যয় হয় আত্মপ্রত্যয়, নতুবা, যুক্তিমূলক প্রত্যয়, অন্য প্রকার হইতে পারে না। যে বিশ্বাসকে কল্পনামূলক বলিয়া আপাততঃ জ্ঞান হয় তাহা ক্ষীণ যুক্তি-মূলক। আকাশ প্রস্তরময় ইহা কল্পনামূলক বিশ্বাস বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু উহা ক্ষীণ-যুক্তি-মূলক বিশ্বাস। সে ক্ষীণ যুক্তি এই—কোন বিশেষ প্রস্তরের বর্ণ আকাশের বর্ণের ন্যায় অতএব আকাশ সেই প্রস্তর-রচিত পদার্থ। মেঘ জীবিত পদার্থ এই বিশ্বাসকে আপাততঃ কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা ক্ষীণ যুক্তি-মূলক। সে ক্ষীণ যুক্তি এই—যাহা গতিবিশিষ্ট তাহাই জীবিত পদার্থ। মেঘ গতিবিশিষ্ট পদার্থ অতএব তাহা জীবিত পদার্থ। কোন কোন বিশ্বাসকে আপাততঃ মানস-বিকার-মূলক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা

* অষ্ট্রেলিয়া দেশে শ্বেত কাক দৃষ্ট হইয়াছে।

ক্ষীণ-যুক্তি-মূলক বিশ্বাস। কোন মনুষ্য ভূত দেখিয়াছে এমন বিশ্বাস করে, তাহার সেই বিশ্বাস আপাততঃ মানস-বিকার-মূলক অর্থাৎ ভয়-মূলক বিশ্বাস বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ক্ষীণ-যুক্তি-মূলক বিশ্বাস। সে ব্যক্তি আলোক ও ছায়ার মিশ্র কার্য্য জনিত মনুষ্যাকার-বৎ কোন আকার দেখিয়া থাকিবে তাহাতেই তাহার ঐ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যে ক্ষীণ যুক্তি অবলম্বন করিয়া সে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহা এই—মনুষ্যাকারবৎ আকার অবশ্য মনুষ্যেরই হইবে, কিন্তু যেখানে সে আকার দৃষ্ট হইয়াছে তথায় কোন জীবিত মনুষ্যের থাকা সম্ভব নয়, অতএব সেই আকার অবশ্যই কোন মৃত ব্যক্তির আকার হইবে। আমূল অনুসন্ধান করিলে শব্দ-প্রমাণ মূলক বিশ্বাসও হয় যুক্তি-মূলক, নতুবা আত্মপ্রত্যয় হইয়া দাঁড়ায়। যাহাদিগের কথাতে আমরা নির্ভর করিয়া কোন বিষয়ে বিশ্বাস করি সে বিষয়, হয় তাঁহারা নিজে সহজ জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিয়া ছিলেন অথবা যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়া ছিলেন। যদি তাঁহারা নিজে সহজ জ্ঞান দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন এমন হয়, তবে ঐ বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়মূলক বিশ্বাস বলিতে হইবে। যদি নিজে যুক্তিদ্বারা অবগত হইয়া থাকেন তবে তাহাকে যুক্তি-মূলক বিশ্বাস বলিতে হইবে। সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এই বিশ্বাস শব্দ-প্রমাণ-মূলক অর্থাৎ পূর্ব্বকালের মহাজনেরা তাহা বলিয়া গিয়াছেন, এজন্য অনেকে তাহাতে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ বিশ্বাসের মূল তাঁহা-

দিগের ক্ষীণ যুক্তি মাত্র। অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে প্রত্যেক প্রত্যয় হয় সহজ-জ্ঞান-মূলক নয় যুক্তি-মূলক।

যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয় দ্বারা সত্য লাভ করা যায়। সত্য লাভের এই দুই উপায়ের মধ্যে কোনটীই অবজ্ঞার যোগ্য নহে। তাহাদের দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অব্যবহিতরূপে সত্য লাভ করা যায়; যুক্তি দ্বারা ব্যবহিত রূপে সত্যলাভ করা যায়। কিন্তু যে যুক্তি আত্মপ্রত্যয়ের বিরোধী তাহা সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য। যেহেতু আত্মপ্রত্যয় আমাদিগের সকল জ্ঞানের পত্তন-ভূমি। যে শাস্ত্র আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তির কার্য্য, পরস্পর সম্বন্ধ, নিয়ম ও ভ্রম নিবারণের উপায় অবধারণ করে তাহাকে প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্র বলে।

জগতে সকল ঘটনা নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। অতএব বিশ্বাস কার্য্যের কোন নিয়ম না থাকা অসম্ভব। বিশ্বাস কার্য্যের নিয়ম সকল নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

সহজ জ্ঞানে আমরা যাহা জানি তাহা আমরা বিশ্বাস করি, ইহা বিশ্বাস কার্য্যের এক নিয়ম। মন একটী অথবা কতকগুলি দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া কোন সাধারণ তত্ত্ব স্থির ও সেই সাধারণ তত্ত্বে বিশ্বাস করে, ইহা বিশ্বাস কার্য্যের আর এক নিয়ম। এই নিয়মটী ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের পত্তন ভূমি। সত্য তত্ত্বের অভ্যন্তর ভুক্ত সত্যে মন বিশ্বাস করে, ইহা বিশ্বাস কার্য্যের আর এক নিয়ম। ইহা ব্যাপ্য-নিরূপণের মূল।

* কি সত্য বিশ্বাস, কি মিথ্যা বিশ্বাস, সকল বিশ্বাসই উল্লি-

খিত সামান্য নিয়ম সকল দ্বারা নিয়মিত হয়। মনুষ্যের প্রাধান্য অনেক পরিমাণে ইহার প্রতি নির্ভর করে যে সে ঐ সকল নিয়মানুসারে অন্ধরূপে কার্য্য করে না। বিশ্বাস কার্য্য কি কি বিশেষ নিয়ম দ্বারা নিয়মিত করিলে সত্যে উপনীত হইতে পারা যায় তাহা সে স্থির করিতে পারে। সে স্থির করিতে পারে যে, সকল সময়ে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত হইতেছে যে, কোন কোন বিশেষ পীড়ার সময় ইন্দ্রিয় সংঘটিত আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না এবং বাল্য-সংস্কার ন্যায় অন্যায়বিষয়ক আত্মপ্রত্যয়কে বিকৃত করিয়া ফেলে। মনুষ্য স্থির করিতে পারে যে কোন কোন স্থলে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হওয়া ও তাহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। দীর্ঘ নাসিকা যুক্ত ব্যক্তি দুষ্টপ্রকৃতি ইহার দুই চারি দৃষ্টান্ত সত্য হইতে পারে, কিন্তু হয় ত পঞ্চম দৃষ্টান্তের বেলা তাহা সত্য না হইলেও হইতে পারে। অনেক কাক কৃষ্ণবর্ণ ইহা দেখিয়া কখনই স্থির করা যাইতে পারে না যে সকল কাকই কৃষ্ণবর্ণ। বিশ্বাস কার্য্যকে আবার আর কতকগুলি বিশেষ নিয়ম দ্বারা নিয়মিত করিলে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, তাহা মনুষ্য এইরূপে স্থির করিতে পারে।

মনোবৃত্তিতে আমাদের বিশ্বাস করিতেই হইবে, এই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা আমাদিগের সকল বিশ্বাস নিয়মিত হয়। মনোবৃত্তিতে বিশ্বাস আমাদিগের সকল বিশ্বাসের

মূল। মনই আবার বলিয়া দেয় যে, কোন্ বিশ্বাস সত্য ও কোন্ বিশ্বাস মিথ্যা। মনই বলিয়া দেয় যে কোন্ বৃত্তিকে বিশ্বাস করিতে হইবে কোন্ বৃত্তিকে বিশ্বাস করিতে হইবে না। মনই বলিয়া দেয় যে কোন্ বৃত্তিকে কতদূর বিশ্বাস করিতে হইবে। মনই বলিয়া দেয় যে কোন স্থলে এমন কি মানসোদিত আত্মপ্রত্যয়কেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। মনই বলিয়া দেয় যে যুক্তির নিয়ম কি কি এবং সেই সকল নিয়ম পালন করিলে আমরা সত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারি এবং পালন না করিলে আমরা ভ্রমে পতিত হই। মন যত দূর আমাদিগকে জানাইয়া দেয় তত দূরই আমরা জানিতে পারি, তাহার অধিক জানিতে পারি না। প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিবার আমাদিগের অধিকার নাই যে,—তুমি আমাদিগকে এত দূর অবধি জানাইলে, অধিক জানাইলে না কেন? মাতার বিনম্র পুত্রের ন্যায় প্রকৃতির পদতলে বসিয়া তিনি যাহা শিক্ষা দিবেন ও যত দূর শিক্ষা দিবেন, তাহাই আমাদিগকে নত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম অধ্যায়।

আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপন।

মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিত হইয়া মনুষ্যের মনশ্চক্ষু কেবল মর্ত্ত্য লোকে সম্বদ্ধ আছে এমত নহে। তাহার এক লোকাতিগ দৃষ্টি আছে, যদ্দ্বারা তাহার হৃদয়ে সকল পদার্থ ও ঘটনার সম্পূর্ণ ও নিত্য নির্ভর-স্থল কোন পূর্ণ পদার্থে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস সকল ধর্ম্মের মূল।

এ বিশ্বাস পরম্পরাগত-প্রবাদ-মূলক নহে। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন লোকে বাল্য কালে কেবল পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের মুখ-বিনির্গত ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে, ঈশ্বরতত্ত্বে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা গুরুপরম্পরা-প্রবাহিত প্রবাদের প্রতি অবিবেচনাপূর্ব্বক নির্ভর না করিয়া স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা মতের সত্যাসত্য পরীক্ষা

করিয়া দেখেন। যখন দেখা যাইতেছে যে তাঁহারাও ঈশ্বর-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তখন তাঁহারা কেবল চির পরম্পরাগত প্রবাদের প্রতি নির্ভর করিয়া ঐ তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেছেন, এমন কখনই বলা যাইতে পারে না। পরন্তু চিরপরম্পরাগত প্রবাদ অনাদি নহে; অবশ্য এক সময়ে তাহার প্রথম উৎ-পত্তি হইয়া থাকিবে।

ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস ঈশ্বরের আত্মপরিচয়প্রদানমূলকও নহে। ঈশ্বর আছেন ও তিনি অভ্রান্ত, ইহা অগ্রে না মানিলে ঈশ্বরের আত্মপরিচয় প্রদানে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের অভ্রান্ত স্বরূপ মানিতে গেলে তাঁহার পূর্ণতাও মানিতে হয়। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান মূলক নহে।

ঐ বিশ্বাস, ভয়, ভক্তি প্রভৃতি মানস-বিকার-জনিত নহে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে মানস বিকারের কোন প্রকার বিশ্বাস জন্মাইবার ক্ষমতা নাই।

ঐ বিশ্বাস কল্পনামূলকও নহে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কল্পনাও কোন প্রকার বিশ্বাস জন্মাইতে পারে না। অধিকন্তু পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, কল্পনা কোন আদিম ভাব উৎপাদন করিতে পারে না। ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব।

ঈশ্বরের ভাব যে মূল ভাব, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হই-তেছে।

ঈশ্বর-প্রকৃতির ভাব অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ঈশ্বর অনাদি কারণ। অনাদি কারণ অন্য

সকল বস্তু হইতে ভিন্ন। অনাদি কারণের ভাব অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় নাই *। পরন্তু ঈশ্বরকে যখন লোকে জড় ও আত্মার নির্ভরস্থল বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন তিনি জড় ও আত্মা হইতে ভিন্নপ্রকৃতি বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে, ঈশ্বর-প্রকৃতির ভাব মূল ভাব।

যখন প্রমাণীকৃত হইল যে ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব, তখন তাহা কল্পনামূলক বলা যাইতে পারে না।

ঈশ্বর-তত্ত্ব-প্রত্যয় যুক্তি-মূলকও নহে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে যুক্তির বিষয়ীভূত বস্তু অন্যান্য বস্তুসদৃশ, কিন্তু ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব।

অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস কল্পনা অথবা যুক্তি মূলক বিশ্বাস বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয় আত্মপ্রত্যয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

আমরা স্বতন্ত্র নহি, আমরা অপূর্ণ ও পদে পদে আমাদিগের পরতন্ত্রতা অনুভব করি। আমরা নিয়তই যে স্বতন্ত্র-স্বভাব কোন পূর্ণ পুরুষের প্রতি নির্ভর করিতেছি, ইহা না বিশ্বাস করিয়া আমরা কখনই থাকিতে পারি না। আত্মার নির্ভর ভাবের ভিতর শেষ নির্ভরস্থল

---

* ঈশ্বরকে এখানে কারণ শব্দে উক্ত করা গেল, কিন্তু বস্তুতঃ কারণ শব্দ তাঁহার সম্বন্ধে খাটে না। তিনি কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার অতীত। ভাষার অভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে কারণ বলা যায়।

স্বরূপ অনাদি নিরালম্ব পূর্ণ পদার্থের ভাব ভুক্ত আছে। নির্ভরের ভাব শেষ নির্ভর স্থলের অস্তিত্ব বুঝায়। আমাদের স্বভাব ও বাহ্য বিষয়ের স্বভাব অপূর্ণ, ইহা যেমন আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না, তেমনি কোন পূর্ণ পদার্থের প্রতি আমরা ও বাহ্যপদার্থ সর্ব্বদা নির্ভর করিতেছে, এ বিশ্বাস আমরা না করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব ঐ প্রত্যয় অবশ্য বিশ্বসনীয়। এ বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ঐ ভাব আদিম।

ঈশ্বরতত্ত্ব-প্রত্যয় যেমন অবশ্য বিশ্বসনীয়, স্বতঃসিদ্ধ ও আদিম, তেমনি তাহা সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত।

আত্মপ্রত্যয় সকল উপলক্ষ-বশতঃ মানব-মনে উদিত হয়; অতএব সকল আত্মপ্রত্যয় প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত নহে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বরতত্ত্বপ্রত্যয় সেরূপ নয়। তাহার উদয়ের উপলক্ষ সকল মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে, মনুষ্য আপনার অপূর্ণতা আলোচনা করিলেই তাহার মনে এক পূর্ণ পুরুষের ভাব উদিত হয়। অতএব ঈশ্বরতত্ত্বপ্রত্যয় প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত ইহা প্রমাণ করা কর্ত্তব্য।

সকল মনুষ্য বস্তুর অলৌকিক নির্ভর স্থলে বিশ্বাস করে। পর্য্যটকেরা যে সকল জাতির ঐ বিশ্বাস নাই বলিয়া প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন, পরে বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা

জানা গিয়াছে, তাহাদের ঐ বিশ্বাস আছে। যেমন উষ্ণ মণ্ডলের কোন বৃক্ষ বা লতা শীত মণ্ডলে রোপণ করিলে তাহা এমনি পরিবর্ত্তিত ও বিকৃতাকার হইয়া যায় যে তাহাকে সেই বৃক্ষ অথবা লতা বলিয়া ডাকা যাইতে পারে না; সেইরূপ যদ্যপি এমন কোন জাতি পাওয়া যায়, যাহা-দিগের ধর্ম্মভাব কিছুমাত্র নাই, তাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যখন কোন কোন ব্যক্তিকে অর্থাৎ নাস্তিকদিগকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিতে দৃষ্ট হয়, তখন ঈশ্বর-তত্ত্ব-প্রত্যয় সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠায়ী, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই—যেমন সকল নিয়মের ব্যভিচার স্থল আছে তেমনি ঈশ্বর-তত্ত্ব-প্রত্যয় সম্বন্ধীয় নিয়মেরও ব্যভিচার স্থল আছে। যেমন এক হস্ত বিশিষ্ট শিশু জন্মিতে দেখা দ্বারা কখনই প্রমাণ হয় না যে মনুষ্য স্বভাবতঃ দুই হস্ত বিশিষ্ট নহে, তেমনি দুই একটি নাস্তিক থাকাতে কখনই প্রমাণ হয় না যে মনুষ্যের স্বভাবতঃ ধর্ম্মভাব নাই। মনুষ্য যেমন বস্তুর অলৌকিক নির্ভর স্থলে বিশ্বাস করে তেমনি তাহাকে সকল বস্তুর নির্ভর স্থল বলিয়া বিশ্বাস করে। এক ঈশ্বর-বাদীরা বিশ্বাস করে যে সকল পদার্থই এক ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। বহুদেবোপাসকেরা বিশ্বাস করে যে সকল জ্ঞাত বস্তুরই দেবতা আছে। যখন তাহারা কোন নূতন বস্তু অথবা ঘটনা দেখে তখন তাহারা তাহার অধিষ্ঠাত্রী নূতন দেবতার কল্পনা করে। সকল মনুষ্যই বিশ্বাস করে যে অলৌকিক পদার্থের প্রতি সকল বস্তু সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর

করিতেছে। একেশ্বর-বাদীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের প্রতি সকল বস্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। বহুদেবোপাসক দিগের সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব যদ্যপি উজ্জ্বল নহে, তথাপি সকল বস্তুই যে দেবতাদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে এ বিশ্বাস যে তাহাদিগের হৃদয়ে বিরাজমান আছে, তাহা তাহাদের স্তোত্র ও প্রার্থনা দ্বারা প্রকাশিত হয়। সকল মনুষ্যই বিশ্বাস করে যে অলৌকিক পদার্থের প্রতি সকল বস্তু নিত্যকাল নির্ভর করিতেছে। একেশ্বর-বাদীরা বিশ্বাস করে যে সকল বস্তুই ঈশ্বরের প্রতি নিত্যকাল নির্ভর করিতেছে। বহুদেবোপাসকেরা বিশ্বাস করে যে এমন সময় কখন হয় নাই এবং হইবেকও না যখন পদার্থ-সকল দেবতাদিগের উপর নির্ভর করে নাই এবং করিবেক না। সকল মনুষ্য সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ও নিত্য অলৌকিক নির্ভর স্থলকে পূর্ণস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। একেশ্বর-বাদী জাতি সকল বস্তুর নির্ভর স্থল একমাত্র অদ্বিতীয় পর-মেশ্বরকে পূর্ণ পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। বহুদেবোপাসক জাতি তাহাদের উপাস্য দেবতা সমূহকে পূর্ণস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। দৈববল অপেক্ষা বল নাই, দেবতারা সকল দেখিতেছেন ও সকল করিতেছেন, দেবতারা অমর ও সুখ-স্বরূপ, বহুদেবোপাসক জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত ঐ সকল বাক্য দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে তাহারা তাহাদিগের উপাসিত দেবতা সমূহকে পূর্ণতার আধার বলিয়া জ্ঞান করে। আবার কোন কোন বহুদেবোপাসক জাতি আপনা-দিগের উপাসিত দেবতা সকলের মধ্যে একটী দেবতাকে

পূর্ণস্বরূপ ও অন্য সকল দেবতা তাহার নিতান্ত অধীন এই রূপ বিশ্বাস করে। কোন কোন জাতি অধিক হস্ত ও অধিক মস্তক থাকাকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। কোন কোন জাতি নিরাকারত্বকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। কোন কোন জাতি একটী পর্ব্বত অথবা বনের প্রতি নিয়ন্তৃত্বকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। তাহাদের হৃদয়ে পূর্ণতার উচ্চতর ভাব নাই। তাহাদের মন যেমন ক্ষুদ্র, জ্ঞান যেমন সংকীর্ণ, পূর্ণতার ভাবও তাহাদিগের তদ্রূপ। কোন কোন জাতি সমস্ত জগতের উপর নিয়ন্তৃত্বকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। পূর্ণতার ভাব ভিন্ন ভিন্ন হউক, কিন্তু সকল জাতি এক পূর্ণস্বরূপ পদার্থকে বিশ্বাস করে ইহার সন্দেহ নাই। অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ও নিত্য নির্ভর স্থল কোন পদার্থ আছে, এই বিশ্বাস সকল মনুষ্যেরই আছে।

স্বতঃসিদ্ধতা, আদিমত্ব, অবশ্যবিশ্বসনীয়তা ও সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠায়িত্ব এই সকল লক্ষণ থাকাতে সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল এক পূর্ণ পদার্থ আছে এই বিশ্বাসকে আত্মপ্রত্যয় বলাযায়। তাহা বুদ্ধিসংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও বিশেষ আত্মপ্রত্যয়; সাধারণ আত্মপ্রত্যয় নহে।

ঈশ্বরতত্ত্বপ্রত্যয় যখন আত্মপ্রত্যয় তখন তাহাতে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। সকল প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আত্মপ্রত্যয়-মূলক। আত্মপ্রত্যয়ে যদি আমরা বিশ্বাস না করি তবে কোন প্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশ্বাস করা হয় না।

সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল কোন পূর্ণ পুরুষের

অস্তিত্ব নিরূপিত হইল। এক্ষণে সম্পূর্ণ নির্ভর ও পূর্ণতা কাহাকে বলে তাহা স্থিরীকৃত হইতেছে।

সম্পূর্ণ নির্ভর ও পূর্ণতা কি, তাহা সহজ জ্ঞান এবং যুক্তির সংযুক্ত কার্য্যদ্বারা আমরা জানিতে সক্ষম হই।

আমরা আত্মপ্রত্যয় দ্বারা জানিতেছি যে, উৎপত্তি, বর্ত্তমান অস্তিত্ব, ও শক্তির জন্য নির্ভরকে সম্পূর্ণ নির্ভর বলে। আমরা যুক্তি দ্বারা জানিতেছি যে, যখন ঈশ্বর সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল, তখন তিনি সকল বস্তুর উৎপত্তি বর্ত্তমান অস্তিত্ব ও শক্তির নির্ভর স্থল। ঈশ্বর ও জগৎ এ উভয়েই নিত্যকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমরা এরূপ কখনই স্বীকার করিতে পারি না ; যে হেতু আমাদের আত্মপ্রত্যয় এই যে ঈশ্বর অন্য সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল। জগৎ, নিত্য পরমাণু দ্বারা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা মানিতে হইলে জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণরূপে অধীন, ইহা মানা হয় না, কিন্তু আমাদিগের আত্মপ্রত্যয় বলিয়া দিতেছে যে, জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ রূপে অধীন। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে, জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা এক সময় সৃষ্ট হইয়াছিল। ভূতত্ত্ববেত্তারা পৃথিবী ও জ্যোতির্ব্বেত্তারা দ্যুলোক সম্বন্ধীয় যে সকল বিশাল পরিবর্ত্তনের কথা বলেন, জগৎ এক সময় সৃষ্ট না হইয়া কেবল সেই সকল পরিবর্ত্তনের প্রবাহ যে নিত্যকাল তাহাতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এমত নহে। জগৎ এক সময় সৃষ্ট হইয়াছিল, সৃষ্টির পর ঐ সকল পরিবর্ত্তন তাহাতে ঘটিয়াছে।

আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, শরীর নিকৃষ্ট

পদার্থ ও কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, যখন শরীর নিকৃষ্ট পদার্থ ও কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, তখন সে সকল পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরে থাকিতে পারে না। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, যুক্তি, বিবেক, স্মরণ * প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ; যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, সে সকল বৃত্তি যখন স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তখন তাহা ঈশ্বরে নাই। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, অদ্বিতীয়ত্ব পূর্ণতার লক্ষণ; যুক্তি আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, পূর্ণ পুরুষ যিনি তিনি অদ্বিতীয়। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, পরিমিত-দেশব্যাপিত্ব অথবা পরিমিত-কাল-স্থায়িত্ব অপূর্ণতার লক্ষণ; যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয়, সে সকল গুণ ঈশ্বরে থাকিতে পারে না। তিনি অনন্ত-দেশব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও অনন্তকালস্থায়ী অর্থাৎ নিত্য।

আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, জ্ঞান, শক্তি, করুণা ও আনন্দ পূর্ণতার লক্ষণ; যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, যখন সে সকল পূর্ণতার লক্ষণ তখন তাহা অবশ্য পূর্ণ পুরুষে আছে, ও প্রত্যেক লক্ষণ তাহাতে পূর্ণভাবে আছে, অর্থাৎ তিনি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত করুণা ও অনন্ত আনন্দ বিশিষ্ট। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া

* যুক্তি করিয়া বাহির করিতে হয়, বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়, অতএব এই সকল বৃত্তিকে ক্ষীণতা সূচক অবশ্য বলিতে হইবে।

দেয় যে, সম্পূর্ণ পবিত্রতা পূর্ণতার লক্ষণ; যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, যিনি পূর্ণস্বরূপ তিনি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইবেন।

ঈশ্বরের প্রকৃতি নির্ণায়ক আত্মপ্রত্যয় সকল বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয়। সে সকল বিবেক অন্তর্গত মহত্ত্বামহত্ত্ব-বোধবৃত্তি * সঞ্চারিত। সে সকল প্রত্যয় যে আত্মপ্রত্যয় তাহার প্রমাণ এই যে, সে সকল যৌক্তিক প্রমাণের প্রতি নির্ভর করে না অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না; এবং সে সকল প্রত্যয়ের অন্তর্গত ভাব সকল মূলভাব ও সে সকল সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত।

উল্লিখিত প্রত্যয় সকলেতে কেন আমরা বিশ্বাস করি, তাহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দিতে পারি না, অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। জ্ঞান শক্তি করুণাকে— শুদ্ধ জ্ঞান শক্তি করুণা নহে, অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি ও অনন্ত করুণাকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া কেন আমরা বিশ্বাস করি, শরীর ও আমাদিগের মানসিক বৃত্তিসকলকে কেন আমরা ক্ষীণ ও অপূর্ণ মনে করি, উৎপত্তি বর্ত্তমান-অস্তিত্ব ও শক্তি জন্য নির্ভরকে কেন আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর জ্ঞান করি, ইহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ আমরা দিতে পারি না, অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারিনা।

---

* মহত্ত্বামহত্ত্ব-বোধ-বৃত্তি দ্বারা আমরা কি মহৎ কি অমহৎ, তাহা জানিতে সক্ষম হই।

উল্লিখিত প্রত্যয় সকলের অন্তর্গত ভাব মূলভাব। মহত্ত্বের ভাব সামান্যতঃ মূলভাব; অধিকন্তু কোন বিশেষ পদার্থের মহত্ত্বের ভাব অন্য কোন মহৎ পদার্থের ভাব হইতে উৎপন্ন নহে। কোন বিশেষ পদার্থের মহত্ত্ব বা নিকৃষ্টত্ব সেই পদার্থেরই আছে অন্য পদার্থের নাই। এই কথা নিরতিশয় মহৎ পদার্থে আরো অধিক খাটে। নিরতিশয় মহত্ত্বের ভাব অন্য সকল প্রকার মহত্ত্বের ভাব হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন।

উল্লিখিত প্রত্যয় সকল সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত। ঈশ্বরের প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ মত সকল মনুষ্যের না থাকাতে আপাততঃ ইহা বোধ হইতে পারে যে, মহত্ত্ব-বোধ-সঞ্চারিত উল্লিখিত প্রত্যয় সকল সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত নহে। কিন্তু বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, আত্মপ্রত্যয় সকল উপলক্ষ বশতঃ মানবমনে সঞ্চারিত হয়। উপলক্ষ ঘটিলে তাহা সকল কালে সকল লোকের মনে সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাহা সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত বলা যায়। এমন যে সংজ্ঞা-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় তাহা চৈতন্যরূপ উপলক্ষ বশতঃ মনে সঞ্চারিত হয়; চৈতন্য না থাকিলে তাহারা সঞ্চারিত হয় না। বিবেক অর্থাৎ বিবেচনা রূপ উপলক্ষ না ঘটিলে মহত্ত্ব-বোধ-সঞ্চারিত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় উল্লিখিত আত্মপ্রত্যয় সকলের উদয় হয় না।

ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় বুদ্ধি-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয়ে উল্লিখিত বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তি নিয়োগ করিলে মনে ঈশ্বরজ্ঞানের উদয় হয়। ঐ যুক্তি ভাবমূলক যুক্তি।

আমাদিগের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল কোন পূর্ণ পুরুষ আছেন, কেবল এই বুদ্ধিসংঘটিত আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করিলে ঈশ্বর কেবল অগম, অগোচর, নিরঞ্জন, অব্যক্ত কারণ বলিয়া উপলব্ধ হয়েন। উল্লিখিত আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে কেবল এইমাত্র জানাইয়া দেয় যে, ঈশ্বর নিরতিশয় মহৎ। কিন্তু নিরতিশয় মহত্ত্বে কোন প্রকার বিদিত বা বচনীয় লক্ষণ না থাকিলেও না থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদিগের আত্ম-প্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, জ্ঞান, শক্তি, করুণা, আনন্দ প্রভৃতি কতকগুলি বিদিত গুণ মহত্ত্বের উপাদানভূত। যাহার জ্ঞান নাই, শক্তি নাই, করুণা নাই, আনন্দ নাই, তাহাকে আমরা কখনই মহৎ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। যে মূল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনির্ব্বচনীয়ত্ব আমরা জানিতে পারিতেছি সেই মূল হইতে আমরা জানি-তেছি যে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বিদিতব্য ও বচনীয়। আত্মপ্রত্যয় হইতে যেমন প্রথমোক্ত সত্য লাভ করিতেছি তেমনি আবার শেষোক্ত সত্য লাভ করিতেছি। এক বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়কে বিশ্বাস করা ও অন্য বিষয়ে তাহাতে বিশ্বাস না করা অনুচিত। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও অনির্ব্ব-চনীয়ত্বে বিশ্বাস করিতে হয় তবে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বচনীয় ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে।

সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল কোন পূর্ণ পদার্থ আছে এই প্রত্যয় প্রায় সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিরাজিত আছে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতি-নির্ণায়ক সত্যপ্রত্যয় সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিরাজমান নাই। তাহার কারণ এই যে,

নিজের অপূর্ণতা বোধরূপ উপলক্ষ সকলেরই সম্বন্ধে ঘটে; ঐ উপলক্ষের ঘটনা হইলেই আমাদিগের মনে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল পূর্ণ পদার্থে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়; আর ঈশ্বরের প্রকৃতিসম্বন্ধীয় বিবেচনা ও যুক্তিরূপ উপলক্ষ সকলের সম্বন্ধে ঘটে না, এই জন্য ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সত্য-প্রত্যয় সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান নাই। বিশেষতঃ কেবল বুদ্ধি-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয়, বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তির সংযুক্ত কার্য্য দ্বারা যে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান উদয় হয় তাহাও নহে। কার্য্যমূলক যুক্তির সহকারিতাও না পাইলে ঐ জ্ঞানের উদয় হয় না। ঈশ্বর-জ্ঞান কার্য্যমূলক যুক্তির অতীত কিন্তু তৎসহকারে তাহা মানবমনে উদিত হয়। ঈশ্বর-জ্ঞান কার্য্যমূলক যুক্তির অতীত, তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ও তাহা তৎসহকারে মানবমনে উদিত হয়, তাহা ইহার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

ঈশ্বরকে আমরা যত দূর জানি না কেন তথাপি তিনি আমাদের বাক্য মনের অগোচর অগম অনির্দ্দেশ্য পদার্থ থাকেন। যখন তিনি আত্মা হইতে ভিন্ন তখন তাঁহাতে কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা আমাদের আত্মাতে নাই। তাঁহার স্বরূপের যে অংশ আত্মা হইতে ভিন্ন তাহা আমাদের সম্বন্ধে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। তাহা সূর্য্যও প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকও প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ গাঢতিমিরাচ্ছন্ন অতলস্পর্শ সমুদ্র কেবল ঈশ্বরেরই দ্বারা পরিমেয়।

ঈশ্বরকে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে সক্ষম হই, আর অধিক পরিমাণে জানিতে সক্ষম হই না। এই জন্য প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে আমরা জানি যে এমনও নহে, না জানি যে এমনও নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্য্যমূলক যুক্তির ক্ষীণতা।

আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি যেরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপন করে, কার্য্যমূলক যুক্তি সেরূপ সংস্থাপন করিতে সক্ষম হয় না।

কার্য্যমূলক যুক্তি দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় না যে, বস্তু সকলের অনাদি নির্ভর স্থল আছে। কার্য্যমূলক যুক্তি দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে কারণের কারণ আবার তাহার কারণ এই-রূপ কারণের অনন্তশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা অনাদি কারণের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হয় না। অনাদি নির্ভর-স্থলে বিশ্বাস আত্ম-প্রত্যয়মূলক ইহা প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি যে, কৌশলের কারণ জ্ঞান। অতএব যখন জগতে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে তখন সে কৌশলের কারণ কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ আছেন ইহা প্রমাণ হইতেছে। এ যুক্তি দ্বারা জগতে প্রদর্শিত কৌশলের কারণ কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ আছেন এইমাত্র প্রমাণীকৃত হয়, তাহার অধিক প্রমাণীকৃত হয় না। এ যুক্তিতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এরূপ প্রমাণ করা যাইতে পারে না। যেহেতু

কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা ও সর্ব্বজ্ঞতা এই দুই গুণ পরস্পর ভিন্ন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে না; তিনি জগৎ-নির্ম্মাতা এইমাত্র প্রমাণ হয়। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকার আশ্রয় লইয়া কুম্ভ প্রস্তুত করে তেমনি তিনি নিত্য পরমাণুর আশ্রয় লইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন তাহারও নিশ্চয় হয় না। যন্ত্রকার যেমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মরিয়া যায় তেমনি ঈশ্বর এই জগৎ-রূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া এক্ষণে না থাকিলেও না থাকিতে পারেন।

জগতে কৌশলের সমানতা দৃষ্ট হইতেছে অতএব ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়। কিন্তু এ যুক্তি, জগতে যে সকল পদার্থের মধ্যে দৃঢ়তর সম্বন্ধ আমরা অনুভব করিতে সক্ষম হই, কেবল সেই সকল পদার্থ সম্বন্ধে খাটে, অন্য পদার্থ সম্বন্ধে খাটে না। আমরা জগতের সকল পদার্থের মধ্যে দৃঢ়তর সম্বন্ধ উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ এ জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন যদি কোন জগৎ থাকে, তবে তৎ-সম্বন্ধে উল্লিখিত যুক্তি আদবে খাটে না।

যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপের সমন্বয় করা যাইতে পারে না। যখন জগতে দুঃখ ক্লেশ দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাঁহাকে যদি সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলা যায়, তবে তাঁহাকে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বলিয়া মানিতে হয়। যেহেতু তিনি ক্লেশ একেবারে না দিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও ক্লেশ দিতেছেন। আর আবার যদি তাঁহাকে

সম্পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ মানা হয়, তবে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ মানা হইতে পারে না। যেহেতু সম্পূর্ণ মঙ্গলাভিপ্রায় সত্ত্বেও তাঁহাকে ক্লেশবিধান করিতে হইয়াছে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যুক্তি দ্বারা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপের সমন্বয় করা যাইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও সম্পূর্ণ মঙ্গলময়, ইহা সংস্থাপন করিতে যুক্তি অক্ষম বলিতে হইবে।

পাপ করিলে মনে আত্মগ্লানির উদয় হয় ও পুণ্য করিলে তাঁহাতে আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়, অতএব ঈশ্বর পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন এবং তিনি নিজে পবিত্র স্বরূপ, এমন প্রমাণীকৃত হয় না। যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন পাপী ব্যক্তি সুখ লাভ করিতেছে ও কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি ক্লেশ পাইতেছে। পৃথিবীতে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই। অতএব ঈশ্বর পবিত্রস্বরূপ ইহা সংস্থাপন করিতে কার্য্যমূলক যুক্তি অক্ষম, ইহা প্রতীত হইতেছে। যদ্যপি স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন ও পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ইহা কার্য্যমূলক যুক্তি সংস্থাপন করিতে সক্ষম, তথাপি ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্রস্বরূপ ইহা কার্য্যমূলক যুক্তি সপ্রমাণ করিতে অক্ষম, যেহেতু ঈশ্বর ধর্ম্মের প্রতি প্রসন্ন ও অধর্ম্মের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াও নিজে অপবিত্রস্বরূপ হইতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্য্যমূলক যুক্তির আবশ্যকতা।

কল্পনা ঈশ্বরজ্ঞানকে স্ফুরিত হইতে দেখ না আর কার্য্যমুলক যুক্তি, মহত্ত্বামহত্ত্ব-বোধ-সঞ্চারিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তিকে সেই জ্ঞানের স্ফুরণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ সাহায্য করে। প্রকৃত রূপে বলিতে গেলে, মহত্ত্ব-বোধ-সঞ্চারিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তির সংযুক্তকার্য্য দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান মনে উদিত হয়। কিন্তু ঐ সংযুক্ত কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের প্রতি কার্য্যমূলকযুক্তি অনেক সহকারিতা করে।

প্রথমে মনুষ্য কল্পনাবশতঃ আপনাতে শক্তি ও জ্ঞানের সংযোগ দেখিয়া এবং অন্য কোন বস্তুই শক্তিশূন্য নহে ইহা উপলব্ধি করিয়া, সে সকলকে প্রাণবিশিষ্ট অথবা মনুষ্যাকার কল্পিত পুরুষের অধিষ্ঠানস্থল বলিয়া মনে করে এবং সেই সকল কল্পিতপ্রাণ অথবা মনুষ্যাকার পুরুষকে পূর্ণস্বরূপ অলৌকিক পুরুষ জ্ঞান করতঃ তাহাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে কল্পনা, ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়,

এই জ্ঞানের উদয় হইতে দেয় না। তৎপরে যখন মনুষ্য জগতের দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে দৃঢ় সম্বন্ধ ও তাহাতে কৌশল দর্শন করে, তখন, সেই সকল পদার্থের নির্ভরস্থল একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ আছেন, এই কার্য্যমূলক যুক্তি সহকারে তাহার হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, সমস্ত জগতের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল একমাত্র অলৌলিক পুরুষ আছেন; আর যদি এমন সকল জগত থাকে যাহার সহিত ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই তাহারও নির্ভরস্থল তিনি। এই পরম সত্য কার্য্যমূলক যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণীকৃত হয় না এবং তাহা বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয় ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যমূলক যুক্তি তাহার স্ফুরণের উপলক্ষ ও সোপান স্বরূপ কর্ম্ম করে।

প্রথমে মনুষ্য অলৌকিক পুরুষকে কল্পনাবশতঃ এক প্রকার উন্নত মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান করে এবং তিনি স্বহস্তে নিয়তই নৈসর্গিক পদার্থ নির্ম্মাণ ও চালনা এবং নৈসর্গিক কার্য্য সাধন করিতেছেন এমন বিশ্বাস করে। তৎপরে যখন ইহা অনুধাবন করে যে, জগতের দৃশ্যমান পদার্থ সকল আবহমান কাল যন্ত্রবৎ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পাদনোপযোগী কার্য্য করিতেছে, তখন, সে সকল পদার্থ এক সময় কোন অলৌকিক পুরুষ দ্বারা রচিত ও বিন্যস্ত হইয়াছিল, এই কার্য্যমূলক যুক্তি সহকারে আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই পরমসত্য মনুষ্যের মনে উদিত হয়

যে, সমস্ত জগৎ এক সময় সৃষ্ট হইয়াছিল এবং সৃজন সময়ের বিধানানুসারে তাহা অদ্যাপি চলিতেছে। কার্য্যমূলক যুক্তি জগতের কেবল দৃশ্যমান পদার্থের রচনা মাত্র প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা সমস্ত জগতের সৃজন প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় না, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং জগত ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এই সত্য বিবেক-সংঘটিত আত্ম-প্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা মানবহৃদয়ে উদিত হয়, ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যমূলক যুক্তি সেই জ্ঞানের উদয়ের প্রতি কেবল সহকারিতা করে।

প্রথমে মনুষ্য জগতে দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া অলৌকিক পুরুষকে নিষ্ঠুর ও কোপনস্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু যখন বিজ্ঞান দ্বারা অবগত হয় যে, অধিকাংশ নৈসর্গিক নিয়মের অভিপ্রায় মঙ্গল, তখন, তাহারদের সংস্থাপক অনেক-পরিমাণে মঙ্গলময়, এই কার্য্যমূলক যুক্তিসহকারে আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, পরমেশ্বর সম্পূর্ণ মঙ্গলময়। ঈশ্বর সম্পূর্ণ মঙ্গলময় ইহা কার্য্যমূলক যুক্তিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হয় না এবং তাহা বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা মানব-মনে উদিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথমে মনুষ্য কল্পনাবশতঃ ঈশ্বরের মনুষ্যবৎ মানস-বিকার ও ইচ্ছার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন আছে এমত বিশ্বাস করে কিন্তু যখন তাহারা দেখে যে, জগতের দৃশ্যমান পদার্থ সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছে, তখন, তাহাদের কর্ত্তা নির্ব্বিকার, এই কার্য্যমূলক যুক্তি সহকারে আত্মপ্রত্যয়

ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, ঈশ্বর কেবল সেই সকল পদার্থ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার নহেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকার। জগৎ দেখিয়া কার্য্যমূলক যুক্তি দ্বারা আমরা কখনই স্থির করিতে পারি না যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বিকার, যেহেতু জগতের আমরা সকল দেশ দেখিতেছি না।

অসভ্য ও অজ্ঞানান্ধ অবস্থায় যখন মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান অনুন্নত থাকে তখন মনুষ্য ঈশ্বরের প্রকৃতির উপর মানবীয় দোষ আরোপ করে কিন্তু যখন তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান উন্নত হয় এবং পাপ করিলে মনে আত্মগ্লানি জন্মে ও পুণ্য করিলে আত্মপ্রসাদের উদয় হয়, তখন, যিনি এরূপ আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি অবশ্য পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, এই কার্য্যমূলক যুক্তি সহকারে আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই পরমতত্ত্বের উদয় হয় যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণ রূপে পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন ও পাপের প্রতি অপ্রসন্ন এবং সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র স্বরূপ। ঈশ্বর সম্পূর্ণ রূপে পবিত্রস্বরূপ ইহা কার্য্যমূলক যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ হয় না এবং তাহা বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা মানব-মনে উদিত হয় তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ কার্য্যে কার্য্যমূলক যুক্তি অত্যন্ত আবশ্যক তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল। কল্পনা ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে স্ফুরিত হইতে দেয় না, কার্য্যমূলক যুক্তি তাহার স্ফুরণের সম্বন্ধে অত্যন্ত সহায়তা করে। এমন

কি উল্লিখিত যুক্তির যদি কোন হেতু না থাকিত, আর সুতরাং সে যুক্তি যদি উদ্ভাবিত না হইত, তবে উক্ত জ্ঞান আদবেই স্ফুরিত হইত না। মনে কর, যদি জগতে দৃশ্যমান বস্তুর পরস্পর বিলক্ষণ অসম্বন্ধ থাকিত, তবে, তাহাদের নির্ভর স্থল এক মাত্র, এই কার্য্যমূলক যুক্তির উদয় হইত না। সুতরাং ঈশ্বর অদ্বিতীয় এই তত্ত্বস্ফুরণের প্রতি অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিত। যদি জগতে কেবলই দুঃখ ক্লেশ দৃষ্ট হইত, সুখ কিছু মাত্র থাকিত না, তাহাহইলে এই কার্য্যমূলক যুক্তি উদ্ভাবিত হইত না যে জগতের দৃশ্যমান পদার্থ স্বজনের উদ্দেশ্য মঙ্গল। ঐ যুক্তি উদ্ভাবিত না হইলে এই জ্ঞানের উদয় হইত না যে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময়। মনের এক বৃত্তির সহিত অন্যবৃত্তির সম্বন্ধ আছে, মানসিক এক কার্য্যের সহিত অন্য কার্য্যের সম্বন্ধ আছে। জগতীয় পদার্থের জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান ও তন্মূলক যুক্তি অর্থাৎ কার্য্যমূলকযুক্তির সহিত ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের দৃঢ়তর সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্মতত্ত্বপ্রত্যয়ের স্ফুরণ ও পরিশোধন জন্য বিজ্ঞান এতদ্রূপ আবশ্যক যে, হয় ত বিজ্ঞানাভাবে অধুনাতন কালের সকল লোক অদ্যাপি অশুভাধিষ্ঠাত্রী কদর্য্যপ্রকৃতি কদর্য্যাকার কল্পিত দেবদেবী সকলের উপাসনা করিত। কিন্তু কার্য্যমূলকযুক্তি যদিও এতদ্রূপ আবশ্যক তথাপি বুদ্ধি ও বিবেক সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় আমাদিগের ঈশ্বরজ্ঞানের প্রধান মূলস্বরূপ বলিতে হইবে। ঐ আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত যুক্তি কতদূর গমন করিতে সক্ষম হয়? ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা প্রাম্মরণশীল পদার্থ মধ্যে থাকিয়াও এক অমর নিত্য অবি-

নাশী পদার্থে বিশ্বাস করি ; ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা অন্তবৎ পদার্থ সকলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও এক অনন্ত পদার্থে বিশ্বাস করি; ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা বিচিত্রতা মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াও একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থে বিশ্বাস করি; ঐ আত্ম-প্রত্যয় বশতঃ আমরা দর্শনের বিষয়ী-ভূত পদার্থ সকলের মধ্যে স্থিত থাকিয়াও এক ইন্দ্রিয়াতীত অদৃশ্য অলক্ষ্য পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি ; ঐ আত্ম-প্রত্যয় বশতঃ আমরা জগতে দুঃখ ক্লেশ দেখিয়াও এক পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ পদার্থে বিশ্বাস করি।

কার্য্যমূলক যুক্তি যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয়ের স্ফুরণের প্রতি সহকারিতা করে, তেমনি তাহা স্ফুরিত হইলে তাহার বিলক্ষণ পোষকতা করে। জগতকার্য্যে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে, অতএব তাহা অবশ্য কোন পুরুষ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, এই যুক্তি, জগত ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করে। বিশাল জগত-কার্য্যে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে অতএব তাহার নির্ম্মাতার ইচ্ছা ও প্রভূত জ্ঞান আছে, এই যুক্তি, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনন্ত জ্ঞান আছে, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে। জগতকার্য্যে কৌশলের একতা দৃষ্ট হইতেছে অতএব দৃশ্যমান জগতের নির্ম্মাতা এক, এই যুক্তি, ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়, এই তত্ত্বের সুন্দররূপে পোষকতা করিতেছে। দৃশ্যমান জগত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিতেছে অতএব তাহার নির্ম্মাতা নির্ব্বিকার, এই যুক্তি, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকার, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে। দৃশ্যমান জগ-

ত্তের নিয়ম সকলের উদ্দেশ্য মঙ্গল অতএব তাহার রচয়িতা মঙ্গলময়, এই যুক্তি, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময়, এই তত্ত্বের সুন্দর রূপে পোষকতা করিতেছে। যখন পাপ করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় ও লোকের ঘৃণার আস্পদ হইতে হয় এবং পুণ্য করিলে আত্ম-প্রসাদের সঞ্চার হয়, তখন এরূপ আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদের স্রষ্টা ঈশ্বর অবশ্যই পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন, এই যুক্তি, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্র স্বরূপ, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করে।

কোন কোন যুক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয়ের স্ফুরণের প্রতি সহকারিতা না করিয়া কেবল তাহার পোষকতা করে। তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

যখন আমাদের ক্ষুধার বিষয় আহার আছে, তৃষ্ণার বিষয় জল আছে, আসঙ্গ-লিপ্সার বিষয় অন্য লোকের সহবাস আছে, এইরূপ যখন আমাদিগের প্রত্যেক প্রবৃত্তির বিষয় আছে, তখন সকল প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রবল পূর্ণ পুরুষের প্রতি নির্ভর প্রবৃত্তির বিষয় পূর্ণপুরুষ নাই, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? যখন অন্য সকল প্রয়োজন পূরণার্থ নৈসর্গিক বিধান আছে, তখন শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতিবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পূর্ণপুরুষের অস্তিত্বরূপ নৈসর্গিক বিধান নাই, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? এই যুক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আত্ম-প্রত্যয়ের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে। স্বভাব যাঁহাদিগের দেবতা তাঁহারা স্বভাবকে এ বিষয়ে কেন বিশ্বাস করেন না বলা যায় না।

ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় যেসকল কার্য্য-মূলক যুক্তি ক্ষীণ, আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা তাহাদের অপূর্ণতার পূরণ হয়, আর যে সকল কার্য্যমূলক যুক্তি বলবতী, তাহা সুন্দররূপে আত্মপ্রত্যয়ের পোষকতা করে।

চতুর্থ অধ্যায়।

—

ঈশ্বরতত্ত্ব-প্রত্যয় ক্রমে স্ফুরিত হয়।

প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল কোন পূর্ণ-পদার্থ আছে, এই বুদ্ধি সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় প্রথমে মানব-মনে উদিত হয়; তৎপরে মহত্ত্ব-বোধ-বৃত্তি ও ভাবমূলক যুক্তি উভয়ের সংযুক্ত কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান তাহাতে উদিত হয়। ঐ অধ্যায়ে দেখান গিয়াছে যে, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান একবারে সহসা মানব-মনে উদিত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অনেক পরিমাণে কার্য্যমূলক যুক্তিরূপ উপলক্ষ না ঘটিলে ও তাহার সহকারিতা না পাইলে উল্লিখিত বৃত্তিদ্বয় ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় না।

প্রথম অধ্যায়ে ও তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন কার্য্য ক্রমে ক্রমে সম্পাদিত হয়। অন্য সকল প্রকার জ্ঞান যেমন প্রথমে অনতিস্ফুট থাকে, তৎপরে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া আইসে ঈশ্বরজ্ঞানও তদ্রূপ। যেমন তামসী নিশাতে অজ্ঞাত প্রদেশে সম্মুখস্থ কোন বৃহৎ

অট্টালিকাকে দেখিয়া কেবল সম্মুখে একটি অট্টালিকা মাত্র আছে এই বোধ হয়, দিবালোক সমুদিত না হইলে তাহা কি প্রকার অট্টালিকা তাহা জানা যায় না, সেইরূপ, কোন পূর্ণ পুরুষ আছেন, মনুষ্য প্রথমে এইমাত্র জানিতে সক্ষম হয়, তৎপরে জ্ঞানালোকের উদয় হইলে তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে পারে। যাঁহারা মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধ অবস্থার ধর্ম্মের সহিত সভ্যাবস্থার ধর্ম্মের তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না, তাঁহারা বৃক্ষবীজের সহিত ফলফুলে পরিশোভিত বিস্তীর্ণছায়াপ্রদ মহোপকারী মহা-দ্রুমের তুলনা করিয়া দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক না দেখিলেও না দেখিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক যেমন বৃক্ষ-বীজের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ আছে তেমনি মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধ অব-স্থার ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানালোকসমুজ্জ্বলিত অবস্থার ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। অন্য সকল প্রকার জ্ঞানের উন্মেষ জন্য যেমন ঈশ্বর-বাক্য আবশ্যক করে না তেমনি ঈশ্বর জ্ঞানের উন্মেষ জন্য ঈশ্বরের আত্মপরিচয় প্রদান আবশ্যক করে না। অন্য বিষয় সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক মতের উচ্ছেদ জন্য যেমন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশ আবশ্যক করে না, তেমনি ধর্ম্মসম্ব-ন্ধীয় ভ্রমাত্মক মতের উচ্ছেদ জন্য ঈশ্বরপ্রত্যাদেশ আবশ্যক করে না। ঈশ্বরের নিয়মে পক্ষপাত নাই। উন্নতি-বিষয়ে অন্যান্য প্রকার জ্ঞান যে নিয়মের অধীন ঈশ্বরজ্ঞানও সেই নিয়মের অধীন।

অন্যান্য জ্ঞান লাভ অপেক্ষা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ দুরূহ নহে তাহার প্রমাণ এই যে, অনেক অসভ্য জাতিদিগের

ধর্ম্মমতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সত্য জ্ঞানের নিদর্শন লক্ষিত হয়।* ঈশ্বরসম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় তো সকলেরই মনে নিহিত আছে। যে সকল যুক্তির প্রতি সেই সত্যজ্ঞানের স্ফুরণ নির্ভর করে সে সকল যুক্তিকেও অসভ্য লোকদিগের মধ্যে জ্ঞানী লোকেরা সেই অসভ্যাবস্থায় থাকিয়াই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়। কারণ সে সকল যুক্তি যেমন আবশ্যক তেমনি সহজ। যে সকল অত্যন্ত অসভ্য লোকেরা সেই যুক্তি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় না তাহারাও যে ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সত্য ভাব বিবর্জ্জিত এমন নহে। তাহারা যে সকল দেবদেবীর উপাসনা করে সেই সকল দেবদেবী-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসেও সত্যভাব লক্ষিত হয়। যিনি জগতের কর্ত্তা তিনি কোন বিশেষ পদার্থেরও কর্ত্তা। যিনি জগতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন তিনি কোন বিশেষ পদার্থেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রভূত জ্ঞান ও প্রভূতশক্তি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তিতে ভুক্ত। এক-ঈশ্বর-বাদীরা যেমন ঈশ্বরকে অন্তরদর্শী বলিয়া বিশ্বাস করে তেমনি বহুদেবোপাসকেরা তাহাদের উপাসিত দেবদেবীকেও অন্তরদর্শী বলিয়া বিশ্বাস করে। এক-ঈশ্বর-বাদীরা যেমন ঈশ্বরকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করে তেমনি বহুদেবোপাসকেরা দেবদেবীদিগকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করে। একেশ্বরবাদীরা যেমন ঈশ্বরকে সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং প্রত্যেক পদার্থেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে তেমন বহুদেবোপাসকেরা

---

* পরিশিষ্ট দেখ।

সাধারণ দৈবশক্তিকে সমস্ত জগতের অধীশ্বর ও প্রত্যেক পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে তাহার অধীশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে ঈশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধীয় সত্য কি এক-ঈশ্বরবাদী কি বহুদেবোপাসক সকলের ধর্ম্মমতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন ধর্ম্ম সত্য বিবর্জ্জিত নহে। সকল ধর্ম্মমতে অল্প পরিমাণে হউক অথবা অধিক পরিমাণে হউক সত্য নিহিত আছে। অতএব যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক যদ্যপি অকপট রূপে সেই ধর্ম্ম যাজনা করে তবে নিজ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎকর্ষানুসারে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। কেবল সকল ধর্ম্মের কপট অনুচরদিগের নিষ্কৃতি হওয়া ভার।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ।

ঈশ্বর যখন জগতের সকল পদার্থ ও ঘটনার নিত্য নির্ভর স্থল তখন জগতের সকল ঘটনা তাঁহার বর্ত্তমান অনুশাসনে ঘটিতেছে।

ঈশ্বরকে যখন পূর্ণ বলিয়া মানা হইতেছে তখন ঈশ্বর স্বহস্তে জগতের সকল ঘটনা বিধান করিতেছেন ইহা বিশ্বাস না করিয়া, তাঁহার ইচ্ছানুসারে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিতেই হয়।

জগতের সকল ঘটনা ঈশ্বরের অনুশাসনে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘটিতেছে।

যে জড় বস্তুর যে স্বভাব তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। এক জড় পদার্থ অন্য জড় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া যেরূপ গুণ ধারণ করে সে দুই পদার্থ মিশ্রিত করিলেই সেইরূপ গুণ ধারণ করিবে। তাহার অন্যথা হয় না।

বাহ্য জগতের যেমন বদ্ধ ভাব সেইরূপ মানসিক জগতেরও বদ্ধ ভাব। মানসিক জগতও নিয়মের অধীন।

বদ্ধভাবসম্পন্ন ভৌতিক ও মানসিক জগৎ ঈশ্বরের

শক্তিকে অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঐশিক অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু তা বলিয়া কোন বস্তুই যে স্বাধীন নহে এমন নহে।

আমাদের এক আত্মপ্রত্যয় আছে যে আমাদিগের ইচ্ছা স্বাধীন। সে আত্মপ্রত্যকে দার্শনিক তর্ক কোন রূপে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় না। যখন মনুষ্য চেষ্টা করিলে আপনার স্বভাবকে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় তখন তাহার যে স্বাধীনতা আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাদি-গের ইচ্ছাকে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আছে, আমরা তাহা শতবার—সহস্রবার পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হই। এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ইহা যথার্থ বটে যে, হেতুবশতঃ আমরা সকল কার্য্য করি কিন্তু আমাদিগের এক সহজ জ্ঞান আছে যে আমরা হেতুর অধীন নই। এক প্রকার কার্য্যের প্রবল হেতু সত্ত্বেও তদ্বিপরীত কার্য্য, যাহার হেতু এত প্রবল নহে, তাহা আমরা অনায়াসে করিতে পারি।

বদ্ধভাবযুক্ত জগতের কার্য্য ও মনুষ্যের স্বাধীন-ইচ্ছা-সমুদ্ভূত কার্য্য এই দুই প্রকার কার্য্যের সামঞ্জস্য করিয়া ঈশ্বর কিরূপে জগৎ চালাইতেছেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। জ্ঞাত না থাকিবার কারণ এই যে, আমরা নিজে ঈশ্বর নহি। কিন্তু আমরা এই মাত্র জ্ঞাত আছি যে, জগতের সকল কার্য্য মঙ্গলের দিকে উন্মুখ। ঈশ্বর যে সকল জীবকে সম্যক্‌রূপে সুখী করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা ইহা স্থির করিতে সক্ষম

হই। তাঁহার যেমন সকল জগতের প্রতি দৃষ্টি আছে তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আছে। তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় যেরূপ সমুদায় জগতের কার্য্যে লক্ষিত হয় তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের ঘটনা সকলেতেও লক্ষিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

ঈশ্বরের নিরতিশয় মহত্ত্ব মানিতে গেলে মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের প্রীতি আছে ইহা অবশ্য মানিতে হয়। তিনি প্রীতিস্বরূপ ; তিনি প্রীতিস্বরূপ ইহা না মানিলে তাঁহাকে নিরতিশয় মহৎ বলিয়া মানা হয় না। আমরা যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, মনুষ্যের প্রতি তাঁহার প্রীতি আছে তেমনি বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে তিনি আমাদিগকে প্রীতি করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে পিতা মাতা অপেক্ষা অধিক যত্নের সহিত পালন করিতেছেন। আমরা প্রতি নিমেষে তাঁহার নিকট হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, আমরা তাঁহাহইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, তিনি আমাদিগকে এক্ষণে আর ভালবাসেন না অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের উপকার সাধন করেন না। তিনি নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ। ঈশ্বর-ভক্তের মন এই সিদ্ধান্তে কখনই সায় দিতে পারে না। ঈশ্বর আমাদিগকে এখনো ভাল বাসিতেছেন। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরাম হইলে জগৎ বিধ্বংস হয়, তখন

আমরা তাঁহার নিকট হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হই-তেছি তাহা তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছানুসারে প্রাপ্ত হইতেছি তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন সে সকল উপকার তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছানুসারে প্রাপ্ত হইতেছি তখন যে এক্ষণে আমা-দিগের প্রতি তাঁহার যত্ন ও প্রীতি নাই তাহা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি। সেই জীবন্ত দেবতাই আমাদিগকে এক্ষণে অন্নপানে পুষ্ট করিতেছেন, তিনি আমা-দিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করিতেছেন, তিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিতেছেন, তিনি আমাদিগের মনে ধর্ম্মবল প্রদান করিতেছেন, তিনি আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতেছেন, তিনি আমাদিগের পরিত্রাণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তিনি আমাদিগের সম্বন্ধে পাপ ব্যতীত সকল ঘটনাই বিধান করিতেছেন। উল্লিখিত উপকার-জনক কার্য্য সকল তিনি সাধারণ মনুষ্য সম্বন্ধে বিধান করি-তেছেন, তন্মধ্যে আবার যে ব্যক্তি তাঁহার নিতান্ত অনুগত ও একান্ত শরণাপন্ন হয়েন তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ঈশ্বরকে যেরূপ প্রীতি করেন ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে সমধিক প্রীতি করেন। ভক্ত যদি ঈশ্বরের দিকে একপদ অগ্রসর হয়েন, ঈশ্বর ভক্তের দিকে শত পদ অগ্রসর হয়েন। তিনি ভক্তকে তাঁহার প্রেম মুখ প্রদর্শন দ্বারা কৃতার্থ করেন। “কত তাঁর আনন্দ তাঁরে পাইয়া অন্তরে”। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পরীক্ষার

বিষয়। তাহা যে সত্য তাহা সকল দেশের সকল কালের সাধকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ঈশ্বরের যেমন অন্যান্য নিয়মিত কার্য্য আছে তেমনি সাধককে কৃতার্থ করা তাঁহার এক নিয়মিত কার্য্য।

ঈশ্বর যেমন মনুষ্যকে আপনা হইতে সাহায্য করেন তেমনি মনুষ্য তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি সে প্রার্থনা সিদ্ধ করেন।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রার্থনা সিদ্ধ করেন এই কথা যাহারা অস্বীকার করে তাহারা, যে স্বাধীনতা মনুষ্যের আছে তাহা ঈশ্বরের আছে, ইহা অস্বীকার করে। এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করিতে সক্ষম কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির কি এমনি বদ্ধভাব যে তিনি মনুষ্যের একটী প্রার্থনাও পূর্ণ করিতে সক্ষম নহেন? কোন পৃথিবীস্থ রাজা আপনা দ্বারা সংস্থাপিত নিয়ম ভঙ্গ না করিয়াও অনেক স্থলে প্রজার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন, আর যিনি রাজার রাজা ও সকল ভূতের অধিপতি তাঁহার স্বভাবের কি এমন বদ্ধভাব যে তিনি নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া আমাদিগের কোন প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন না?

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার এক প্রবল ইচ্ছা ঈশ্বর আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। ঈশ্বর এমন প্রবল ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন অথচ কোন কালে তাহা পূর্ণ করেন না ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? ঈশ্বর কি আমাদিগের সঙ্গে উপহাস করিতেছেন? এমন বিশ্বাসকে আমরা কখনই মনে স্থান দিতে পারি না।

ঈশ্বর করুণাময় পিতা হইয়া যে আমাদের কোন প্রার্থনা শ্রবণ করেন না ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

ঈশ্বর অনন্ত গুণে মহৎ, অতএব আমরা এমন কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, মনুষ্যের যে স্বাধীনতা আছে তাহা তাঁহার নাই, তিনি আমাদিগের সঙ্গে উপহাস করিতেছেন এবং তিনি নিদারুণ পুরুষ। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করেন।

আমরা যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হই যে ঈশ্বর মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করেন, তেমনি আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিতেছি যে তিনি মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের সকল প্রার্থনা তিনি পূর্ণ না করুন, কোন কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

ঈশ্বর কিন্তু আপনার সংস্থাপিত অখণ্ড বিশ্বব্যাপী নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া মনুষ্যের কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে অব্যবস্থিতচিত্ত ও পক্ষপাতী হইতে হয়। তিনি কি প্রকারে সেই সকল নিয়ম ভঙ্গ না করিয়াও মনুষ্যের প্রার্থনা পূর্ণ করেন তাহা আমরা জানিতে পারি না। নিজে ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয় সকল জানা যায় না। যখন আমরা নিজে ঈশ্বর নই তখন আমরা তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারিব?

ঈশ্বরের নিকট সাংসারিক কামনা সিদ্ধি জন্য প্রার্থনা করাতে দোষ নাই, কিন্তু আধ্যাত্মিক কামনা সিদ্ধি জন্য

প্রার্থনাই অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর। শেষোক্ত প্রকার প্রার্থনা যে শ্রেষ্ঠতর তাহা আমাদিগের মহত্ত্ব-বোধবৃত্তি বলিয়া দিতেছে। সাংসারিক কামনা সিদ্ধির প্রার্থনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা যে অসংখ্য গুণে মহৎ তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রথমোক্ত প্রার্থনা অপেক্ষা শেষোক্ত প্রার্থনা শ্রেষ্ঠতর, তাহা আবার ঈশ্বরের এই বিধান হইতে জানা যাইতেছে যে প্রার্থনা দ্বারা সাংসারিক কামনা সুসিদ্ধির স্থিরতা নাই। এপ্রকার কামনা কখন সিদ্ধ হয়, কখন হয় না। অনেক স্থলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাংসারিক কামনার সিদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গের প্রতি নির্ভর করে, কিন্তু ঈশ্বরনিয়ম ভঙ্গ করিয়া কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। পরন্তু আধ্যাত্মিক কামনা সিদ্ধি সম্বন্ধে ঈশ্বর এইরূপ বিধান করিয়া দিয়াছেন যে, একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হয়। অন্য প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের মধ্যে ইহাও এক নিয়ম। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক কামনার প্রকৃতি আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বরের নিকট তাহার সুসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা না করিলে কোন মতেই চলে না। ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা না হইলে তাঁহাকে কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? কিন্তু ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির ইচ্ছা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা উত্থিত হয়, তাহা কোন মতে না হইয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ প্রার্থনা স্বভাবতঃ মন হইতে উত্থিত হয়। ঈশ্বর নিরতিশয় মহান্, আমরা ক্ষুদ্র কীট, তাঁহার সহবাস লাভ করা

আমাদিগের পক্ষে অতীব দুরূহ। অতএব ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিতে তাঁহার নিকট তজ্জন্য প্রার্থনা না করিয়া কি প্রকারে থাকা যাইতে পারে? ঈশ্বরের নিকট ঈশ্বরের সহবাস ও ধর্ম্ম বল জন্য প্রার্থনা করা যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বরের সে প্রার্থনা পূরণ করা তেমনি স্বাভাবিক। ঘরের বাতায়ন উদ্‌ঘাটন করিলেই যেমন সূর্য্য-জ্যোতি তাহাতে প্রবেশ করে, তেমনি প্রার্থনা দ্বারা মনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেই তাহাতে ঈশ্বরের বল প্রবেশ করে। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যখন এইরূপ প্রার্থনা পূরণ আমরা স্বভাব হইতে প্রাপ্ত হইতেছি তখন ঈশ্বর আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, যখন ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, ও যখন ঈশ্বর আমাদিগের প্রার্থনা জানিতেছেন, ও যখন ঈশ্বরের বর্ত্তমান ইচ্ছার উপর সকল বস্তু ও ঘটনা নির্ভর করিতেছে, তখন ঈশ্বর যে নিজে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না ইহা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি?

কামনা সিদ্ধি জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যেমন আবশ্যক, আত্ম-চেষ্টাও তেমনি আবশ্যক। ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করেন, যাহারা আপনাদিগকে আপনারা সাহায্য করে। "আত্ম-প্রভাবাৎ দেব-প্রসাদাৎ" অর্থাৎ আত্ম-চেষ্টা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা সকল কামনা সিদ্ধ হয়। মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে, এই জন্য আত্ম-চেষ্টা কর্ত্তব্য; মনুষ্য ক্ষীণ, এই জন্য ঈশ্বরের সহায়তা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বরোপাসনা।

অলৌকিক পুরুষের প্রতি নির্ভর বোধে কতকগুলি ভাব মনে উদিত হয় ও সেই ভাব হইতে কত প্রকার কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এইরূপ ভাব ও কার্য্যের নাম দেবোপাসনা। উল্লিখিত নির্ভর বোধ হইতে এইরূপ ভাব ও কার্য্যের উৎপত্তি হইবেই হইবে। তাহা স্বাভাবিক। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও যাঁহার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি তাঁহাকে ভয় করা ও তাঁহার আদেশ পালন করা, এবং তাঁহাকে করুণাময় সুহৃৎ বলিয়া জানিলে তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতি করা, এবং যে সকল কার্য্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় তাহা সম্পাদন করা মনুষ্যের স্বাভাবিক কার্য্য। দেবোপাসনা প্রবৃত্তি মনুষ্য কখন একবারে উচ্ছেদ করিতে পারে না। এ বিষয়ে মনুষ্য আপনার স্বভাবকে কখনই অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না।

দেবোপাসনা-প্রবৃত্তির তিন লক্ষণ আছে। প্রথম লক্ষণ এই যে, তাহা পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যাপ্ত। "প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কতক ব্যক্তি ধর্ম্মের যাজনার্থ পৌরোহিত্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন; ঈশ্বরের অধিষ্ঠানোদ্দেশে

মন্দির চৈত্য দেবালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং কেবল ঈশ্বরকেই উপলক্ষ করিয়া যাগ যজ্ঞ ব্রত মহোৎসব তীর্থ পর্য্যটনাদি ব্যাপ্ত হইয়াছে। উদ্যত বজ্রাঙ্কুশের ন্যায় তাঁহার ভয়ঙ্কর নাম উচ্চারণ মাত্র লোক সকল ত্রস্ত হইয়া কত কুক্রিয়া হইতে সঙ্কুচিত ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কত রাজমুকুট-ধারী ব্যক্তিকে ভক্তি সহকারে তাঁহার নামে নত-শির হইতে দৃষ্ট হয়; এবং কত মনুষ্য অনিত্য অধম সংসা-রাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরপ্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়। সকল প্রকার শুভ কর্ম্মেই তিনি অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে বরণীয় হইয়াছেন। সম্পদ কালে তাঁহার নামে জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে, এবং বিপদ সময়ে তিনি কাণ্ডারী স্বরূপে শরণাপন্নদিগের অবলম্বের বিষয় হয়েন। পারত্রিক মঙ্গ-লের বিষয়েও তাহারা তাঁহারই উপাসনা ও তাঁহার অনু-জ্ঞাত কার্য্য সাধনকেই তদীয় হেতুভুতরূপে অবধারণ করে, এবং আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকে।" * ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, তাহা অবিনাশী। এই জন্য গোলাব পুষ্প যেমন আপনা হইতেই প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি ভক্তিভাব সকল চিরকাল মনুষ্যের মনে আপনা হইতেই উদিত হয়। এই জন্য প্রাচীনকালের ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের রচিত ধর্ম্ম-সঙ্গীত এখনও আমাদের মনে ভক্তির উদ্রেক করে। এই

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

জন্য প্রাচীনদিগের ধর্ম্মবিষয়ক প্রবচন দহ্যমান দারুনিঃসৃত অনলোপম উৎসাহের সহিত আমাদিগের মনকে পূর্ণ করে। ঈশ্বর উপাসনা প্রবৃত্তির তৃতীয় লক্ষণ এই যে তাহা অতি বলবতী। আহারের কষ্টে ও প্রচণ্ডাতপে পরিব্রজন জন্য বিশীর্ণকলেবর হইয়া কত লোক ঈশ্বর উদ্দেশে অনেক সঙ্কটস্থল অতি দুরস্থ তীর্থ পর্য্যটন কার্য্য সমাধা করে; কত লোকে ঈশ্বরের জন্য ধন মান যশঃ প্রভৃতি বিসর্জ্জন দেয়; ঈশ্বর জন্য কত লোক প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করে। ধন মান ও সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্তির আশয়ে কেহ স্ত্রী জাতির সহিত সহবাস পরিত্যাগ করে না, কিন্তু তাহা ধর্ম্মের জন্য পরিত্যাগ করিতে কত ব্যক্তিকে দৃষ্ট হইতেছে। ইহা উক্ত হইতে পারে যে উল্লিখিত কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোন কোন ধর্ম্ম ঈশ্বরোপাসনা প্রবৃত্তির বিকার জনিত, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সে সকল উক্ত প্রবৃত্তির বলের বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে।

ঈশ্বরের উপাসনা করা স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য অতএব তাহা অন্যান্য স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যের ন্যায় নিয়ম পূর্ব্বক সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরোপাসনা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা নিরোধ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যাহার প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণ নির্ভর ও যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাকে যে ভয় করা কর্ত্তব্য, যিনি আমাদিগকে জীবন প্রদান করিয়াছেন ও অহর্নিশ উপকার সাধন করিতেছেন তাঁহার প্রতি যে কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়া উচিত, যিনি সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট তাঁহাকে যে প্রীতি করা কর্ত্তব্য, যিনি আমা-

দিগের প্রভু তাঁহার যে আদেশ পালন করা উচিত, যিনি আমাদিগের বন্ধু তাঁহার যে প্রিয় কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য ইহার আর কোন যৌক্তিক প্রমাণ আবশ্যক করে না। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যে ঈশ্বরকে সাংসারিক অথবা আধ্যাত্মিক সকল সুখের প্রদাতা বলিয়া জানে তাহার মনে উল্লিখিত ভাব উদিত না হইয়া এবং সে উল্লিখিত কার্য্য না করিয়া কখনই থাকিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরে ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ও মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করে ও তাঁহাকে জীবন্ত দেবতা বলিয়া জানে তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য সুখ উপভোগের জন্য তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেই করিবে। তন্মধ্যে যে ঈশ্বরকে কেবল সাংসারিক সুখ দাতা বলিয়া জানে সে সাংসারিক কামনা সুসিদ্ধি জন্য তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে; যে অন্য সকল পদার্থে অতৃপ্তি বোধ করে এবং ঈশ্বরকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ ও সৌন্দর্য্যের সমুদ্র ও তৃপ্তির একমাত্র আকর বলিয়া জানে সে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ জন্য তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে।

ঈশ্বরোপাসনা প্রবৃত্তিতে মনের এই কয়েকটী ভাব ভুক্ত আছে। (১) ভয়, (২) মঙ্গলাভিপ্রায়ে বিশ্বাস, (৩) কৃতজ্ঞতা, (৪) ভক্তি, (৫) প্রীতি। যেমন পিতার শক্তি দেখিয়া বালকের মনে তাঁহার প্রতি ভয়ের উদ্রেক হয়; তাঁহাকে নিয়মানুসারে তাহার কল্যাণ সাধন করিতে দেখিয়া তাহার মনে তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায়ে বিশ্বাসের উদয় হয়; তাঁহাকে তাহার উপকার করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহার হৃদয়ে

কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়; তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি তাহা অপেক্ষা অধিক ও সেই জ্ঞান ও শক্তি তাহার কল্যাণ সম্পাদন জন্য নিযোজিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তির উদ্রেক হয়; আপনার প্রতি তাঁহার প্রীতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহার প্রীতির সঞ্চার হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি জীবাত্মার ঐ সকল ভাবের উদয় হয়।

উল্লিখিত কয়েক ভাবের মধ্যে লোকের মনে যখন ঈশ্বর-ভয় প্রবল থাকে তখন অন্য সকল ভাব বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ম্লান ভাবে অবস্থিতি করে। আর যখন প্রীতি প্রবল হয় তখন প্রীতির প্রতিপোষক কিরণে বিশ্বাস কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা, দ্বিগুণ তেজ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন করে। বিবেক বৃত্তির অন্তর্গত মহত্ত্ব-বোধ সঞ্চারিত সহজ জ্ঞান দ্বারা আমরা জানিতেছি যে ভয়প্রধান অর্থাৎ সকাম উপাসনা অপেক্ষা প্রীতিপ্রধান অর্থাৎ নিষ্কাম উপাসনা শ্রেষ্ঠ।

যে ব্যক্তি কোন সাংসারিক কামনা সুসিদ্ধির উদ্দেশে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাহার সদাই ভয় যে তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কামনা পূর্ণ করিবেন না। ঈশ্বরের এপ্রকার উপাসনা তাঁহার নিকৃষ্ট উপাসনা। অজ্ঞান মনুষ্যই এইরূপ উপাসনা করে। তাহাদিগের উপাসনা যেরূপ নিকৃষ্ট উপাসনাপ্রণালীও তদ্রূপ নিকৃষ্ট। তাহারা ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য স্তব স্তুতি পাঠ ও আপনার প্রিয় ইন্দ্রিয়সুখদ দ্রব্য সকল অর্থাৎ ফল দুগ্ধ অন্ন মাংসাদি বিবিধ উপাদেয় আহার্য্য বস্তু ও চন্দন পুষ্পাদি সুগন্ধ দ্রব্য উপহার প্রদান করে।

মানব শরীর ও মানব জীবন বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া উল্লিখিত উপাসক আপনার শরীরকে বিবিধপ্রকার প্রচুর কষ্ট প্রদান করে। এমন কি আপনার সন্তানকেও উপাস্য দেবতার সন্তুষ্টির জন্য বলিদান দেয়। যখন ঐ প্রকার উপাসকের মনে এই ভাব জাজ্বল্যমানরূপে উদয় হয় যে ঈশ্বরের নিকট পাপ অত্যন্ত ঘৃণার্হ তখন তাহারা তাঁহাকে তুষ্ট রাখিবার জন্য পাপ মোচন নিমিত্ত শরীরের অনেক কষ্টদ কৃচ্ছ্র সাধন প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ঈশ্বরের নিষ্কাম উপাসকই তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপাসক। সকাম প্রীতি সবিরোধ বাক্য। প্রীতি নিষ্কাম। তাহাকে কি সৎ-পুত্র বলে, যে পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সঞ্চিত ধন প্রাপ্তি আশয়ে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে? তাহাকে কি স্বদেশপ্রেমী বলা যাইতে পারে যে মান প্রাপ্তির আশয়ে আপনার জন্মভূমির হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়? তাহাকে কি যথার্থ বন্ধু বলা যাইতে পারে যে অর্থ প্রাপ্তির আশয়ে আপনার সুহৃদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে? ঈশ্বরের কেবল উৎকৃষ্ট গুণরূপ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যে তাঁহার প্রেমানন্দে মগ্ন হয় সেই তাঁহার যথার্থ উপাসক। নিষ্কাম উপাসকের প্রত্যেক মনন, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ মত, উক্ত বা কৃত হয়। যে কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্ম নহে তাহাতে তাঁহার অনুরাগ নাই, যে কথা তাঁহার অথবা তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধীয় নহে তাহাতে তাঁহার উৎসাহ নাই। নিষ্কাম উপাসক ঈশ্বরের নিকট হইতে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। সাংসারিক

সুখ যদি নিত্য হয় আর দুঃখের লেশ মাত্র তাহাতে না থাকে তথাপি তিনি ঈশ্বরপ্রীতি রস সুধাপানের সুখের সহিত তুলনা করিয়া সে সুখকে সুখই বোধ করেন না। পারলৌকিক সুখেও ঈশ্বরজ্ঞান ও প্রীতিজনিত সুখ যদি না থাকে তবে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর রূপে তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রীতির পূর্ণাবস্থা হইলে ভয় দূরীভূত হয়।

ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যেমন আবশ্যক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন তেমনি আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি করা হয় না। পিতার আদেশ পালন না করিয়া কেবল তাঁহাকে প্রীতি করিলে কি হইবে? কিন্তু আবার ওদিকে কেহ কেহ যাহা বলেন যে কেবল ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিলেই হইল তাঁহাকে প্রীতি করা আবশ্যক করে না, তাহা মনুষ্যস্বভাবসঙ্গত অথবা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঈশ্বরকে প্রীতি না করিলে জীবনের উদ্দেশ্য আনন্দোপভোগ জন্য সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বৃত্তি প্রীতিবৃত্তিকে তাহার উপযুক্ত বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত করা হয় না। অতএব ঈশ্বরোপাসনাতে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন যেমন আবশ্যক ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি তদ্রূপ আবশ্যক। পক্ষী যেমন দুই পক্ষ ব্যতীত উড়িতে সমর্থ হয় না তেমনি ঈশ্বরপ্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন এই দুয়ের সংযোগ ব্যতীত আমরা ঈশ্বরসমীপে উপনীত হইতে পারি না।

পৃথিবীস্থ সকল প্রকার উপাসক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনকে তাঁহার উপাসনার প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করে। নিকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা ক্রিয়াকলাপরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানকে তাঁহার

প্রিয় কার্য্য জ্ঞান করে। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাবলম্বীরা ন্যায় ও পরোপকার কার্য্যকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য জ্ঞান করে।

সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন কালে প্রত্যেক স্থলে কিরূপ কর্ম্ম করিলে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য হয় তাহার বিধি ধর্ম্মপুস্তকে থাকা অসম্ভব। ঈশ্বর মনুষ্যকে ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। ঐ দুই বৃত্তিদ্বারা কোন্ কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয় ও কোন্ কার্য্য বা তাঁহার অপ্রিয় তাহা আমরা জানিতে সক্ষম হই; ঐ দুই বৃত্তি না থাকিলে কেবল ধর্ম্ম-পুস্তক দ্বারা তাহা জানিতে কখনই সক্ষম হইতাম না। নিম্নে ঐ দুই বৃত্তির বিষয় বলা হইতেছে।

অন্যায় কর্ম্ম দেখিলে আমাদিগের মনে অতুষ্টি জন্মে ও ন্যায় কর্ম্ম দেখিলে তুষ্টি জন্মে এই জন্যই যে আমরা প্রথমোক্ত কর্ম্মকে অন্যায় বলি আর শেষোক্ত কর্ম্মকে ন্যায় বলি এমন নহে। ন্যায়ান্যায় বিবেক-কার্য্যে দুই পক্ষ পরিমাণ কার্য্য অন্তর্ভূত আছে। এই জন্য কোন প্রাচীন জাতির ধর্ম্মে ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা হস্তে একটী তুলা-যন্ত্র ধরিয়া আছেন এমন বর্ণনা আছে। অন্যের যথার্থ অধিকার আক্রমণ করা অন্যায় এই বিবেক কার্য্যে অন্যের যথার্থ অধিকারের সহিত আক্রমণ কার্য্যের তুলনা অন্তর্ভূত আছে। এই ন্যায়ান্যায় বোধ দ্বারা সকল কর্ম্ম, এমন কি, পরোপকার পর্য্যন্ত নিয়মিত হয়।

ন্যায়ান্যায়-বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়। কোন একটী কর্ম্ম কেন ন্যায় অথবা কেন অন্যায় ইহার নিদান কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে তাহার কোন যৌক্তিক

প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। ন্যায়ান্যায়ের ভাব মূল ভাব। তাহা অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন নহে। এই ন্যায়ান্যায় বোধ সকল দেশের সকল কালের সকল লোকেরই আছে, যে হেতু ন্যায়ান্যায়ের ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার উপলক্ষ সকলেরই সম্বন্ধে ঘটে। সকল দেশেই ন্যায়বান্ ব্যক্তি পূজিত হন; সকল দেশেই অন্যায়াচারী পরপীড়োপজীবী দুরাত্মা ঘৃণিত হয়। প্রত্যেক জাতি মধ্যে সর্ব্বজন-মান্য নীতিসূত্র সকল প্রচলিত আছে। যেখানে লোকে সমাজবদ্ধ হইয়া আছে সেইখানেই এই ন্যায়ান্যায় বোধ তাহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান দেখা যায়। দস্যুদলের মধ্যেও এই বোধের সদ্ভাব কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ন্যায়ের নিয়ম সকল কিয়ৎ পরিমাণে পালন না করিলে দস্যুদলও থাকে না।

ঈশ্বর এই ন্যায়ান্যায় বোধ মনুষ্যের মনে স্থাপন করিয়া কার্য্যের ন্যায়ান্যায় বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় মনুষ্যদিগকে ব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর মনে করিলে মনের প্রকৃতি অন্য প্রকার করিতে পারিতেন কিন্তু যিনি মনের অধিপতি, মানবমন যাঁহার অতি যত্নের ধন, তিনি সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে তাহাকে উক্ত শুভকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই ন্যায়ান্যায়-বিবেক-বৃত্তি লোক-সমাজের সম্ভেদ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হইয়াছে। মনুষ্যের ঐ বৃত্তির একবারে উচ্ছেদ হইলে লোকসমাজ এক দণ্ড রক্ষা পায় না। যে সকল সংশয়-বাদীরা মনুষ্যের উক্ত বৃত্তির সদ্ভাব স্বীকার করেন না

তাঁহারাই লোক-সমাজে থাকিয়া উক্ত বৃত্তির শুভ ফল লাভ করিতেছেন।

ধর্ম্মের শোভা তখন অতি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়, যখন ন্যায় বৃত্তি যত দূর লোকের উপকার করিতে বলে তাহা অপেক্ষা অধিক উপকার করা হয়। যে সকল মহাত্মারা পরের উপকার সাধনে প্রচুর কষ্ট স্বীকার এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কি চিরস্মরণীয় ব্যক্তি!

পরোপকার মহৎ কার্য্য ইহা মহত্ত্ববোধজনিত আত্মপ্রত্যয়।

কর্ম্মের ন্যায়ান্যায় বোধ ও কর্ম্মের মহত্ত্ব বোধ এই দুই লইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ হইয়াছে। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ মানবহৃদয়স্থিত ধর্ম্মপুস্তক। ইহা মনুষ্যের অশেষ কল্যাণের প্রস্রবণ। ইহার আদেশানুসারে চলিলে ঈশ্বরোপাসনার এক প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন সম্পন্ন হয় ও মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

পরকাল।

ঈশ্বরে বিশ্বাস যেমন ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ তেমনি পরকালে বিশ্বাস ধর্ম্মের আর এক প্রধান অঙ্গ।

অধিকাংশ ব্যক্তি শরীর হইতে আত্মার বিভিন্নতায় বিশ্বাস করে কিন্তু তাহারা তাহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দিতে অক্ষম অথচ তাহারা তাঁহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে না। শরীর ও আত্মার প্রভেদ বিষয়ে কোন যৌক্তিক প্রমাণ আবশ্যক করে না, সংজ্ঞাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ বিশ্বাসান্তর্গত ভাব মুল ভাব। আত্মার স্বরূপ অন্য কোন বস্তুর স্বরূপের ন্যায় নহে। আত্মার আকৃতি ও পরিমাণ নাই। আত্মা এত দীর্ঘ এত প্রস্থ ও এত পরিমাণ, বলিতে গেলে হাস্যাস্পদ বাক্য হয়। আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন এই বিশ্বাস সকল লোকেরই আছে। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়।

আমরা আত্মপ্রত্যয় দ্বারা শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য যাহা জানিতেছি তাহা আবার যুক্তি হইতে পোষকতা প্রাপ্ত হয়। যখন আমি একই ব্যক্তি নানা ব্যক্তি নহি, তখন আমার আত্মা কখনই ভৌতিক পদার্থ হইতে পারে না।

কেননা ভৌতিক পদার্থ হইলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু দ্বারা রচিত হইত এবং সেই পরমাণু-পুঞ্জের সংজ্ঞা গুণ থাকাতে প্রত্যেক পরমাণুরই সংজ্ঞা গুণ থাকিত। তাহা হইলে আমি আপনাকে এক ব্যক্তি মনে না করিয়া অনেক ব্যক্তি মনে করিতাম। কিন্তু যখন সেটী মনে করিতেছি না তখন আমার আত্মা যে অভৌতিক তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে।

শরীর হইতে আত্মা পৃথক এই তত্ত্ব হইতে আমরা সহজ যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করি যে আত্মা অমর। যখন আত্মা অভৌতিক তখন ভঙ্গুরত্ব ও বিনশ্বরত্ব প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের গুণ তাঁহাতে থাকিতে পারে না। ঐ যুক্তি এমন সহজ যে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও পরকালে বিশ্বাস দৃষ্ট হয়।

পরকালের আর এক যুক্তি এই যে যখন জগতে কোন পদার্থেরই বিনাশ নাই তখন কেবল আত্মারই বিনাশ হইবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? জগতের পদার্থ সকলের পরিণাম হয় মাত্র, তাহার ধ্বংস হয় না, তবে কেবল আত্মারই যে ধ্বংস হইবে তাহার সম্ভাবনা কি?

পরকালের আর এক যুক্তি এই যে যেমন চক্ষুর অস্তিত্ব দৃশ্যপদার্থের অস্তিত্ব বুঝায়, যেমন বুভুক্ষার অস্তিত্ব আহার্য্য বস্তুর অস্তিত্ব বুঝায়, তেমনি আমাদের সুখৈষণাবৃত্তির অস্তিত্ব এক নির্ম্মল ও নিত্য সুখের অস্তিত্ব বুঝায়। কিন্তু যখন ইহ কালের অবস্থা নির্ম্মল নিত্য সুখের অবস্থা নহে তখন

---

* পরিশিষ্ট দেখ।

স্বীকার করিতে হইবে যে পরকাল আছে, ও নির্ম্মল নিত্য সুখের অবস্থা পারলৌকিক। স্বভাব যাহাদিগের দেবতা তাহারা এবিষয়ে স্বভাবকে কেন বিশ্বাস করেন না বলা যাইতে পারে না।

পরলোকের অস্তিত্ব সংস্থাপক যুক্তির মধ্যে ঈশ্বর স্বরূপ মূলক যুক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ঈশ্বরের ন্যায়গুণ বলিয়া দিতেছে যে পরকাল আছে। ঈশ্বর যখন ন্যায়স্বরূপ, তখন তিনি অবশ্য পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা। কিন্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে "যদিও লোকে ইহকালে আপনাপন কর্ম্মানুযায়ী ফলাফল প্রাপ্ত হয় তথাপি অনেক কুকর্ম্মাচারী স্বীয় বুদ্ধিচাতুর্য্য দ্বারা দুষ্কর্ম্মজনিত লোকাপবাদ ও রাজ-দণ্ডভোগ হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং ক্রমাগত পাপাচরণ দ্বারা চিত্ত কঠোর হইয়া যাওয়াতে অনুতাপ রূপ শাস্তিও প্রাপ্ত হয় না। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কখন কখন অজ্ঞ লোকের অত্যা-চার জন্য স্বকীয় মহৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে অসমর্থ হয়েন।"* দণ্ড পুরস্কারের এইরূপ অব্যবস্থা যে চিরকালের মত রহিয়াগেল এই মত, সুচারু নিয়মাবদ্ধ ভৌতিক জগতের সর্ব্বসামঞ্জস্যীভূত শাসনপ্রণালীর সহিত ও ইহলোকে অনেক স্থানে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের সহিত ঐক্য হয় না। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে পরকাল আছে আর সেই পরকালে উক্ত দণ্ড পুরস্কারের সমন্বয় হইবে।

ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপও বলিয়া দিতেছে যে পরকাল

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

আছে। আমাদিগের জিজীবিষা বৃত্তি অর্থাৎ জীবিত থাকিবার এক স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে; কেবল জীবিত থাকিবার ইচ্ছা নহে, সুখে জীবিত থাকিবার ইচ্ছা আছে। শুষ্কতালু মৃগ যেমন জলের জন্য ব্যগ্র তেমনি সকল মনুষ্য পূর্ণ শাশ্বত সুখের নিমিত্ত ব্যগ্র। আমরা ধন মান যশঃ উপার্জ্জন সময়ে মনে করি যে উক্ত উপায় সকল দ্বারা প্রকৃত সুখ লাভ করিব, কিন্তু ঐ সকল ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইলে প্রাচীনেরা যাহা বলিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য অনুভব করি যে সে সকলের দ্বারা প্রকৃত সুখ সাধন হয় না। আমাদের জীবনোজ্জ্বলকর পদার্থ সকল একে একে নির্ব্বাণ হয়, আমাদের অনেক মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই লীন হয়। আমরা অগ্রে দেখি ও পশ্চাতে দেখি কিন্তু যাহা আমরা চাই তাহা না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হই; আমাদের মধুরতম সঙ্গীত তাহা যাহা বিষাদ ভাবে ম্লানীভূত। স্রোতের উপর যেমন সূর্য্যরশ্মির চাকচিক্য কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে অন্ধকার ও শৈত্য; তেমনি ইহা অনেক বার ঘটে যে আমাদিগের মুখে হাস্য কিন্তু হৃদয় বিষণ্ণ ও গ্লানিযুক্ত। আমাদের জ্ঞানের আয়তন অতি সঙ্কীর্ণ। প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী কহিয়া গিয়াছেন "আমরা এই মাত্র জানি যে আমরা কিছুই জানি না।" * অধুনাতন জ্ঞানীদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি উক্ত করিয়াছেন "আমি শিশুর ন্যায় বেলা-ভূমিতে কেবল উপল সকল সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞান মহোদধি পুরো-

* সক্রেটিশ্।

ভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"* আমরা বস্তুর স্বরূপ কিছু মাত্র জানি না; আমরা তাহার কতিপয় গুণ এবং কার্য্য মাত্র জানিতে সক্ষম হই। আমাদিগের বিবিদিষা বৃত্তি অল্পেতে সন্তুষ্ট হয় না। আমরা চাই অনেক কিন্তু পাই অল্প। বৃহৎ তিমি মৎস্য তড়াগেতে রাখিলে কিম্বা যুদ্ধ ঘোষে উল্লসিতব্য তেজঃপুঞ্জ সমরাশ্বকে আবর্জনাবহ শকটে যোজিত করিলে সে যেমন অসুখে কাল যাপন করে তদ্রূপ অসুখে আমরা এই শরীরে অজ্ঞানান্ধ অবস্থায় বদ্ধ আছি। আমরা মর্ত্ত্য কোন পদার্থ হইতে তৃপ্তি সুখ লাভ করিতে পারি না। বাষ্পীয় রথারোহি ব্যক্তি যত শীঘ্র আপনার লক্ষিত স্থানে উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করে তত শীঘ্র কি বাষ্পীয় রথ সহকারে তথায় উত্তীর্ণ হইতে পারে? কবির মানস-বিরাজিত কাব্য অথবা ভাস্করের মানসোদিত শোভন মূর্ত্তি অথবা রাজার মনোমত রাজকার্য্য-শৃঙ্খলা কি প্রথমের প্রণীত কবিতা অথবা দ্বিতীয়ের খোদিত পাষাণময়ী মূর্ত্তি অথবা তৃতীয়ের ব্যবস্থিত রাজকার্য্যের শৃঙ্খলার ন্যায়? সাধু-চরিত্র বন্ধুর চরিত্র কি আমাদের মনঃকল্পিত সাধু-চরিত্রের ন্যায় সাধু? আমরা যত ইচ্ছা করি তত কি পাইতে পারি? না আমরা যেরূপ হইতে ইচ্ছা করি সেরূপ হইতে পারি? আমরা কোন পদার্থ হইতে তৃপ্তিসুখ লাভ করিতে পারি না। সকলেরই এক এক সময় জীবনের অকিঞ্চিৎ-করত্ব উজ্জ্বল রূপে প্রতীয়মান হয়। হা! আমাদিগের বিবি-

---

* নিউটন্।

দিবা ও সুখৈষণা বৃত্তি কি কখনই সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ হইবে না? আমাদিগের স্রষ্টা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে জ্ঞাতব্য পদার্থ সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছার উদ্রেক করিয়া সে ইচ্ছা কি কখনই সম্পূর্ণ করিবেন না? এই সকল মহৎ মনোবৃত্তি অনন্তরূপে উন্নত হইবার উপযোগ্য দেখা যাইতেছে সে সকল কি তাহাদের উন্নতির প্রথম অবস্থাতেই বিধ্বস্ত হইবে? যে বিমল নিত্য সুখের বাসনা অহরহঃ সকলেরই মনে উদিত হইতেছে তাহা কি কেবল বাসনা মাত্র? আমাদের স্রষ্টা কোন ভাবি কালে আমাদিগকে নির্ম্মল নিত্য সুখের অবস্থা প্রদান করিবেন এই আশা আমাদিগের মন হইতে কখনই অন্তর্হিত হয় না। যদ্যপি দুরবস্থারূপ রজনী চতুর্দ্দিকে ঘোরান্ধরূপে প্রতীয়মান হয় ও সাংসারিক ক্লেশরূপ প্রচণ্ড সমীরণ প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় তথাপি উক্ত আশাদীপালোক-সমুজ্জ্বলিত গৃহের ন্যায় আমাদিগের চিত্তকে উন্নত রাখে। ইহা যথার্থ বটে যে মর্ত্ত্য লোকে আমাদের আশা অনেক বার চরিতার্থ হয় না, কিন্তু রোগ, দরিদ্রতা, প্রিয়জন-বিয়োগ অথবা প্রিয়-জনের সহিত প্রীতির বিচ্ছেদ সময়ে—সকল বিপদে, মৃত্যু পর্য্যন্ত কেন এই পারলৌকিক সুখের আশা আমাদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে? ঈশ্বরের গূঢ় মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরকালে বিশ্বাস থাকিবেই থাকিবে। ঈশ্বর-পরায়ণ চিত্ত পরকালের অন্যান্য প্রমাণ-সিদ্ধ যুক্তি অপেক্ষা এই ঈশ্বর-লক্ষণ-মূলক যুক্তির প্রতি অধিক নির্ভর করেন। পিতা যদি শিশু সন্তানের মন্দ

করেন তবে সে সন্তান কি করিতে পারে? কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে পিতা অবশ্যই সন্তানের মঙ্গল সাধন করিবেন।

ঈশ্বরের ন্যায় ও মঙ্গল এই দুয়ের সমন্বয় বলিয়া দিতেছে যে মনুষ্যের পরকালে যে শাস্তি হইবে তাহা নিত্য কাল হইবে না। ঈশ্বর যেমন আমাদের ন্যায়বান রাজা, তেমনি করুণাময় পিতা। তিনি আপনার সন্তান দিগকে কোন দোষের জন্য যে নিত্যকাল শাস্তি দিবেন ইহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তিনি অন্তবৎ দোষের জন্য অনন্ত শাস্তি কখনই প্রদান করেন না। পীড়ার যাতনা যেমন শরীরের আরোগ্য-চেষ্টার ফল ও তন্নিবন্ধন স্বাস্থ্য লাভের এক উপায় স্বরূপ, তেমনি পাপজন্য পরকালে যে পাপ-তাপ ভোগ হইবে, সেই পাপ-তাপ ভোগই আত্মাকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সুস্থতা প্রদান করিবে। পাপ তাপ হইতে বিমুক্তির পর বিধৌত শ্বেতাশ্বের ন্যায় আত্মা সুপরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত হইয়া উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে।

ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ বলিয়া দিতেছে যে পরকালে আত্মার মহৎ সুখ সম্ভোগ হইবে, কিন্তু সে সুখের অবস্থা ক্রমশঃ স্ফূর্ত্ত হইবে। স্বভাবের সকল কার্য্য ক্রমশঃ সম্পাদিত হয়। পরকালে আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। যখন প্রতীত হইতেছে যে পৃথিবীর অবয়বের অনেক পরিণাম ও অনেক নিকৃষ্ট জীব শ্রেণী নাশের পর পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান পদার্থ-শ্রেণী ও উৎকৃষ্ট জীব মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, আর যখন প্রতীত হইতেছে যে ভূমণ্ডলের কোন স্থানে সভ্যতা অস্ত

পাইয়া, পুনরায় যে স্থানে তাহা প্রকাশ পায় তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর বেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যখন সকল বস্তুর গতি উন্নতির দিকে হইতেছে তখন ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টি জীবাত্মা ক্রমশঃ উন্নত হইবে, আর এক অবস্থা অর্থাৎ লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবে, এমন অনুমান যুক্তি-সিদ্ধ। অতএব প্রতীত হইতেছে যে পরকালে আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে।

মনুষ্যের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি ক্রমশঃ পরিশোধিত ও উন্নত হইয়া তাহাকে যে আনন্দ প্রদান করিবে তাহা এক্ষণে কল্পনাও করা যাইতে পারে না। কিন্তু আত্মার যত উন্নতি হউক না কেন তাহা কখনই ঈশ্বরের ন্যায় হইতে পারিবে না। সৃষ্ট বস্তু কখন স্রষ্টার ন্যায় হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ-কারী বস্তু সম্ভোগে যে সুখানুভব হয় সে সুখ এবং জ্ঞান ও বিশুদ্ধ প্রীতি জনিত সুখ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সুখ, এই উভয় প্রকার সুখের ভাব তুলনা করিলে আধ্যাত্মিক সুখ যে অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। যখন পারলৌকিক সুখের অবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট সুখের অবস্থা তখন তাহা আধ্যাত্মিক সুখের অবস্থা অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বর প্রীতি জনিত সুখের অবস্থা। পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ঈশ্বর প্রকৃতির প্রধান অংশ আমাদিগের জ্ঞান-নেত্রের সম্বন্ধে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। সেই অংশ ক্রমশঃ যত সেই নেত্র-সম্মুখে অনাবৃত হইতে থাকিবে ততই আত্মা কি অপর্য্যাপ্ত আনন্দ রসে প্লাবিত হইতে থাকিবে! যেমন এক ত্রিভুজের দুই ভুজ বিস্তার

করিলে সেই দুই ভুজের আধেয় কোণ সমান থাকে কিন্তু সেই ত্রিভুজের কর্ণ ও আয়তনের বৃদ্ধি হয়, তেমনি পরকালে ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বর প্রীতি যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় সমান থাকিবে, কিন্তু ধর্মের কর্ণের স্বরূপ শান্তি ও আয়তন-স্বরূপ আনন্দ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।* যেমন পর্ব্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া এক পর্ব্বতের উপর উত্থিত হইলে আর এক পর্ব্বত নয়নগোচর হয় তেমনি পরকালে অভিনব আধ্যাত্মিক সুখের এক অবস্থার পর আর এক উৎকৃষ্টতর অবস্থা স্ফুরিত হইয়া জীবকে আশ্চর্য্য রসে প্লাবিত করিতে থাকিবে। সমুদ্র সঙ্গম দিকে ক্রমশঃ প্রসারিত নদী সদৃশ পারলৌকিক সুখ ক্রমে ক্রমে যেমন জীবের সম্মুখে প্রসারিত হইবে তেমনি সে কি বিস্ময়াপন্ন ও কৃতার্থ হইবে!

---

* ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয়, অতি অসভ্য ও মূঢ় লোকেরও যেমন, অতি উন্নত অবস্থাপন্ন দেবতারও তেমনি, কিন্তু তাহাদের ঈশ্বর জ্ঞান কত ভিন্ন।

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যার প্রামাণিকত্ব।

অন্যান্য বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ব্রহ্মবিদ্যা তেমনি প্রামাণিক। যেমন অন্যান্য বিদ্যার পত্তন ভূমি আমাদিগের মনোবৃত্তিতে বিশ্বাস সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার পত্তন ভূমিও আমাদিগের মনোবৃত্তিতে বিশ্বাস। যখন ঈশ্বরকে জানিবার শক্তি আমাদের আছে তখন মনের অন্যান্য শক্তি যেমন বিশ্বাসযোগ্য উল্লিখিত অনুভব শক্তি কেন না বিশ্বাসযোগ্য হইবে? অন্যান্য বিদ্যা যেমন আত্মপ্রত্যয়মূলক ব্রহ্মবিদ্যা ও সেইরূপ আত্মপ্রত্যয়মূলক। পদার্থ বিদ্যা যেমন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় মূলক, মনোবিজ্ঞান যেমন সংজ্ঞা সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় মূলক, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাও অনাদি কারণ সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় মূলক। অতএব অন্যান্য বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি প্রামাণিক বলিতে হইবে।

কোন কোন পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন যে অনাদি কারণ ঈশ্বর অত্যদ্ভুত অলৌকিক পদার্থ অতএব ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থপ্রতিপাদক বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ঈশ্বর-প্রতিপাদক বিদ্যা কি প্রকারে সেরূপ প্রামাণিক হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে যখন ভৌতিক পদার্থের শক্তি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও পদার্থবিদ্যার বিষয়, এমন কি, পরিমেয় হইতে

পারিল তখন অনাদি কারণ বিজ্ঞানের বিষয় কেন না হইবে? যখন ভৌতিক পদার্থের সহিত সাদৃশ্য না থাকাতেও মন বিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারিল তখন ঈশ্বর কেন বিজ্ঞানের বিষয় না হইবেন? বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ যেমন অদ্ভুত ও অলৌকিক ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ তদপেক্ষা অল্প অদ্ভুত ও অলৌকিক নহে। কোন কোন পশুর ন্যায় যদি আমাদিগের কোন কোন ইন্দ্রিয় না থাকিত তবে আমরা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থ কোন মতেই অনুভব করিতে সমর্থ হইতাম না।

কোন কোন পণ্ডিত এরূপ বলেন যে ঈশ্বর যখন নিগূঢ় অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় ও বুদ্ধির অতীত পদার্থ তখন তৎসম্বন্ধীয় বিদ্যাকে কি রূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় প্রামাণিক জ্ঞান করা যাইতে পারে? যাঁহারা এরূপ আপত্তি করেন তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত অথচ আমরা সে সকলে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার এক তত্ত্ব এই যে সরল রেখার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই এবং বিন্দুর স্থিতি আছে কিন্তু অবয়ব নাই। এ তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত অথচ আমরা সরল রেখার ও বিন্দুর অস্তিত্বে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। সূচিভাগ বিদ্যার * এক তত্ত্ব এই যে এমন দুই রেখা আছে যাহা বর্দ্ধিত করিলে পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে অথচ তাহাদের সংস্পর্শ হইবে

---

* Conic Sections.

না। এই তত্ত্বটী বোধগম্য নয় অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। বীজগণিতে অনন্তরাশি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সকল বুদ্ধির অগম্য তথাপি সে সকল সিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। তবে ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব সকল বুদ্ধির অতীত হইলেও সে সকল আমরা বিশ্বাস কেন না করিব? আমরা কিছুই সম্যক্ রূপে জানিতে পারি না। মাধ্যাকর্ষণ, তাড়িতাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ, জীবনী শক্তি এসকল বিষয়ক প্রকৃত তত্ত্ব আমরা সম্যক্ রূপে জানিতে পারি না অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। সেইরূপ ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমরা সম্যক্ জানিতে পারি না অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না।

কেহ কেহ এরূপ বলেন যে যখন ঈশ্বর বিষয়ে মনুষ্যের মধ্যে মতের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইতেছে তখন ব্রহ্মবিদ্যার নিশ্চয় কি? তাহার উত্তর এই—যদি মতবৈচিত্র্য জন্য ব্রহ্মবিদ্যা অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয় তবে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় অনেক তত্ত্ব সমন্ধে মত-বৈচিত্র্য জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রও অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে সকল ধর্ম্ম-মতেই ভ্রম দৃষ্ট হয় অতএব ধর্ম্ম বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে বিজ্ঞান শাস্ত্রে পূর্ব্বে অনেক ভ্রম ছিল অদ্যাপিও আছে তজ্জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র যেমন পরিত্যাজ্য নহে সেইরূপ মনুষ্যের ধর্ম্ম মতে ভ্রম থাকা জন্য ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে।

অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে অন্যান্য বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ব্রহ্মবিদ্যাও তদ্রূপ প্রামাণিক। যখন পদার্থ-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতদিগের দর্শন ও পরীক্ষার ফলে আমরা বিশ্বাস করি তখন ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের আধ্যাত্মিক দর্শন ও পরীক্ষার ফলে আমরা কেন না বিশ্বাস করিব?।

দশম অধ্যায়।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ।

পূর্ব্ব কয়েক অধ্যায়ে ধর্ম্ম বিষয়ক সত্য বিবৃত হইয়াছে। সত্য লাভার্থ ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সে ভ্রম হইতে আমরা ত্রাণ পাইতে পারি, অতএব এক্ষণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

ধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রমের প্রথম কারণ মনুষ্যের কতকগুলি মানসবিকার ও প্রবৃত্তি। যে সকল মানসবিকার ও প্রবৃত্তি দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের উৎপত্তি হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

(১) আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য ও অজ্ঞান রূপ মিথুন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা ভ্রম উৎপাদন করে। অসংস্কৃত-মানস অজ্ঞানান্ধ আদিম মনুষ্যদিগের সকলই আশ্চর্য্য বোধ হইত। সূর্য্য গলিত-কনক-সদৃশ সুন্দর রশ্মি দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষমস্তক সকল সুশোভিত করত ক্রমে ক্রমে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎকে জীবন ও চক্ষু প্রদান করে; চন্দ্র, বিস্তীর্ণ নির্জ্জন ক্ষেত্র আকাশে অল্প পারিষদ পরিবৃত হইয়া পরিভ্রমণ করত প্রাণাহ্লাদকর কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে রজত-রঞ্জনে রঞ্জিত করে; বায়ু এক নিমেষে মহাদ্রুম সকল উৎপাটন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করত বিস্তীর্ণ মহারণ্যের শ্রী ও শোভা বিনাশ করে, জলস্রোত অকস্মাৎ প্রবল বেগে

আগমন করিয়া গৃহ ও গৃহোপকরণ সমস্ত বস্তু কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়; অগ্নি অনতিবিলম্বে রাশি রাশি ইন্ধন ভস্মসাৎ করে ও বন উপবন সকল দগ্ধ করিয়া ফেলে; পৃথিবী এক ক্ষুদ্র অঙ্কুরকে অত্যুচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া তাহাতে মনুষ্যের উপভোগ্য রমণীয় ফল উৎপাদন করে ও তদ্দ্বারা বহু জীবকে সুশীতল ছায়া প্রদান করে, জগতের এ সমস্ত বস্তুই সেই আদিম মনুষ্যদিগের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইত। তাহারা সে সকল বস্তুর শক্তি দেখিয়া তাহাতে চমৎকৃত হইয়া সে সকল বস্তুকে অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন পুরুষ দিগের অধিষ্ঠান স্থল কল্পনা পূর্ব্বক তাহাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রথমাবস্থাতে মনুষ্য কেবল বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি আলোচনা করিয়া থাকে; তৎপরে যখন আপনার মনের প্রকৃতি আলোচনা করে তখন কাম, ক্রোধ, স্নেহ, ব্রীড়া, মান, অপমান ইত্যাদি ভাব মনে আপনা হইতেই উদিত হইতে দেখিয়া তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করে ও সেই সকল দেবতাদিগের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্য ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানের এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যোপার্জ্জন, শিল্পকার্য্য, যুদ্ধকার্য্য প্রভৃতি কার্য্য সকলের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করে। যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মনুষ্য স্বীয় প্রভূত মানসিক ক্ষমতা দ্বারা সহস্র সহস্র লোকদিগকে যন্ত্রবৎ যদৃচ্ছা রূপে পরিচালন করেন তাঁহার অসামান্য গুণ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেবতা অথবা দেবাবতার

জ্ঞান করে ও তাঁহার জীবদ্দশাতেই অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উপাসনা করে।

(২) কৌতূহল প্রবৃত্তি। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল নিগূঢ় বিষয় ঈশ্বর আমাদিগকে জানিতে দেন নাই সেই সকল বিষয় জানিতে চেষ্টা করিয়া আমরা ভ্রমে পতিত হই। অজ্ঞ লোকেরা ঈশ্বরের আত্ম পরিচয় প্রদানে বিশ্বাস ও দর্শনকার দিগের ভ্রম এই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞ-লোকেরা জ্ঞাত নহে যে ধর্ম্মতত্ত্ব সকল ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে অবিনশ্বর জাজ্বল্যমান অক্ষরে লিখিয়াদিয়াছেন, বুদ্ধি নিয়োগ দ্বারা সেই সকল অক্ষর পাঠ করিয়া আমরা ইহকালে ও পরকালে কৃতার্থ হইতে পারি অতএব তাহারা অবাস্তবিক ঈশ্বর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া গ্রন্থের উপাসক হয় ও সেই গ্রন্থে যে সকল ভ্রম থাকে তাহাতেও বিশ্বাস করে। দর্শনকারেরা এইরূপ মনে করেন যে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা ঈশ্বরের গুপ্ত বিষয় সকল তাঁহারা জানিতে সক্ষম হইবেন। শেষকালে জানিতে গিয়া নানা হাস্যাস্পদ ভ্রম ও গোলযোগে পতিত হয়েন। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে আমাদিগের বুদ্ধির সীমা সকল নিরূপিত আছে। কি প্রকার সীমা সকল নিরূপিত আছে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

(৩) আশু বিশ্বাস প্রবৃত্তি। অদ্ভুত পদার্থ ও ঘটনাতে বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি সাধারণ লোকের আছে, ইহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা ভ্রম উৎপাদন করে। তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পুরাবৃত্তে পাওয়া যায়। অতএব সে বিষয় বাহুল্য রূপে বিবরণ করিবার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না।

(৪) আখ্যায়িকা ও রূপকানুরাগ। সাধারণ লোকে আখ্যায়িকা ও রূপক বর্ণন প্রিয়। জ্ঞানী মনুষ্যেরা তাহাদের উপদেশ জন্য যে সকল আখ্যায়িকা ও রূপক বর্ণনা ব্যবহার করেন সেই সকল আখ্যায়িকা ও রূপক বর্ণনা পরে যথার্থ বলিয়া বিশ্বসিত হয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন জ্ঞানীরা ঈশ্বরের সৃজন পালন ও সংহার শক্তিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন এবং ধন ও বিদ্যা দ্বারা জগৎ পরিপালিত হইতেছে এই বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে বিষ্ণুর স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে প্রকৃত দেবতা মনে করিয়া লোকে উপাসনা করিতেছে। ঈশ্বর ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এককালে দেখিতেছেন, এই জন্য শিবের তিন নেত্র আছে, ইহা ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন জ্ঞানীরা কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু লোকে এক্ষণে যথার্থ ই বিশ্বাস করে যে মনুষ্যের নেত্রের ন্যায় ঈশ্বরের তিন নেত্র আছে। উল্লিখিত জ্ঞানীরা ঈশ্বরের শক্তিকে দুর্গারূপে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে লোকে তাঁহাকে প্রকৃত দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপাসনা করে।

(৫) ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের লোকানুরাগ-প্রিয়তা। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা নিজ নিজ মত প্রথমতঃ বিশুদ্ধ থাকিলেও তাহা প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে সাধারণ লোকের প্রিয় ভ্রমের সহিত তাহা জড়িত করিয়া প্রচার করেন। মহম্মদ স্বদেশীয় লোকদিগের আরাধ্য কাবা নামক প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা

উঠাইতে না পারিয়া ঐ উপাসনা আপনার ধর্ম্ম-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

(৬) ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি। কৃত্রিম আচরণ শূন্য বিশুদ্ধ-চরিত্র ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা অত্যন্ত সম্মানের উপযুক্ত। যাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের একমাত্র উপায়-স্বরূপ পরম পথ প্রদর্শন করেন তাঁহারা অতিশয় কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত। কিন্তু এরূপ ভক্তিকে উপযুক্ত সীমার মধ্যে রাখা কর্ত্তব্য। যেহেতু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রচুর ভ্রমের কারণ। কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আপনাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম মতের প্রবর্ত্তককে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আপনাদিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে ঈশ্বরের প্রেরিত জ্ঞান করিয়া তাহার প্রচারিত ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা আপনাদিগের চিত্তে সত্য প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহারা বিবেচনা করে না যে সেই সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মনুষ্য ছিলেন এবং মানব-স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু কোন মনুষ্য অভ্রান্ত রূপে গণ্য হইতে পারে না।

(৭) পিতৃপুরুষদিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি। সাধারণ লোকে মনে করে যে পিতৃ পিতামহ যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা কি কখন ভ্রম হইতে পারে? এই সংস্কার বশতঃ লোকে পিতৃ-পুরুষদিগের ভ্রমে বিশ্বাস করে এবং তজ্জন্য সেই সকল ভ্রম এমনি বদ্ধমূল হয় যে শেষ কালে তাহার উচ্ছেদ করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রচলিত

কল্পিত ধর্ম্ম ও কুরীতি সকল উন্মূলন করিতে যে এত কষ্ট পাইতে হইতেছে উল্লিখিত অন্যায় ভক্তিই তাহার প্রধান কারণ।

(৮) স্বজাতির প্রতি অন্যায় অনুরাগ। পিতৃপুরুষদিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি যেমন ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধক স্বজাতির প্রতি অন্যায় অনুরাগও তেমনি প্রতিবন্ধক। এই অনুরাগ-বশতঃ লোকে পক্ষপাত-বিকৃত নয়নে স্বজাতির ধর্ম্মকে দর্শন করে এবং অন্য জাতির ধর্ম্মকে ভয়াবহ জ্ঞান করে।

(৯) স্বমতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ। স্বমতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ অন্যের ধর্ম্মমতে যাহা সত্য আছে তাহা দেখিতে দেয় না ও বিবেচনারূপ চক্ষুকে নিমীলিত করিয়া রাখে। এই অনুরাগবশতঃ লোকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর কথা পর্য্যন্তকেও কর্ণে স্থান দেয় না। লোকে এই অনুরাগবশতঃ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা পরকালে নরকে পতিত হইবে আর আপনারা কেবল স্বর্গে যাইবে, এরূপ মনে করে। তাহারা এমন বিবেচনা করে না যে মনুষ্য ভ্রান্ত জীব, অন্যের যেমন ভ্রম আছে তেমনি আপনারও ভ্রম থাকিতে পারে।

(১০) ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতের বৈচিত্র্য জন্য বিরক্তি ও নিরাশতা। কোন কোন ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পৃথিবীতে ধর্ম্মবিষয়ে মতের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হয় যে ধর্ম্ম-বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। সুতরাং তাহারা সংশয়বাদ অবলম্বন করে।

উল্লিখিত মানস বিকার ও প্রবৃত্তি সকল ক্ষীণ যুক্তি হ-স

কারে ঐরূপ ভ্রম সকল উৎপাদন করে; কেবল নিজের বলে তাহারা কোন ভ্রমাত্মক বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি কিছুমাত্র নির্ভর না করা, কেবল যুক্তির প্রতি নির্ভর করা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের দ্বিতীয় কারণ। আত্মপ্রত্যয়কে অগ্রাহ্য করিয়া কোন কোন ব্যক্তি ধর্ম্মের মূল সূত্রে অবিশ্বাস করে। তাহারা বিবেচনা করে না যে যদি আত্মপ্রত্যয়কে বিশ্বাস না করা যায় তবে কিছুই আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আত্মপ্রত্যয়কে পরিত্যাগ করিয়া কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত হাস্যাস্পদ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ স্থির করিয়াছিলেন যে জড় নাই, কেবল জীবাত্মা ও ঈশ্বর আছেন *। কেহ স্থির করিয়াছিলেন যে জড় নাই, জীবাত্মাও নাই, কেবল ঈশ্বর আছেন †। কেহ স্থির করিয়াছিলেন জড়ও নাই, জীবাত্মাও নাই, ঈশ্বরও নাই, কেবল কতকগুলি ভাব ও সংস্কার আছে ‡। যে সকল দার্শনিকেরা আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব সকল নির্ণয় করেন তাঁহাদিগেরই মত গ্রাহ্য। অশিক্ষিত সামান্য লোকের বিশ্বসিত আত্মপ্রত্যয় গ্রাহ্য, কিন্তু দার্শনিকের আত্মপ্রত্যয় অস্বীকারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে।

যুক্তির প্রতি কিছুমাত্র নির্ভর না করা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের তৃতীয় কারণ। কোন প্রত্যয় প্রকৃত আত্মপ্রত্যয় কি না

* বরক্লি।

† শঙ্করাচার্য্য।

‡ হিউম্।

তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এবং আত্মপ্রত্যয়ের উপর যদি অন্য প্রকার প্রত্যয় আরোপিত হয় তবে ঐ দুইকে পরস্পর পৃথক করিবার জন্য যুক্তি আবশ্যক। ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণে ভাবমূলক যুক্তি আবশ্যক এবং ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয়ের স্ফুরণ, পরিমার্জ্জন ও উন্নতি কার্য্যমূলক যুক্তির প্রতি নির্ভর করে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে যুক্তি অতীব আবশ্যক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে আমাদিগের বুদ্ধির সীমা সকল নিরূপিত আছে এই বিবেচনার অভাব ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের চতুর্থ কারণ। ঈশ্বর ধর্ম্মবিষয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে এক যবনিকা ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেই যবনিকার বাহিরে যাহা আছে তাহা জানিতে দিয়াছেন, আর ভিতরে যাহা আছে তাহা জানিতে দেন নাই। কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বদা চেষ্টা এই যে সেই যবনিকা ঠেলিয়া তাহার ভিতরে কি আছে তাহা দেখি। এই দুঃসাহসিকতার ফল এই হয় যে আমরা ভ্রমে পতিত হই। কতকগুলি এমন ধর্ম্মতত্ত্ব আছে তাহার আমরা কিছুই জানিতে সক্ষম হই না। ঈশ্বরের পূর্ণ শক্তি, জ্ঞান, ন্যায় ও করুণা এবং তাঁহার নিরাকারত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি কতিপয় লক্ষণমাত্র আমরা জানিতে সক্ষম হই। কিন্তু যখন আমরা বিবেচনা করি যে ঈশ্বর আত্মা হইতেও ভিন্ন তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে এমন সকল লক্ষণ তাঁহাতে আছে যাহা জীবাত্মার নাই এবং যাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। আমরা এই মাত্র জানি যে পরকাল আছে, পরকালে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুর-

কার হইবে এবং আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে, কিন্তু কি প্রকারে কোন্ স্থানে কেমন করিয়া হইবে তাহা আমরা কোন প্রকারে জানিতে সক্ষম হই না। সে যবনিকার অন্তরালস্থ পদার্থের কথা, তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই, আর আমাদের পরিত্রাণ-জন্য তাহা জানিবার আবশ্যকও করে না। এক ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত অন্য ধর্ম্মতত্ত্বের কিম্বা কোন ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞান-শাস্ত্রীয় কোন সত্যের আমরা কোন মতেই সমন্বয় করিতে পারি না। তথাচ যে সকল ধর্ম্মতত্ত্বে কিম্বা বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় তত্ত্বে আমরা কখনই অবিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। জগৎ অপূর্ণ, তাহাতে দুঃখ ক্লেশ আছে; আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে কি প্রকারে পূর্ণ পুরুষ হইতে অপূর্ণ জগতের উৎপত্তি হইল, কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণস্বরূপ ইহা আমরা না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না। মনুষ্য স্বাধীন এই তত্ত্বের সহিত কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ জগতের অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার সমন্বয় করা যাইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতা, জগতের বদ্ধ ভাব ও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা এ সকলই না মানিয়া আমরা থাকিতে পারি না।

অসম্যক্ দর্শন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের পঞ্চম কারণ। অসম্যক্ দর্শন দুই প্রকার; দৃষ্টান্ত-সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শন ও প্রকরণ-সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শন। উপাস্য দেবতার উপাসনা মাহাত্ম্যে কেবল কামনা সুসিদ্ধির দৃষ্টান্ত সকল মনুষ্যেরা প্রণিধান করে। কামনা সিদ্ধি সম্বন্ধে ঐ উপাসনার নি-

কলতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেখিয়াও দেখে না। ইহা দৃষ্টান্ত সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শনের দৃষ্টান্ত। রোগী ব্যক্তির সেবিত ঔষধ ও তাহার কৃত দেবোপাসনা এই দুয়ের মধ্যে ঔষধে উপকার দিয়াছে ইহা বিবেচনা না করিয়া উপাস্য দেবতার উপাসনাই রোগ শান্তির কারণ রূপে লোকে নির্ণয় করে। ইহা প্রকরণ সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শনের দৃষ্টান্ত স্থল। বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে অসম্যক্ দর্শনই ভ্রমাত্মক ধর্ম্মের প্রধান আশ্রয়।

উপমাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভ্রমের ষষ্ঠ কারণ। উপমা কোন বিষয়ের প্রমাণ হইতে পারে না। ঊর্ণনাভ যেমন আপনার শরীর হইতে তন্তু নিঃসারণ করিয়া জাল প্রস্তুত করে তেমনি ঈশ্বর স্বকীয় স্বরূপ হইতে জগৎ নিঃসারণ করিয়াছেন, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণ করেন যে ঈশ্বর জগতের কর্ম্ম ও উপাদান কারণ। সেইরূপ, কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দ্বারা কুম্ভ প্রস্তুত করে তেমনি ঈশ্বর নিত্য পরমাণু-পুঞ্জের দ্বারা জগৎ প্রস্তুত করিয়াছেন, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণ করেন যে ঈশ্বর জগতের কেবল কর্ম্ম-কারণ। কিন্তু প্রথম উপমা যেমন প্রথমোক্ত মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না তেমনি দ্বিতীয় উপমা দ্বিতীয় মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না। নদী সকল যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া নাম রূপ বিহীন হয় ও স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি সকল ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা সেই পরমাত্মাতে লীন হইয়া স্বীয় স্বীয় অস্তিত্বের বিলোপকে প্রাপ্তিপূর্ব্বক তাঁহার

সহিত একীভূত হইয়া যায়, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ নির্ব্বাণ-মুক্তির সিদ্ধান্ত করেন। সেইরূপ, যেমন ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া কোন বৃহৎ বৃক্ষে অবস্থিতি করে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা পরিশেষে সেই পরমাত্মাতে গিয়া অবস্থিতি করে, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ সাযুজ্য মুক্তি সপ্রমাণ করেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রথম উপমা যেমন প্রথমোক্ত মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না তেমনি দ্বিতীয় উপমা দ্বিতীয়োক্ত মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ দেখা যাইতেছে যে এক উপমা দ্বারা যাহা প্রমাণ হয় তাহাই আবার অন্য উপমা দ্বারা অন্যথা কৃত হয়। তবে কোন বিষয় আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তি দ্বারা প্রকৃতরূপে সপ্রমাণ করিয়া বোধ-সুলভার্থে উপমা ও উদাহরণ ব্যবহার করা যাইতে পারে, কেবল উপমার প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না।

সাদৃশ্যমূলক যুক্তির প্রতি অত্যন্ত নির্ভর করা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের সপ্তম কারণ। ইহা যথার্থ বটে যে বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় দ্বারা আমরা জানিতেছি যে জীবাত্মার কতক গুলি লক্ষণ ঈশ্বরে আছে, কিন্তু আত্মপ্রত্যয় অনুসারে মনুষ্য যতদূর যাইতে পারে সাদৃশ্য-মূলক যুক্তির বশ-বর্ত্তী হইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক দূরে গমন করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। মনুষ্য যেমন করিয়া ঈশ্বরকে ভাবুক না কেন, নিজ স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু, ঈশ্বর যেমন অনন্ত রূপে মহৎ সেরূপ ভাবিতে এক বিন্দু মাত্রও সক্ষম হয় না।

মহিষের জ্ঞান থাকিলে সে যেমন কল্পিত স্বর্গের নবীন তৃণময় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণকারী এক অতি প্রকাণ্ড সুন্দর মহিষের ন্যায় ঈশ্বরকে জ্ঞান করিত, তেমনি মনুষ্য কেমন করিয়া ঈশ্বরকে ভাবুক না কেন সে অনেক পরিমাণে তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় ভাবে। ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার প্রকৃতির প্রধান অংশ আমরা কিছুমাত্র জানিতে সক্ষম হই না। যাহা আমরা জানিতে পারি তাহা তাঁহার কতিপয় লক্ষণ মাত্র, সেও আবার ঠিক আমাদের প্রকৃতির লক্ষণের ন্যায় আমরা জ্ঞান করি। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার শক্তি, তাঁহার করুণা, তাঁহার আনন্দ, প্রকার ও পরিমাণে আমাদের জ্ঞান, শক্তি, করুণা, ও আনন্দের ন্যায় নহে," তাহা আমাদিগের জ্ঞান শক্তি করুণা ও আনন্দ হইতে অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট ও অনন্ত পরিমাণে অধিক। জ্ঞানীন্দ্রের ঈশ্বর জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের ঈশ্বর জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বীয় প্রকৃতির জ্ঞান তুলনা করিলে জ্ঞানীন্দ্রের ঈশ্বর জ্ঞান এক অণুমাত্রও হইবে না।

সাদৃশ্য মূলক যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানহীন মনুষ্যেরা বিশ্বাস করে যে আমাদের ন্যায় ঈশ্বরের শরীর ও মন আছে ও স্বর্গ বলিয়া তাঁহার বিশেষ নিবাস স্থান আছে, তথায় তিনি নিত্য পারিষদ দ্বারা সর্ব্বদা বেষ্টিত হইয়া বাস করেন। পৃথিবীস্থ রাজার নিকট যাইবার জন্য যেমন প্রতিহারীর সহায়তা আবশ্যক করে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তদ্রূপ জ্ঞান করিয়া মনুষ্য আপনার মনের স্বাধীনতা রূপ পরম রত্ন বিসর্জ্জন

দের এবং যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদিগের নিকট আপনাদিগের মন বিক্রয় করে। মনুষ্য যেমন উপহারে সন্তুষ্ট হয় ঈশ্বরকে সেইরূপ মনে করিয়া অজ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁহাকে সুগন্ধি পুষ্প, উপাদেয় আহার, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সুখদ দ্রব্য উপহার দেয়। রাজার সেবার শরীরকে কষ্ট প্রদান করিলে তিনি যেমন প্রসন্ন হয়েন, ঈশ্বরকেও তদ্রূপ মনে করিয়া মনুষ্য কৃচ্ছ্র-তপস্যা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। সাদৃশ্য মূলক যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া, যে ব্যক্তির যেরূপ স্বভাব, ঈশ্বরকে অধিক পরিমাণে সেই স্বভাব বিশিষ্ট বলিয়া সে বিশ্বাস করে। অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি তাঁহাকে প্রায় কেবলই করুণাময় জ্ঞান করে। কোপন-স্বভাব ব্যক্তি তাঁহাকে কোপন-স্বভাব ও পরকালে পাপীদিগকে নিত্যকাল শাস্তি দিবেন মনে করে। কিন্তু তাহা-দের দুয়েরি ভ্রম। তিনি ন্যায়বান্ ও করুণাময় পুরুষ। যে ব্যক্তির পিতৃভক্তি অধিক সে ঈশ্বরকে ঠিক মর্ত্ত্য লোকের পিতার ন্যায় জ্ঞান করে। যে ব্যক্তির মাতৃভক্তি অধিক সে ঈশ্বরকে ঠিক পৃথিবীর মাতার ন্যায় জ্ঞান করে। যাহার আত্মা অতি কোমল-প্রকৃতি সে ঈশ্বরকে স্বামীরূপে উপাসনা করিতে অধিক ভালবাসে। এভাবে অনেক মাধুর্য্য আছে বটে কিন্তু বিহিত রূপে ব্যক্ত করা আবশ্যক, নতুবা প্রলাপ বাক্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন উপাসকেরা পরম প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে প্রিয়া স্ত্রী রূপে কল্পনা করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় মহৎভাব সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এপ্রকার উপাসনা কোনরূপেই

বিহিত নহে। ঈশ্বরকে কেবল পিতা, মাতা, ও বন্ধুরূপে উপাসনা করা বিহিত।

মনুষ্য সাদৃশ্য-মূলক যুক্তির অত্যন্ত বশবর্ত্তী হইয়া পারলৌকিক অবস্থাকে ঐহিক অবস্থার ন্যায় জ্ঞান করে। অনেক জাতি পরলোককে হর্ম্ম্য আরাম পরমা সুন্দরী স্ত্রী প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সুখদ দ্রব্যের আধার বলিয়া বিশ্বাস করে।

উপরে সাধারণতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ বিশেষ রূপে নির্ণয় করা যাইতেছে।

অজ্ঞতা, অথবা কোন কর্ম্মের প্রকৃতি বিষয়ে বিবেচনার অভাব, অথবা দুই কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে গুরুতর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা না করা, অথবা বাল্য-সংস্কার, অথবা কোন বিশেষ কর্ত্তব্যের অযুক্ত গৌরব, অথবা স্বার্থপরতা, অথবা অন্য কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ। কোন ব্যক্তি কোন মন্দ কর্ম্মকে মন্দ বলিয়া বোধ করিয়া তাহা করে না, তাহা তাহার নিকট ভাল বলিয়া প্রতীয়মান হয় এই জন্য তাহা করে। যে কর্ম্মের প্রকৃতি নির্ণয় করা অতি দুরূহ, সম্যক্ বিবেচনা দ্বারা তাহার প্রকৃতি নির্ণীত না হইলে তৎসম্বন্ধীয় ভ্রম জন্মে। দুই কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে গুরুতর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা না করা পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের আর এক কারণ। ঈশ্বর অথবা স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই দুই প্রকার

কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হইলে, অনেকে অবিবেচনা হেতু শেষোক্ত কর্ত্তব্যকে গুরুতর জ্ঞান করে। বাল্য সংস্কার পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের আর এক কারণ। বাল্য সংস্কার বশতঃ সহমরণের ন্যায় কোন বিগর্হিত প্রথা ভাল বলিয়া বোধ হয়। এক এক সময়ে লোকে কোন বিশেষ ধর্ম্মের যতদূর গৌরব করা উচিত তাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব করে। যাঁহারা সহমরণের প্রথা প্রথম বিধান করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যতদূর গৌরব করা উচিত তাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব করিতেন। ইহা যথার্থ বটে যে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যেমন গরীয়ান্ এমন অন্য কোন ধর্ম্ম নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মঘাতিনী হইয়া মৃত পতির সহগমন করা উচিত নহে। যেমন অহিফেনের মত্ততার সময় অসম্বদ্ধ কল্পনা সকল মনে উদিত হয় ও তৎপরে সে সকল অলীক বোধ হয়, কিম্বা যেমন প্রবল সমীরণের সময় তটস্থিত বস্তুর প্রতিরূপ প্রদর্শক সুস্থির সুনির্ম্মল হ্রদ-বক্ষ কম্পিত হইলে সেই সকল প্রতিরূপের ভঙ্গ হয়, তৎপরে বায়ুর সাম্যাবস্থা কালে সুস্থির হইলে পুনরায় সেই সকল প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মনুষ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবল বেগের সময়ে মোহান্ধতা প্রযুক্ত মন্দ কর্ম্মকে ভাল কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে, তৎপরে সে মোহ-তিমির তিরোহিত হইলে সেই কর্ম্ম অনুচিত বোধ হয়। উল্লিখিত কারণ বশতঃ উচিতানুচিত বোধ কোন কোন স্থলে বিকৃত হয় বলিয়া কোন কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বা অকর্ত্তব্যতার নিশ্চয় নাই ইহা অতি অযুক্ত বাক্য। পাণ্ডু রোগে সকল

বস্তু পীতবর্ণ দেখায় বটে কিন্তু তাহা বলিয়া বস্তুর প্রকৃতবর্ণ অনুভব করা যায় না এমত নহে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম জন্য পরকালে যে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে এমন কখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহা বলিয়া ভ্রমের অপনোদন করিবার ও ঈশ্বরকে জানিবার যে আমাদিগের ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতা পরিচালনা না করা অর্থাৎ অন্ধকার হইতে আলোকে গমন না করা দূষণীয়। যিনি সৌভাগ্য ক্রমে ঈশ্বরের যথার্থ জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ঈশ্বরকে তাঁহার যেরূপ উপাসনা করা উচিত সেরূপ উপাসনা না করা, তাঁহার পক্ষে অতীব দূষ্য বলিতে হইবে। সকল ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মধ্যে অকপট ব্যক্তিরা নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎকর্ষানুসারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু কোন ধর্ম্মের কপট অনুচর দিগের নিষ্কৃতি নাই।

একাদশ অধ্যায়।

ঈশ্বরের আত্ম-পরিচয় প্রদান।

ঈশ্বর স্বকীয় মহিমাতে যে স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন তাহা ভঙ্গ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বা অন্য কোন রূপ ধারণপূর্ব্বক কোন মানবকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যে পদার্থের যে স্বভাব তাহা সে আপনি কখন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। ঈশ্বর যেমন ত্রিভুজকে এককালীন ত্রিভুজ ও বৃত্ত করিতে পারেন না তেমনি তিনি স্বকীয় সত্তাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া শরীর ধারণ করিতে কিম্বা কোন স্থানে কোন প্রকারে ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারেন না। যদি বল এমন ত হইতে পারে যে কোন দেশে কোন বিশেষ ব্যক্তির হৃদয়ে সত্য ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার প্রত্যাদেশও সম্ভবপর নয়। শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতা, সভ্যতা, বিদ্যা, ধন, মান, যশ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের অভাব মনুষ্য স্বাভাবিক ক্ষমতা দ্বারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়; ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞান এই নৈসর্গিক বিধানের বহির্ভূত এমন কথনই হইতে পারে না। অপিচ প্রত্যক্ষ হইতেছে যে আমাদের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পূর্ব্ব হইতে আয়োজিত হইয়া আছে। যেমন আমাদের ক্ষুধা নিবারণার্থ আহার্য্য দ্রব্য ও রোগ শান্তির জন্য ঔষধ

আয়োজিত আছে, তেমনি মনের ক্ষুধা নিবারণ ও মনের রোগ শান্তিজন্য সত্যধর্ম্ম-রূপ অমৃত মানব-প্রকৃতির অন্তর্ভূত আছে। তাহা বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তিদ্বারা উদ্ধার করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। যিনি নূতন উৎপন্ন পতঙ্গের পারিপাট্য পূর্ব্ব হইতে বিধান করিয়াছেন, তিনি যে জীবাত্মার ধর্ম্মপিপাসা শান্তির জন্য কোন নৈসর্গিক বিধান পূর্ব্ব হইতে করেন নাই এমন কখনই হইতে পারে না। ধর্ম্মতত্ত্ব সকল যে পরিমাণে ইহলোকে জানা আমাদের পরিত্রাণ-জন্য আবশ্যক, তাহা ঈশ্বর নৈসর্গিক উপায় দ্বারা আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন। যাহা তাঁহার অভিপ্রায় নয় বলিয়া আমরা জানি, তদ্বিষয়ে যে সকল পৃথিবীস্থ প্রচলিত ধর্ম্ম জ্ঞান-প্রদান করিবার অধিকার ব্যক্ত করে সে সকল ধর্ম্ম ভ্রান্তিসঙ্কুল। পরন্তু যেন স্বীকার করিলাম যে কোন দেশের বিশেষ ব্যক্তির মনে সত্যধর্ম্ম ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বার্ত্তা পাইয়া তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহারাই কেবল পরিত্রাত হইবে, সেই প্রত্যাদেশ হইবার পূর্ব্বে ও পরে যে যে দূরকালবর্ত্তী অথবা দূরদেশ-বাসী ব্যক্তিরা তাহার বার্ত্তা পায় নাই, অথচ সত্যস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরে একান্ত প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক নিতান্ত যত্নের সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছে, তাহারা কখনই পরিত্রাত হইবে না এমন কিরূপে হইতে পারে? যদি বল যে, যে সকল পবিত্র-চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তি সে প্রত্যাদেশের বার্ত্তা পান নাই তাঁহারাও পরিত্রাত হইবেন, তবে যখন স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সেই সকল ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব

সকল পরিজ্ঞাত হইয়া পরিত্রাত হইতে পারিলেন তখন প্রত্যাদেশের আর কি আবশ্যকতা রহিল ?

যদি এমত আকাশবাণী হয় যে "ঈশ্বরকে অভক্তি কর, আর সকল মনুষ্যের প্রতি বিদ্বেষ কর" তাহা হইলে আমাদিগের অন্তরস্থ ধর্ম্ম ভাবের সহিত সেই আকাশবাণীর অনৈক্য প্রযুক্ত তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় কি না ? যদি তাহা অগ্রাহ্য করা বিধেয় হইল তবে মনুষ্যের অন্তরস্থ ধর্ম্ম ভাবকে ঈশ্বর-বাক্যাভিমানী ধর্ম্মমতের পরীক্ষক স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে কি না ? মনুষ্যের অন্তরস্থ ধর্ম্মভাব যে এরূপ পরীক্ষক তাহার আর এক নিদর্শন এই যে, তাহা পরীক্ষক না হইলে ঈশ্বর-বাক্যাভিমানী কোন ধর্ম্মমতের উৎকর্ষ অনুভব পূর্ব্বক তাহা অবলম্বন করিতে মনুষ্য সকল প্রবৃত্ত হইত না, কিম্বা সেই মত বিকৃতাকার ধারণ করিলে, তাহা বিকৃতাকার ধারণ করিল কি না ইহা বোধ করিতে না পারা প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রত্যাদেশের আবশ্যক হইত। ঈশ্বর বাক্যাভিমানী ধর্ম্মমতের গৌরবের বিষয় যে সকল ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিসূত্র সে প্রকার ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিসূত্র যখন সেই ধর্ম্মানভিজ্ঞ ভিন্ন-দেশীয় জ্ঞানী মনুষ্যেরাও উক্ত করিয়াছেন দৃষ্ট হইতেছে, তখন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের আবশ্যকতা নাই ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে।

ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ মানিবার পূর্ব্বে যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব মানিতে হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন, তিনি ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, এমত বিশ্বাস করিতে হয়, আর যখন তিনি

ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য তখন তিনি অবশ্য পূর্ণস্বরূপ প্রকৃত মানিতে হয়, আর যখন তাঁহার পূর্ণত্ব হইতে অন্যান্য ধর্ম্ম-তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করা যাইতে পারে তখন ঈশ্বর প্রত্যা-দেশের আর কি আবশ্যকতা রহিল?

প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্ব সকলের মধ্যে কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা নিজ নিজ ধর্ম্ম ঈশ্বরোক্ত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সেই সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকদিগের কৃত অলৌকিক কার্য্যের ও তাহাদিগের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার অলৌকিক কার্য্য ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবপর কি না সেই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

অলৌকিক ঘটনা অসম্ভব। অসম্ভব কথা বিশ্বাস করি-বার পূর্ব্বে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে কাহার কথায় তাহা বিশ্বাস করি? যে ব্যক্তি সে কার্য্য বর্ণন করিয়াছে সে কোন্ সময়ে জীবিতবান্ ছিল, কোন্ স্থানে তাহার বাস, সে উক্ত অলৌকিক ঘটনা আপনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল কি না, তাহার চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহার প্রবঞ্চিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহার মিথ্যা বলিবার কোন কারণ ছিল কি না, যে গ্রন্থে ঐ অদ্ভুত কার্য্যের বিবরণ লিখিত আছে তাহা যথার্থ তাহার প্রণীত কি না, এ প্রকার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কোন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যদি বল পুরাবৃত্তে লিখিত বিষয় সকল অনায়াসে বিশ্বাস কর কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মের প্রমাণ যে গ্রন্থে আছে তাহার কথা একবারেই বিশ্বাস কর না কেন?

তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে পুরাবৃত্তে সম্ভবপর কথা লিখা থাকে, অসম্ভব অদ্ভুত কার্য্য যাহা আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই আর যাহা অনেক শতাব্দীর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে তাহাতে অবশ্যই এমন কঠিন পরীক্ষা নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে, যেমন যে কালে ভূত ডাইনের অস্তিত্বে বিশ্বাস লোকের মনে প্রবল থাকে সে কালে কোথা হইতে যেন ডাইন ও ভূতের কার্য্য সকল ঘটে, তেমনি যে কালে অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস লোকের মনে প্রবল থাকে সে কালে কোথা হইতে যেন অলৌকিক কার্য্য সকল ঘটে। আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান কালে এমন কত বার ঘটিয়াছে যে যাহার কথা বিশ্বাস করা যায় এমন সকল লোকে মহাপুরুষদিগের কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকলের কথা গল্প করিয়াছেন আর বলিয়াছেন যে তাহারা নিজে ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে যে যে স্থানে ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল সে সকল স্থানে ঐ কথা রাষ্ট্র আছে। তৎপরে বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়াছে যে তাহা অমূলক অথবা প্রতারণা মূলক। প্রচলিত কোন কোন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীরা কহিয়া থাকেন যে সেই সেই ধর্ম্মের সংস্থাপক দিগের যে সকল শিষ্যেরা আপনাদিগের প্রণীত গ্রন্থেতে তাহাদিগের অদ্ভুত কার্য্য বিবরণ করিয়াছেন সেই শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই সকল অদ্ভুত ক্রিয়ার যথার্থতার প্রমাণ দিবার জন্য উৎকট যন্ত্রণা সহ্য এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছেন অতএব তাহাদিগের কথা কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে যদি

সেই সকল গ্রন্থ সেই সকল শিষ্যদিগের যথার্থ প্রণীত হয় আর সেই সকল শিষ্য যথার্থই তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছিল তথাপি ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে তাহারা কেবল সেই সকল অদ্ভুত কার্য্যের যথার্থতার প্রমাণ দিবার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল এমত নহে। তাহারা ভ্রমান্ধতা প্রযুক্ত তাহাদিগের গুরুর প্রবর্ত্তিত মতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছিল।

জগতে যত কার্য্য হইতেছে তাহা নিয়মানুসারে হইতেছে। ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ হইয়া কোন কার্য্য হয় না। যে কার্য্য আপাততঃ অলৌকিক বোধ হয় তাহা কোন বিদিত নিয়মানুসারে না হউক কোন অবিদিত নিয়মানুসারে হইবে। যখন ইহা নিশ্চয় যে অলৌকিক ঘটনা বিদিত নিয়মানুসারেই হউক অথবা অবিদিত নিয়মানুসারেই হউক কোন নিয়মানুসারে তাহা ঘটিয়া থাকে, তখন যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দ্বারা অলৌকিক কার্য্য কৃত হয় তিনি যে ঐশী ক্ষমতা বিশিষ্ট তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ঐন্দ্রজালিকেরা আমাদিগকে বিস্ময়জনক ব্যাপার সকল দেখায়, সেই সকল বিস্ময়জনক ব্যাপার আমাদিগের অবিদিত নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। তাহা বলিয়া কি আমরা তাহাদিগকে ঐশী ক্ষমতা বিশিষ্ট বলিয়া মানিব?

পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে যে ঈশ্বরের পূর্ণত্ব পূর্ব্ব হইতে না মানিলে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের সম্ভাবনাই স্বীকার করা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপের সহিত যে ধর্ম্ম-মতের ঐক্য আছে সেই ধর্ম্মমত ঈশ্বরোক্ত হইবার সম্ভাবনা,

অন্য প্রকার ধর্ম্মমত ঈশ্বরোক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যথার্থ ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম অবশ্য ঈশ্বরের পূর্ণত্বের সহিত সঙ্গত। প্রচলিত ঈশ্বর বাক্যাভিমানী সকল ধর্ম্মে এই পরীক্ষা নিয়োগ করিলে তাহার মধ্যে কোনটাই রক্ষা পায় না। কোন ধর্ম্ম বলিতেছে ঈশ্বর গোপালয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া গোপিনীদিগের নবনীত অপহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম্ম বলিতেছে যে তদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এক মুহূর্ত্তমধ্যে সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিয়া যবনিকার অন্তরালে উপবিষ্ট ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া থাকে ঈশ্বরের শৈশব কালে তাঁহার ধর্ম্মাভিষেকের সময় স্বয়ং ঈশ্বরই আবার কপোত রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন ও বৃদ্ধ মনুষ্যের আকার আশ্রয় করিয়া এক জন ভক্তের সহিত ব্যায়াম করিয়াছিলেন।

প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকলেতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এমত অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত যে তাহাদের ব্যাখ্যাতারা মধ্যে মধ্যে তাহাদের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়েন। যে গুলি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত ও যথার্থ ঘটিয়াছে তৎপাঠে বিলক্ষণ বোধ হয় যে প্রখরবুদ্ধি ব্যক্তিরা অনুমান দ্বারা তাহা অনায়াসে উক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবিক ঘটে নাই, যেমন খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যদিগের উক্ত তাহাদিগের সময়েই মহাপ্রলয় ঘটনা-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। অবশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কৃত্রিম ও ঘটনার পর গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।

যখন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশ নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত, আর

যখন ধর্ম্মতত্ত্ব যত দূর জানা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহা আমরা নৈসর্গিক উপায় দ্বারা জানিতে সক্ষম হইতেছি, তখন কোন ধর্ম্মের অভ্রান্ততা প্রমাণ করিবার জন্য স্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কোন মনুষ্য দ্বারা ঈশ্বর অলৌকিক কার্য্য করাইয়াছিলেন কিম্বা করাইবেন অথবা ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত করাইয়াছিলেন অথবা করাইবেন ইহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

যখন পৃথিবীস্থ কোন ধর্ম্মই ঈশ্বরোক্ত নহে আর যখন মানব-স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু লোকের মন ভ্রম-পরবশ হইতে পারে, তখন পৃথিবীস্থ কোন ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যেহেতু পৃথিবীস্থ সকল ধর্ম্মপুস্তক মনুষ্য-বিরচিত। যখন সে সকল মনুষ্য-বিরচিত তখন তাহাদের মধ্যে কোনটাকেও অভ্রান্ত বলিয়া তাহাতে লিখিত কোন অযথার্থ বাক্য যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বালকের বাক্য যদি যথার্থ হয় তথাপি তাহা গ্রহণ করা উচিত, আর মহর্ষির বাক্য অযথার্থ হইলে তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন ধর্ম্মগ্রন্থেতে অন্যায় ও পরস্পর-বিরোধী বাক্য লিখা থাকিলেও যদি তাহার সমুদায় অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে ঈশ্বর আমাদিগকে যে বিচারশক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার পরিচালনা আর কৈ হইল? সকল গ্রন্থ অশ্রেষ্ঠ কেবল জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু গ্রন্থ কেবল জ্ঞানের পরিচ্ছদ মাত্র। যে পর্য্যন্ত না গ্রন্থের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, যে পর্য্যন্ত না গ্রন্থাতীত হইয়া জ্ঞান-নদীর প্রস্রবণ মানব-মন ও

বাহ্য জগৎরূপ ধর্ম্ম-পুস্তক-দ্বয় নিজে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার জ্ঞানের পরিপাক হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই মহৎ পুস্তকদ্বয় হইতে পুরাকালের জ্ঞানীরা জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া পরম-পুরুষার্থ লাভ করিয়াছিলেন। এখনো যিনি সংযত-চিত্তে সেই পরম-পবিত্র পুস্তকদ্বয় পাঠ করেন ও তাহাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করেন তিনিও পরম পুরুষার্থ লাভ করেন। জ্ঞান-বাপী শুষ্ক হয় নাই; কেবল পূর্ব্বতন ঋষিরাই যে তাহার প্রাণদ সলিল পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন এমত নহে, এখনো যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করেন তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান; এখনো জগৎপাতা আমাদিগকে আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যাদেশ করিতেছেন, এখনো আমাদের পিতা ও আচার্য্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের যে কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই এমত নহে, পূর্ব্বকালের জ্ঞানীরা যদি ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধান করিয়া গ্রন্থেতে স্বকীয় অনুসন্ধানের ফল আবদ্ধ না করিতেন তবে আমাদিগকে অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইত। অতএব গ্রন্থ সকল প্রয়োজনীয় হইয়াছে, কেবল মনকে তাহাদের ক্রীত দাসের ন্যায় করা অনুচিত। পৌত্তলিকেরা যেরূপ পুত্তলিকার উপাসনা করে সেইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থকে উপাস্য পুত্তলিকার ন্যায় করা উচিত নহে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সত্যধর্ম্ম কি এই প্রশ্নের উত্তর ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ।

সত্যধর্ম্ম তত্ত্ব ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ নিরূপণ করা হইয়াছে; এক্ষণে পৃথিবীস্থ ধর্ম্মমত সকলের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মমত সত্য সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

(১) সকল পদার্থ ও ঘটনার সম্পূর্ণ নিত্য নির্ভর স্থল কোন পূর্ণ পদার্থ আছে। (২) শ্রেষ্ঠতম প্রণালী অনুসারে তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই দুইটী প্রত্যয় ধর্ম্মের মূল প্রত্যয়। ঐ দুই প্রত্যয়ে সহজ জ্ঞান দ্বারা উপনীত হওয়া যায়। ধর্ম্মের মূল প্রত্যয় সকল নিরতিশয় মহৎ পদার্থের প্রতিপাদক, অতএব সেই সকল নিরতিশয় মহৎ পদার্থের নিরতিশয় মহৎভাবই তাহাদের যথার্থ ভাব। যে পর্য্যন্ত না মনুষ্য ঐ সকল নিরতিশয় মহৎ-পদার্থের নিরতিশয় মহৎ ভাব উদ্ভাবন করে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না ধর্ম্মের মূল প্রত্যয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত যে ভাব যে পর্য্যন্ত না সে ভাব উদ্ভাবন করে, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মোন্নতির সম্ভাবনা থাকে। ঐ নিরতিশয় মহদ্ভাব উদ্ভাবিত হইলে ধর্ম্মমত অনুন্নমিতব্য আকার ধারণ করে।

কিন্তু ঐ অনুল্লঙ্ঘিতব্য ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যান ও তাৎপর্য্য উল্ল-ঙ্ঘিতব্য থাকে। ঐ অনুল্লঙ্ঘিতব্য ধর্ম্মমত এই কয়েকটী বাক্যে ভুক্ত আছে।

(১) ঈশ্বরের অনন্তত্ব।

(২) ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব।

(৩) ঈশ্বরের নিকটত্ব।

(৪) মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা।

(৫) ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন।

(৬) আত্মার অশেষ উন্নতি।

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও পিতৃত্ব ও সুহৃদ্ভাব হইতে তাঁহার নিকটত্ব পাওয়া যাইতেছে। তিনি যখন আমা-দিগের পিতা ও সুহৃৎ ও আমাদিগের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছেন তখন তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য কোন মনুষ্যের সহায়তা আবশ্যক নাই। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন হইবার জন্য অবশ্য গুরূপদেশ আবশ্যক করে, কিন্তু তজ্জন্য গুরুকে জগদ্গুরুর স্থানে স্থাপন করা কথনই উচিত হয় না। ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে আছেন, কিন্তু যদি আমরা প্রীতিদ্বারা তাঁহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন না করি তবে তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতি থাকিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে আপনা হইতেই প্রবৃত্তি হয়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব বুঝায়। যেহেতু ঈশ্বর সকল মনুষ্যের পিতা। ঈশ্বরের পিতৃভাব আত্মার অশেষ উন্নতি বুঝায়, যেহেতু যখন আমরা সেই অমৃত পুরুষের পুত্র তখন আমরা

অমৃতের অধিকারী। অতএব সমস্ত সত্যধর্ম্ম মত ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি, এই চারি বাক্যে সম্যক্ রূপে ভুক্ত আছে। ধর্ম্মের মূলসূত্রের অর্থস্বরূপ উল্লিখিত ধর্ম্মমত অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকার জ্ঞানীদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিলোপ হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা পরিব্যক্ত ধর্ম্মের মূলসূত্রের যথার্থ অর্থগুলি জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে এবং বিদ্যার যত উন্নতি ও প্রচার হইতে থাকিবে ততই উক্ত ধর্ম্ম বিশুদ্ধ অত্যুজ্জ্বল রমণীয় পরিচ্ছদে পরিবৃত হইবে এবং সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ততই ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। ধর্ম্মের মূলসূত্রের যথার্থ অর্থস্বরূপ উল্লিখিত ধর্ম্মমত, তাহার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সংশোধিত, পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হইবে কিন্তু সে অর্থ চিরকাল বিরাজমান থাকিবে।

এই পরম পবিত্র ধর্ম্মমত সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত, সত্যই ইহার আয়তন; ঈশ্বরই ইহার উপদেষ্টা, ঈশ্বরই ইহার প্রবর্ত্তক, যেহেতু ঈশ্বরই সত্যের আবহ। এ ধর্ম্মে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ অথবা উপাসনা-পদ্ধতি নাই; ক্রিয়া-কলাপরূপ বাহ্য আড়ম্বরের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। ইহা কেবল অন্তরের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মমতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিবস পুণ্য দিবস নহে। যখন উপাসকের চিত্ত ঈশ্বরে সর্ব্বদা সমর্পিত থাকে তখন সকল দিবসই পুণ্য দিবস। এ ধর্ম্মেতে কোন বিশেষ স্থান উপাসনার স্থান নহে, যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা হয় সেই স্থানই উপাসনার স্থান। এ ধর্ম্মে কোন

ধৰ্ম্ম-যাজকের আবশ্যকতা রাখে না, সাধু ব্যক্তি আপনিই আপনার ধৰ্ম্মযাজক। এ ধৰ্ম্মেতে ঈশ্বরের নিকট যাইবার জন্য কোন ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক করে না, বিশুদ্ধ চিত্তই মনুষ্যের প্রকৃত ঈশ্বর-প্রতীহারী। এ ধৰ্ম্মেতে ঈশ্বরকে উপহার দিবার বিধি নাই, প্রীতিরূপ পুষ্পই তাঁহার প্রকৃত উপহার। এ ধৰ্ম্মেতে কোন কৃচ্ছ্র-সাধন তপস্যা নাই, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদের দমনই এ ধৰ্ম্মের তপস্যা। এ ধৰ্ম্মেতে কোন বলিদান নাই, স্বার্থপরতা পরিত্যাগই এ ধৰ্ম্মের বলিদান স্বরূপ। এ ধৰ্ম্মেতে কোন যাগ যজ্ঞ নাই, পরোপকারই এ ধৰ্ম্মের যাগযজ্ঞ। এ ধৰ্ম্মেতে জ্ঞানকাণ্ড ও কৰ্ম্মকাণ্ড বলিয়া দুই পৃথক্ পৃথক্ ধৰ্ম্মমার্গ নাই। যেমন চক্ষু বিনা হস্ত বৃথা, জ্ঞান বিনা কৰ্ম্ম বৃথা; যেমন হস্ত বিনা চক্ষু বৃথা, তেমনি কৰ্ম্ম বিনা জ্ঞান বৃথা। এ ধৰ্ম্মের কোন বীজমন্ত্র নাই, "ভাল হও ও ভাল কর" এই ইহার বীজমন্ত্র। এ ধৰ্ম্মেতে যোগী ও ভোগী এমন কোন প্রভেদ নাই, এ ধৰ্ম্মেতে ভোগই যোগ এবং যোগই ভোগ। সাংসারিক সম্পদ সময়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ করাই পরম যোগ, আর সাংসারিক বিপদ সময়ে বিপদকে তুচ্ছ করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হওয়াই পরম ভোগ। এ ধৰ্ম্মেতে শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া বিভেদ নাই। যাহা শ্রেয় তাহাই প্রেয়, আর যাহা যথার্থ প্রেয় তাহাই শ্রেয়। এ ধৰ্ম্মের প্রাণ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি, ইহার শরীর তাঁহার প্রিয় কাৰ্য্য সাধন। এ ধৰ্ম্মের দেবতা ঈশ্বর, পূজা প্রীতি, ও ফল ঈশ্বরপ্রাপ্তি।

উল্লিখিত ধৰ্ম্মমতকে ব্রাহ্মধৰ্ম্ম বলা যায়। তাহা ষড়্‌গুণাত্মক।

সে ছয়টী গুণ এই—

(১) সত্য।

(২) সহজ।

(৩) সর্ব্বসমঞ্জসীভূত।

(৪) অত্যন্ত মহৎ।

(৫) অত্যন্ত মধুর।

(৬) অত্যন্ত উপকারী।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার দ্বারা প্রমাণী-কৃত হয়; ব্রাহ্মধর্ম্ম হৃদয়েরও সঙ্গে মিলে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় সত্য ধর্ম্ম আর জগতে নাই। ঈশ্বর যেমন সত্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মও তেমনি সত্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম সহজ ধর্ম্ম। পণ্ডিত অপণ্ডিত শিক্ষিত অশিক্ষিত বালক বৃদ্ধ সকলেই এ ধর্ম্মকে বুঝিতে সক্ষম হয়। এ ধর্ম্ম সর্ব্বসমঞ্জসীভূত। (১) এ ধর্ম্ম আত্ম-প্রত্যয় ও যুক্তিসম্মত ধর্ম্ম; এ ধর্ম্ম বিজ্ঞান ও হৃদয় সম্মত ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী লোকেরা নূতন আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাদের বিশ্বাসস্থল নিজ ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে কত আয়াস পায়। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত তাহার সমন্বয় করিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুবর্ত্তীদিগকে কিছুই কষ্ট পাইতে হয় না। (২) এ ধর্ম্ম কবিত্বভাবে পরিপূর্ণ অথচ সত্যের আকর। জ্যোতিঃ ও সৌন্দর্য্যের আধার রস-স্বরূপ পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্ব, ঈশ্বরপ্রীতি, হৃদয়ে সেই পরম সুহৃদের বর্ত্তমানত্ব, আত্মার অশেষ উন্নতি, ও এক উৎকৃষ্ট ও শোভন লোক হইতে অন্য উৎকৃষ্টতর ও শোভনতর লোকে গমন, মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব এই সকল ভাব

অপেক্ষা রসাত্মক ভাব আর কোথায় পাওয়া যাইবে? এ প্রকার কবিত্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মধর্ম্ম পরম সত্য ধর্ম্ম। তাহা ন্যায়শাস্ত্রের কঠিনতম পরীক্ষাও সহ্য করিতে সক্ষম হয়। (৩) এ ধর্ম্ম আধুনিক অথচ প্রাচীন। প্রাচীন কালের জ্ঞানী মনুষ্যের সত্য উপদেশ সকল আমরা ভক্তি ও আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি, অথচ ধর্ম্মের বেশ উন্নত হইতে পারে না এমত বিশ্বাস করি না। ব্রাহ্মেরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন "ধর্ম্ম বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে এবং উত্তর কালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে সে সমুদায়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত।" (৪) এ ধর্ম্মের সহিত সকল ধর্ম্মের ঐক্য আছে, অথচ অনৈক্যও আছে। সকল ধর্ম্মের সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মে লওয়া হইয়াছে, অথচ তাহাদের কোন ভ্রম লওয়া হয় নাই। (৫) ব্রাহ্মধর্ম্মে দর্শনকারদিগের বিশ্বাস ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস সর্ব্ব-সমঞ্জসীভূত ভাবে আছে। সাধারণ লোকের হৃদয়গ্রাহী বিশ্বাস সকল ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে, অথচ তাহা দার্শনিক বিচার সম্মত। ঈশ্বর নিগূঢ় ও অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ইহা দার্শনিক বিচার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে, আবার তিনি মঙ্গল স্বরূপ তাহাও ঐ বিচার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই দুই তত্ত্বই লোকের হৃদয়গ্রাহী। যে হেতু প্রথম তত্ত্ব দ্বারা লোকের আশ্চর্য্য বৃত্তি উত্তেজিত হয় ও দ্বিতীয় তত্ত্ব দ্বারা লোকের প্রীতি-বৃত্তি উত্তেজিত হয়। (৬) ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্ত অথচ বদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন মানব উপদেষ্টা অথবা ধর্ম্ম-গ্রন্থের দাস নহে, কিন্তু তাহা সত্য ও ঈশ্বরের দাস। (৭)

ব্রাহ্মধর্ম্ম চতুরস্র ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইতে বলে না, আর ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক মোহে অভিভূত থাকিতে বলে না; ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের সকল মনোবৃত্তিকে নিয়মিতরূপে চালনা করিতে আদেশ করে; কিয়ৎ কালের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করাকেও ধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অত্যন্ত মহৎ। ঈশ্বর অনন্তস্বরূপ, সেই অনন্তস্বরূপ পদার্থে মনকে নিমগ্ন করা উচিত, আত্মা নিত্য কাল বর্ত্তমান থাকিবে ও তাহার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে ও আমাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-প্রীতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাক্য মনের অগোচর কল্পনাতীত সুখসম্ভোগ হইবে, ইহা অপেক্ষা মহৎ ভাব আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম অত্যন্ত মধুর। যদি ঈশ্বরে করুণা ব্যতীত আর সকল লক্ষণ থাকিত এবং তিনি যদি নির্দ্দয় হইতেন তবে সেই সকল লক্ষণের অসীমত্ব প্রযুক্ত তিনি কি ভয়ানক পদার্থ হইতেন! এক করুণা গুণই তাঁহার সকল গুণকে কি মধুর করিয়াছে! সেই মঙ্গলস্বরূপ পরম বন্ধু আমাদের একমাত্র পরম প্রেমাস্পদ পদার্থ। সেই একমাত্র পরম প্রেমাস্পদ পদার্থে একান্ত প্রীতি করা কর্ত্তব্য ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে অনবরত রত থাকা উচিত, ইহা অপেক্ষা আর মধুর ভাব কি আছে? ব্রাহ্মধর্ম্ম অত্যন্ত উপকারী। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে সকল লোক চলিতে আরম্ভ করিলে এখনি মর্ত্ত্য লোক স্বর্গ ধামে পরিণত হয়।

পরিশিষ্ট।

একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস অনেক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে।

একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষে ও পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কারে বিশ্বাস এফ্রিকার বহুদেবোপাসক অনেক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে অখণ্ড ও বিস্তীর্ণরূপে প্রচলিত আছে। নিম্নোল্লিখিত দুই প্রত্যয় তাতার জাতিদিগের ধর্ম্মের অন্তর্গত। প্রথম প্রত্যয় ঈশ্বর এক, তিনি সকলের স্রষ্টা ও সকলের নিয়ন্তা এবং একমাত্র উপাস্য পদার্থ। দ্বিতীয় প্রত্যয়, সকল মনুষ্য তাঁহার সৃষ্ট। এক পিতার পুত্রের ন্যায় পরস্পরকে পরস্পর ভ্রাতৃস্বরূপ জ্ঞান করা সকল মনুষ্যেরই উচিত। কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। সকলেই তাঁহার প্রদত্ত সুখে অধিকারী; সেই প্রদত্ত সুখকে অবিহিতরূপে উপভোগ করা উচিত নহে। এসিয়া খণ্ডস্থ বৌদ্ধ-মতাবলম্বী অনেক অসভ্য জাতিরা আদি বুদ্ধ নামে সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষের উপাসনা করে। বঙ্গদেশের ত্রিপুরা প্রদেশস্থ পর্ব্বত ও জঙ্গল-বাসী অতি অসভ্য কুকীরা সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বাধিপতি একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ও তাঁহাকে "খোজীন পুতিয়াঙ্" নামে ডাকে। ঐ দেশের পশ্চিম স্থিত পর্ব্বত ও জঙ্গল-বাসী সাঁওতালেরা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস করে ও "মেরেংবুরু" নামে তাঁহার উপাসনা করে। এমেরিকার

উত্তর ভাগস্থিত অসভ্য ইণ্ডিয়ান্ জাতি ঈশ্বরকে পরমাত্মা রূপে জ্ঞান করে ও তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে বিশুদ্ধ মত ব্যক্ত করে। প্রাচীন জাতিদের মধ্যে গ্রীকেরা যখন অসভ্য ছিল তৎকালের অর্ফিউস্ নামে এক কবি উক্ত করিয়াছিলেন "জিয়ুসই রাজা, জিয়ুসই সকল বস্তুর আদিম পিতা। জ্ঞান ও সর্ব্বাহ্লাদকারিণী প্রীতি সকল বস্তুর আদিম জনয়িতা। সকলেই জিয়ুসের অন্তরে সংস্থিত। এক শক্তি এক ঈশ্বর মাত্র আছেন; তিনিই সকলের নিয়ন্তা।" প্রাচীন জরম্যান্দিগের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই সকল বস্তুর নিয়ন্তা, সকল ভূত তাঁহার অধীন ও আজ্ঞাবহ। প্রাচীন স্কেণ্ডিনেবিয়ান্দিগের ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের এই প্রকার বর্ণনা আছে "ঈশ্বর সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং নিত্য পুরাণ ও চৈতন্যময় মহত্তর পুরুষ। তিনি সকল গুপ্ত বিষয় জানিতেছেন ও তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই।" তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের আর এক স্থানে উক্ত আছে "সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নির্ভয় পুরুষই সকল বস্তু শাসন করিতেছেন। তাঁহার নিকেতনে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা বাস করিবেন এবং নিত্য কাল আনন্দ উপভোগ করিবেন। তিনি একমাত্র সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন পূর্ণ পুরুষ। জগতে যত চেতন পদার্থ আছে তিনি তাহাদের সকলের অতীত। তিনি সর্ব্বকাল বিদ্যমান এবং ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। কি উচ্চ কি অধম কি ক্ষুদ্র কি মহৎ তিনি সকলেরই ঈশান; তিনি ভূলোক ও দ্যুলোক এবং অমৃত লাভের উপযোগ্য মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য রচিত হইবার পূর্ব্বে বিরাজমান ছিলেন।"

পিটি নামক পূর্ব্বকালের এক অসভ্য জাতি জামোলিক্‌সিস্‌ নামে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিত এবং "লোকে মৃত্যুর পর তাঁহার নিকটে গমন করে এই বিশ্বাস করিত। গ্রীক ও রোমানেরা ইংরাজ জাতির অসভ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের ড্রুইড্‌ নামা ধর্ম্মযাজকদিগের ঈশ্বর-বিষয়ক মতের সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষ ও মিসর ও অসূর ও পারস্য দেশ সকলের যাজকদিগের ঈশ্বর-বিষয়ক মতের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে অসম্পূর্ণ সভ্য পিরুদেশের ইন্‌কা নামক রাজারা ও অমাত নামক জ্ঞানীরা স্বর্গ মর্ত্ত্যের স্রষ্টা একমাত্র সত্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরকে "পাচকেমক্‌" অর্থাৎ বিশ্বাত্মা বলিয়া উপাসনা করিতেন। পাচকেমক্‌ কে? ইহা অমাতদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা উত্তর করিয়াছিলেন যে "পাচকেমক বিশ্বের প্রাণস্বরূপ। ইনি সকল ভূতকে পালন ও প্রতিপোষণ করিতেছেন, কিন্তু যেহেতু তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই না ও জানিতেও সমর্থ হই না এপ্রযুক্ত তাঁহার উপাসনার্থে কোন মন্দির নির্ম্মাণ না করিয়া অথবা তাঁহাকে বলি প্রদান না করিয়া মনে মনে তাঁহাকে পূজা করি ও অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করি।" মেক্‌সিকো দেশের বহুদেবোপাসকেরা এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরতিশয় মহান্‌ স্বতন্ত্র পুরুষে বিশ্বাস করিত ও তাঁহাকে যথোচিত ভয় ও ভক্তি করিত। তাঁহার কোন প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত না যেহেতু তিনি অদৃশ্য বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। তাঁহাতে আমরা জীবিত আছি ও তিনি সর্ব্বময় এই সকল শব্দে তাহারা তাঁহার

স্বভাব নির্দ্দেশ করিত। চিলি প্রদেশের পূর্ব্বকালের অসভ্য লোকেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে “পরমাত্মা” “মহান পুরুষ” “সর্ব্বশক্তিমান্” “নিত্য” “অনন্ত” বলিয়া উক্ত করিত। প্রাচীন কালের বহুদেবোপাসক অসভ্য আরবেরা সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বনিয়ন্তা, পুরুষকে “আল্লা” নামে উপাসনা করিত ও পরকালে বিশ্বাস করিত। মহম্মদ পরমেশ্বরের উল্লিখিত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও নিজপ্রণীত কোরাণ নামক ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

উপরে অসভ্য জাতিদিগের ধর্মমত প্রকাশক যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইল তাহাতে কোন কোন জাতির পরকালে বিশ্বাসও প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ পরকালে বিশ্বাস প্রায় সকল অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। মৃত শরীরকে সমাহিত করিবার প্রণালীতে এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রার্থনা এবং পিণ্ডদানাদিতে ঐ বিশ্বাস প্রকাশ পায়। এমেরিকা-খণ্ডের অসভ্য জাতিরা মৃত যোদ্ধার শব-গর্ত্তে তাহার ধনু ও অন্যান্য অস্ত্র ও পরিচ্ছদ ও হুকা রাখিয়া দেয়। যাহাতে অনুচর কর্তৃক রাজবৎ পরিবৃত হইয়া প্রেতপুরে গমন করিতে পারে এই জন্য সিথিয়েরা গাথেরা এবং অসভ্যাবস্থায় গ্রীকেরা কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী ও দাস দাসী ও অশ্ব দগ্ধ অথবা প্রোথিত করিত। ভূতে বিশ্বাস, যোনিভ্রমণে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির দেবত্ব কল্পনা, তাহার স্মরণার্থ ক্রিয়া, সমাধি-মন্দিরোপরি উপহার দ্রব্য স্থাপন, মৃত ব্যক্তিদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক শপথ কার্য্য এ সকলই

ঐ বিশ্বাসের চিহ্নস্বরূপ। ইজিপ্ট দেশীয় লোকেরা, গলেরা, ও স্কেণ্ডিনেবিয়েনেরা মৃত্যুকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করিত। মৃত ব্যক্তির আত্মার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে সকল অসভ্য জাতিরই এরূপ বিশ্বাস আছে। তাহাদের মতে মৃত্যু বিনাশ নহে কেবল জীবনের পরিণাম মাত্র। তাহারা স্বর্গকে পৃথিবীর ন্যায় জ্ঞান করে কিন্তু তাহা পৃথিবী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া বর্ণনা করে। পরকালে ঈশ্বর বিচার করেন ও পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার হয় এ বিশ্বাস প্রথমে তাহাদের থাকে না। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মভাব যত উন্নত হইতে থাকে ততই তাহাদের পারলৌকিক অবস্থার ভাবও উন্নত হয়।

ধৰ্ম্মতত্ত্বদীপিকা।

দ্বিতীয় ভাগ।

ধৰ্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যান।

নির্ঘণ্ট পত্র।

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা।

দ্বিতীয় ভাগ।

ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যান।

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞান মনন্তং শিবং স্বতন্ত্র ন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুব ম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি।"

পূর্ব্বে এই জগৎ কিছুমাত্র ছিলনা। কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। তিনি এই সকল সৃষ্টি করিলেন। এমন এক সময় ছিল যখন গভীর ঘোষ যুক্ত অনন্ত সমুদ্র, অত্যুচ্চ তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত, শ্যামল-শোভা-বিভূষিত উপত্যকা, বহুদূর-বাহিনী স্রোতস্বতী, রমণীয় শস্যক্ষেত্র বিশিষ্ট এই পৃথিবীর কিছুমাত্র চিহ্ন ছিল না, যখন অনন্ত দেশে সুগভীর নিনাদে ভ্রমণকারী জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু ছিলনা, কেবলই আদিম অসৎ অন্ধকার সর্ব্বত্র

বিরাজ করিতেছিল। ঈশ্বর ইচ্ছামাত্রে এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন অমনি এই সকল তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইল।

ঈশ্বর স্বতন্ত্র স্বরূপ। তিনি অনাদি, তিনি সকলের জনক ও সকলের অধিপতি, কিন্তু তাঁহার কেহ জনক অথবা অধিপতি নাই। তিনি কাহারও নিয়মে বদ্ধ নহেন। তিনি যেমন স্বাধীন এমন আর কোন পদার্থ স্বাধীন নহে। তিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন।

ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ নিরতিশয় মহান্। তিনি সম্পূর্ণ রূপে মহান্। নিকৃষ্ট গুণ সকল তাঁহাতে নাই। কেবল মহৎ গুণ সকল তাঁহাতে আছে; কেবল আছে নহে, পূর্ণ ভাবে আছে। মহত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভাব নাই, কিছুমাত্র ত্রুটি নাই।

ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়। তাঁহার বড় কেহ নাই, তাঁহার সমানও কেহ নাই, সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে। তিনি সকলের অধিপতি ও রাজা, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ। ঈশ্বরের কোন গুণেরই অন্ত নাই। তাঁহার শক্তিরও অন্ত নাই, জ্ঞানেরও অন্ত নাই, করুণারও অন্ত নাই। তিনি অনন্ত দেশ ব্যাপী ও অনন্ত কাল স্থায়ী। যে সকল গুণ তাঁহাতে আছে ও জীবাত্মাতেও আছে সে সকলের মধ্যে প্রত্যেক গুণ তাঁহাতে যেরূপ আছে তাহা আমাদিগের সেই গুণ অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে অধিক ও অনন্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

ঈশ্বর নিরাকার পদার্থ। তাঁহার শরীর নাই। তাঁহার চক্ষু নাই কিন্তু তিনি সকল দেখিতেছেন; তাঁহার কর্ণ নাই অথচ তিনি সকল শ্রবণ করিতেছেন। ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ পদার্থ। তাঁহার শরীর নাই কেবল তিনি জ্ঞান মাত্র।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি যদি মনে করেন তবে এখনই সকল বস্তুকে বিধ্বংস করিতে পারেন। এক প্রকার বিবেচনাতে ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে যে প্রতিক্ষণেই জগত্ সৃষ্ট হইতেছে।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তিনি "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ"। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্র রহিয়াছে। তামসী নিশার নিবিড় অন্ধকারও তাঁহা হইতে কোন বস্তু প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না, গিরিগুহা বা গহ্বর কোন ব্যক্তিকেই তাঁহা হইতে লুক্কায়িত রাখিতে পারে না। তিনি দুরস্থ নক্ষত্রে যাহা ঘটিতেছে তাহাও যেমন জানিতেছেন তেমনি পৃথিবীতে যাহা ঘটিতেছে তা-হাও জানিতেছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনি এককালে দৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে কেবল এক নিত্য বর্ত্তমান বিরাজ করিতেছে। তাঁহাকে যুক্তি অথবা বিবেচনা করিয়া কোন বিষয় অবধারণ করিতে হয় না, তিনি সকলি সহজ জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেছেন।

ঈশ্বর সর্ব্ববিৎ। আমরা কোন বস্তু বিশেষ রূপে জানি না, ঈশ্বর সকল বস্তুকে বিশেষ রূপে জানিতেছেন। আমরা বস্তুর কতকগুলি কার্য্য মাত্র জানিতেছি, তিনি তাহার স্বরূপ দেখিতেছেন।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি সকল স্থানেই আছেন, তিনি

অনন্ত দেশ ব্যাপিয়া আছেন। আকাশ তাঁহার শরীর ও জগৎ তাঁহার মন্দির। তিনি যেমন অতি সুরম্য নন্দনে বিদ্যমান তেমনি সমুদ্রতলেও বিরাজমান। তিনি যেমন অমা নিশার নিবিড় অন্ধকারে বর্ত্তমান তেমনি মধ্যাহ্নকালের প্রখর সূর্য্য-কিরণেও বিদ্যমান। তিনি যেমন নির্জ্জন গহন বন পূর্ণ করিতেছেন তেমনি সজন নগরেও বিরাজ করিতে-ছেন। তিনি যেমন অচেতন পদার্থে আছেন তেমনি আবার আত্মার মধ্যেও অধিষ্ঠান করিতেছেন।

ঈশ্বর নিত্য। সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্ট হইবার অগ্রে সেই জ্যোতির জ্যোতি বিরাজিত ছিলেন, সূর্য্য চন্দ্র যদ্যপি বিনষ্ট হয় তথাপিও তিনি বিরাজমান থাকিবেন। তিনি অজর ও অমর, তাঁহার জরা নাই ও মৃত্যু নাই।

ঈশ্বর একমাত্র ধ্রুব পদার্থ। যখন অন্য সকল পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিতেছে তখন তিনি যেমন সত্য পদার্থ এমন অন্য কোন পদার্থ নহে। তাঁহারই প্রকাশে এসকল প্রকাশিত রহিয়াছে।

ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে সমস্ত জগত্ চলিতেছে, তাঁহার নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। তাঁহার সকল নিয়মের মধ্যে ধর্ম্মের নিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ঈশ্বর বিশেষরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা।

ঈশ্বর বিশ্বের শাসন কর্ত্তা। সকল বস্তু সকল ঘটনা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন। সকল বস্তুর সকল ঘটনাকে তিনি আপনার শুভ অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করাইতেছেন।

ঈশ্বর সর্ব্বাশ্রয়। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকল বস্তু

রহিয়াছে। তাঁহার আশ্রয় চ্যুত হইয়া কোন বস্তুই এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ। তিনি সকলকে সুখী করিবেন এই অভিপ্রায়ে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মঙ্গল উদ্দেশেই সকল কার্য্য করিতেছেন। আপাততঃ প্রতীয়মান দুঃখজনক ঘটনাতে তাঁহার গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় বিরাজ করিতেছে। তিনি বিনা প্রার্থনাতে অহরহঃ আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

ঈশ্বর অপ্রতিম। তাঁহার উপমা নাই। তাঁহার প্রত্যেক গুণই অসীম। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা উপমা রহিত। তিনিই কেবল এক মাত্র নিরুপম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জগৎকার্য্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের মহিমা।

"তস্যৈব মহিমা ভুবি দিব্যে।,,

এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ সৃষ্টি-কালাবধি মনুষ্য-সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত আছে। সেই গ্রন্থের প্রত্যেক পত্রে বিশ্বাধিপের অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সকল কালের সকল দেশের জ্ঞানী দিগের চেষ্টা সেই গ্রন্থের যথার্থ অর্থ পরিজ্ঞাত হয়েন, কিন্তু সেই গ্রন্থের সীমা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই ও হইবার সম্ভাবনাও নাই, এবং তাহার কোন পত্রের নিগূঢ় অর্থ মানব বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত হইবার উপযোগ্যতাও দৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু এতদ্রূপ বিশ্বকার্য্যই বা নিরতিশয় মহান্ পুরুষের জ্ঞান, শক্তি ও করুণা কতটুকু প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। শিশির বিন্দুতে অনন্ত দ্যুলোক যতটুকু প্রতিবিম্বিত হয় ততটুকু তাঁহার অনন্ত শক্তি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণা জগতে প্রতিবিম্বিত আছে৮ কিন্তু মনুষ্যের ক্ষীণ বুদ্ধি সম্বন্ধে বিশ্বের একটী ক্ষুদ্র পদার্থে প্রকাশিত তাঁহার মহিমাই সমুদ্রের ন্যায়। তাহা আলোচনা করিয়া আমরা বিস্মিত হই ও অপার আনন্দ প্রাপ্ত হই।

বিশ্বকার্য্য বিশ্বস্রষ্টার জ্ঞান শক্তি করুণার কিরূপে পরিচয় প্রদান করিতেছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যিনি মাধ্যাকর্ষণরূপ সূত্রে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল গ্রথিত করিয়াছেন, যিনি কেন্দ্রবর্ত্তিনী ও কেন্দ্রবর্জ্জনী শক্তি বিধান দ্বারা তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় কক্ষে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি পঞ্চভূতের পরস্পর সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়াছেন, যিনি ষড়্ ঋতুর গতায়াত বিধান করিয়াছেন, যিনি মনুষ্যের ভাবি প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তরে ধাতুর অক্ষয় আকর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি নিগূঢ় কৌশল দ্বারা প্রত্যেক উদ্ভিদ বা প্রত্যেক জীবে তৎসদৃশ কোটি কোটি ভাবি উদ্ভিদ বা জীব উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, যাঁহার শিল্পনৈপুণ্য যেমন এক কীটাণুশরীরে সুপ্রকাশ রহিয়াছে তেমনি প্রকাণ্ড মাতঙ্গ-কায়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যিনি জড় শরীরের সহিত নিরাকার মনের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, যিনি অসংখ্য কৌশল উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা আত্মাতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান কি অচিন্ত্য!

যিনি সামান্য কীটদিগকে প্রশস্ত দ্বীপ সকল নির্ম্মাণ করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন; যাঁহার মহিমা প্রকাণ্ডকায় হস্তী ও প্রভূতবীর্য্যবান্ সিংহ, ভীষণ দংষ্ট্রাশ্রেণী সমন্বিত নক্র ও সমুদ্রকম্পনকারী বৃহদাকার তিমি, বিশাল বটদ্রুম ও দূর হইতে এক গহনবৎ প্রতীয়মান প্রকাণ্ড এডেন-সোনিয়া বৃক্ষ প্রকাশ করিতেছে; যিনি দূর হইতে দিগন্ত-

ব্যাপিনী কাদম্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মান স্রদনদী নির্ঝরের অক্ষয় আকর শৈলেন্দ্র সকল অবনীর মানদণ্ড স্বরূপ সংস্থাপন করিয়াছেন; যিনি প্রসারিত মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছেন অথচ তাহার সীমা নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, সে সকল সীমা সে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না; যাঁহার আকাশ আলম্বিত জল-যন্ত্র স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধনে অবিশ্রান্ত রত থাকিয়া ভূমণ্ডলস্থ সকল জীব ও উদ্ভিদকে অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তিকর পানীয় চিরকাল বিতরণ করিতেছে; বজ্র যাঁহার মহিমা আকাশমণ্ডলব্যাপী সুগভীর গর্জ্জনে ঘোষণা করিতেছে; যিনি মনুষ্যের মনকে এমত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে তাহা তড়িৎসম দ্রুত-বেগে অনন্ত কালে অনন্ত দেশে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইতেছে; তাঁহার শক্তি কি অদ্ভুত! আবার যখন পৃথিবী হইতে দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া গগনমণ্ডলে চক্ষু নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক দেখি যে অসংখ্য অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র সকল আকাশে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে কিন্তু কেহ স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে প্রচ্যুত হইয়া অন্যের উপর প্রতিহত হইয়া সঙ্গীতবৎ সাধারণ সুশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় না; যখন দেখি যে অসীম শূন্যাভিমুখে প্রচণ্ডবেগে কল্পনাতীত দূর পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াও পর্য্যটনপ্রিয় ধূমকেতুকে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মা-নুসারে সূর্য্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইতেছে; যখন আমি প্রতীতি করি যে এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য-স্বরূপ ও এত নক্ষত্র গগনে আছে যে সে সকলের সংখ্যা গণনা করা দুঃসাধ্য, পরস্পরের দূরত্ব নিরূপণ করা সুকঠিন,

ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; যখন অনুভব করি যে অতি দূরস্থ নক্ষত্র হইতেও দূরে অতি সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হরিতালী কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ; যখন আবার হরিতালী হইতে অত্যন্ত দূরে গাঢ় তিমির সিন্ধুপারে কেবল অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারা দ্রষ্টব্য আর এক দ্যুলোকের চিহ্ন সকল কুজ্ঝটিকাবৎ অনুভূত হয়; যখন মনে করি যে ঐ প্রকার কত দ্যুলোক সেই অনন্ত পুরুষ হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছে, যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্ম-কর্ত্তা ও আকাশ কর্ম্ম-ক্ষেত্র; যখন বিবেচনা করি যে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র বিশিষ্ট প্রত্যেক দ্যুলোক জীব দ্বারা পরিপূরিত, ও যিনি অতি দূরস্থ দ্যুলোকের অন্তর্গত সুদূরস্থ নক্ষত্রের জীবের কামনা যেরূপ বিধান করিতেছেন ভূমণ্ডলস্থ তৃণশায়ী কীটাণুর কামনাও সেইরূপ বিধান করিতেছেন; তখন মনে হয় যে এ অকিঞ্চন কে, যে তাঁহার শক্তি পরিমাণ করিবে? "শফরী কি সন্তরণ করিয়া সিন্ধুর সীমা নিরূপণ করিতে পারে, না পতঙ্গ কদাচ পতত্র পরিচালন দ্বারা নভোমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে সক্ষম হয়।" *

ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির পাঁচটী লক্ষণ আছে। প্রথম লক্ষণ একতা, দ্বিতীয় লক্ষণ বিচিত্রতা, তৃতীয় লক্ষণ একতার অন্তর্গত বিচিত্রতা, চতুর্থ লক্ষণ নিগূঢ়তা, পঞ্চম লক্ষণ নির্ব্বিকল্পত্ব।

তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির প্রথম লক্ষণ একতা। জগতের

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

পদার্থ সকলের মধ্যে পরস্পর-সম্বন্ধ ও তৎসমুদায়ে কৌশলের সমতা দৃষ্ট হইতেছে। জল বায়ু ও মৃত্তিকার প্রতি পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীর প্রাণ কার্য্য ও জীবিকার নির্ভর, এক পশুর অন্য পশুর প্রতি নির্ভর, মনুষ্যের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নির্ভর। সাবধানতা, বিবৎসা, অর্জ্জন-স্পৃহা, দয়া প্রভৃতি মনুষ্যের অনেক মনোবৃত্তি এই মর্ত্ত্য লোকের কত উপযোগী? কত প্রকার ধাতু উদ্ভিদ্ আমাদিগের অধিষ্ঠান ভূতা এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের সুখ সাধন করিতেছে, সে সকল উদ্ভিদ ও ধাতু না থাকিলে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করা অতীব দুষ্কর হইত। পৃথিবীর সকল স্থানে প্রত্যেক নৈসর্গিক কার্য্য এক প্রকার নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হইতে দৃষ্ট হয়। এক প্রকার নিয়মানুসারে পৃথিবীস্থ সকল স্থানের জীবের শ্বাস প্রশ্বাস, পুষ্টি সাধন, ইন্দ্রিয় কার্য্য ও অপত্য উৎপাদন কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে। কেবল- পৃথিবীতেই সাধারণ নিয়মানুসারে কার্য্য হইতেছে এমন নহে, নৈসর্গিক সাধারণ নিয়ম জগতের সর্ব্বস্থান ব্যাপী। সামান্য বর্ত্তিকা নিঃসৃত আলোক কিরণের তেজ বিকিরণ ও গতিক্রিয়া যে নিয়ম দ্বারা সম্পাদিত হয় সেই নিয়মাধীন অতি দূরস্থ সূর্য্য পৃথিবীস্থ সকল বস্তুকে সজীব ও সতেজ রাখিতেছে ও তদপেক্ষা অধিকতর দূরস্থ নক্ষত্রের জ্যোতিঃ আমাদিগের নয়নগোচর হইতেছে। একই প্রকার নিয়মানুসারে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির গতি নিয়মিত হইতেছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দিগের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে বিশেষ নিয়ম

সকল সাধারণ নিয়মে ভুক্ত, আর সেই সকল সাধারণ নিয়ম তদপেক্ষা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত।

ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি বিচিত্র। তিনটী হেতুবশতঃ জগৎকার্য্যে বিচিত্রতা দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম হেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও জাতিতে জগতীয় পদার্থের বিচ্ছেদ, দ্বিতীয় হেতু প্রতি বিধানের নিয়ম, তৃতীয় হেতু অদ্ভুত ও অসামান্য পদার্থের অস্তিত্ব। (১) মৃত্তিকা, ধাতু, লবণ, প্রস্তর, উদ্ভিদ, কীট, সরীসৃপ, মৎস্য, পক্ষী, চতুষ্পদ, মনুষ্য, এই কয়েক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত পদার্থ বিভক্ত। এই কয়েক শ্রেণীর অন্তর্গত নানা জাতি আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থ সকল সেই শ্রেণীস্থ অত্যন্ত নিকৃষ্ট পদার্থ হইতে অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ পর্য্যন্ত পরিপাটি শৃঙ্খলা বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ উত্থিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে প্রত্যেক পদার্থ-শ্রেণী ও তাঁহার অব্যবহিত উপরের পদার্থ শ্রেণীর মধ্যে এক দ্বি-প্রকৃতি পদার্থ আছে, যথা মৃত্তিকা ও ধাতুর মধ্যে গন্ধক, উদ্ভিদ ও কীটের মধ্যে প্রবাল কীট ও পুরুভুজ এবং পক্ষী ও চতুষ্পদের মধ্যে চর্ম্মচটিকা। (২) এক প্রকার বিধান জনিত অভাব বা অসুখ নিবারণ জন্য অন্য একটী বিধান অর্থাৎ প্রতিবিধান জগৎকার্য্যের বৈচিত্র্যের এক প্রধান কারণ। এই প্রতিবিধানের অসংখ্য অসংখ্য দৃষ্টান্ত চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুই একটী বিস্ময়জনক দৃষ্টান্ত এই স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। "চর্ম্মচটিকার জঙ্ঘা ও পাদ অত্যন্ত অপটু অতএব ঈশ্বর তাহাকে বড়িশবৎ এক প্রকার নখ দিয়াছেন তদ্দ্বারা সে প্রাচীর ও বৃক্ষেতে লম্বমান

থাকিতে সমর্থ হয়। সে মত না থাকিলে সে অতি ক্ষীণ ও নিরাশ্রয় জীব হইত এবং অনতিবিলম্বে হিংস্র পশুর গ্রাস মধ্যে পতিত হইয়া মৃত্যুর সহিত তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে হইত। “স্প্র্যাট্‌ নামক অসাধারণ মৎস্য যে রূপ সন্তরণ দেয় তাহাতে তাহার চক্ষুর ঊর্দ্ধভাগ জলের উপর উত্থিত ও অধোভাগ তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে অতএব তাহা-দের চক্ষুর গঠন একরূপ হইলে তাহাদের দৃষ্টিক্রিয়া কদাচ সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই বিবেচনায় পরমেশ্বর তাহাদের নেত্রদ্বয়ের গঠন প্রণালী উভয় রীতি সম্পন্ন করিয়া অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। মৎশক প্রভৃতি কয়েক প্রকার মৎস্য জলাশয়ের অধোভাগে পঙ্কের উপর এ প্রকারে এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহে যে তাহার ঐ পার্শ্ব সর্ব্বতোভাগে পঙ্কেতেই পরিলিপ্ত থাকে। সে পার্শ্বে চক্ষু থাকিলে তাহা কোন প্রকারেই কার্য্যকর না হইয়া কেবল ক্লেশকর হইবে অথবা পঙ্কেতে অন্ধীভূত হইয়া যাইবে এই বিবেচনায় ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ সে পার্শ্বে একটী চক্ষুও স্থাপন না করিয়া অপর পার্শ্বে উভয় নেত্রই স্থাপন করিয়াছেন।„ * সন্তরণের জন্য যেমন অন্যান্য মৎস্যের ডানা আছে সেরূপ ডানা জলবাসী নাবিক নামক নৌকাকৃতি জলচর কীট ও সমুদ্রপর্য্যটক নামক নৌকাকৃতি সামুদ্রিক মৎস্যের নাই। অতএব জগদীশ্বর প্রথম জীবকে নৌকার দণ্ডবৎ কতকগুলি প্রত্যঙ্গ ও দ্বিতীয় জীবকে নৌকার

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

পাতের ন্যায় এক সূক্ষ্ম জালবৎ ত্বক্‌ ও বাতুল-স্বরূপ দুই বাহু ও দণ্ডস্বরূপ অন্য দুই বাহু দিয়াছেন; তাহার উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ, প্রসারণ ও আকুঞ্চন দ্বারা তাহারা জলের উপর দিয়া গমনাগমন করিতে ও তাহাতে নিমগ্ন হইতে অনায়াসে শক্ত হয়। অবসাদমৎস্য নামক মৎস্যের গতি-শক্তি অত্যন্ত অল্প অতএব ঈশ্বর তাহার শরীরকে তাড়িত ভাণ্ডার করিয়াছেন, তাহা দূর হইতে প্রক্ষেপ করাতে কোন জীব তাহাকে ধরিতে সক্ষম হয় না। কুম্ভবৃক্ষ নামক এক প্রকার বৃক্ষ অত্যন্ত শুষ্ক প্রস্তরময় ভূমিতে উৎপন্ন হয়। তাহার প্রত্যেক পত্র-দণ্ড-মূলে সুন্দর মুখাবরণ যুক্ত এক কুম্ভাকৃতি আধার আছে সেই মুখাবরণ বৃষ্টির সময় খোলা ও অন্য সময় রুদ্ধ থাকিয়া ঐ পাত্রধৃত জল নিকটস্থ পত্রে সঞ্চালন পূর্ব্বক তাহার পুষ্টিসাধন করে। (৩) পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কত প্রকার অসামান্য উদ্ভিদ ও জীব ঈশ্বরের জ্ঞানের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছে। রোটিকাফল ইউরোপীয় রোটিকার ন্যায় পুষ্টিদ; নবনীত বৃক্ষ সুন্দর গো-নবনীত তুল্য স্নেহ দ্রব্য নিঃসারণ করে; গো পাদপের কাণ্ডে আঘাত করিলে গাভী দুগ্ধের ন্যায় এক সুস্বাদু পুষ্টিকর দুগ্ধ বিনিঃসৃত হয়; পর্য্যটক-মিত্র নামক বৃক্ষের পত্র-দণ্ড-মূলে আঘাত করিলে বিশুদ্ধ জলরাশি বিনির্গত হয়; বায়ুর কিছু-মাত্র সঞ্চালন না থাকিলেও বন-চণ্ডাল বৃক্ষের পত্র সকলকে সর্ব্বদা আপনা হইতে বিঘূর্ণিত হইতে দৃষ্ট হয়; সিন্ধু সিংহ নামক সামুদ্রিক জীবের আকৃতি অবিকল আফ্রিকা দেশীয় সিংহের ন্যায়; কঙ্গারু ও অপসাম্‌ নামক পশুর উদরের

নিম্নস্থ কোষের অভ্যন্তরে বিপদের সময় তাহাদের শাবকগণ লুক্কায়িত থাকে; হংসমুখ জলমার্জ্জারের শরীর জলমার্জ্জারের ন্যায় ও তাহার মুখাগ্রভাগে হংসের ন্যায় চঞ্চু আছে; বিদূষক নামক পক্ষী সর্ব্ব প্রকার জীবের স্বরানুকরণ করে; অরগেন্ পক্ষী নামক বিহঙ্গম ঐ নামের বাদ্য যন্ত্রের ন্যায় স্বর নিঃসারণ করে; স্বর্গ বিহঙ্গমের সুদীর্ঘ বিবিধ বর্ণ বিচিত্রিত পুচ্ছ ও চূড়া বাক্‌পথাতীত শোভা ধারণ করে; এক প্রকার বাইন্ মৎস্য আছে তাহাকে ধৃত করিতে গেলে সে নিজ শরীর হইতে তাড়িত প্রক্ষেপ করিয়া শত্রুকে নিরস্ত করে; সামরিক পুত্তিকা মনুষ্যের ন্যায় অবিকল গৃহ প্রকোষ্ঠ সেতু সোপান পোত ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে; কোমাজেন নামক অত্যন্ত ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কীট এক রাত্রে চারিশত অশীতি দিস্তা কাগজ একদিক হইতে ছিদ্র করিতে আরম্ভ করিয়া অন্য দিকে বহির্গত হয়; নরমুখাকৃতি কীটাণুর মুখ অনেক পরিমাণে নর-মুখের ন্যায়, শুক্রস্থ কীটাণু শুক্রেতে থাকে, ও অন্য এক প্রকার কীটাণু আছে তাহা চারি দিবসের মধ্যে একা একশত সপ্ততি নিখর্ব্ব কীটাণু উৎপত্তি করে; খদ্যোত শৈবাল খদ্যোতের ন্যায় উজ্জ্বল, সচল শৈবাল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়, চির নীহারজ শৈবাল চির নীহারে জন্মে; এসকল পদার্থই মহিমার্ণব সর্ব্বস্রষ্টার বিচিত্র জ্ঞান প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সকল বিদ্যা কেবল এই পৃথিবীস্থ বস্তুসকল প্রতিপাদন করে, এই প্রকাণ্ড জগতের অন্যান্য স্থানে যে সকল অসংখ্য

পদার্থ আছে তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞান তাহারা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে উক্ত সমস্ত বিদ্যা দ্বারা সমুদ্রতীরস্থ বালুকা-কণার ন্যায় জগতের কেবল এক বিন্দুমাত্র জানা যায়। ভূলোক ও দ্যুলোকে অসংখ্য পদার্থ আছে তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্র স্বপ্নেও কখন দেখিতে পাইবে না। অন্ধ কূপস্থ ভেকের যদ্যপি বুদ্ধি থাকিত তবে সে কূপে নিক্ষিপ্ত কলসের আকৃতি ও জল ধারণ করিবার উপ-যোগ্যতা দেখিয়া ও উচ্চদেশ হইতে কূপে তাহার নিক্ষেপ দর্শন করিয়া নিক্ষেপক ব্যক্তির জ্ঞান ও শক্তি যে রূপ অনুমান করিত তদ্রূপ আমরা এই জগতের কিঞ্চিন্মাত্র দেখিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি অনুধাবন করিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির তৃতীয় লক্ষণ একতার অন্তর্গত বৈচিত্র্য। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই বস্তু এক প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত ও স্থল বিশেষে এক বস্তুর বা নিয়মের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হয়, এই দুই বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত জগতে দৃষ্ট হইতেছে ও বিশ্বনিয়ন্তার অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান প্রদর্শন করি-তেছে। চক্ষুর প্রতিবিম্বাধার, যাহার উপর বাহ্য বস্তুর প্রতি-বিম্ব সকল পতিত হয়, তাহা ও যে চক্ষু-পুত্তলি দিয়া আ-লোক কিরণ চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করে এ উভয়েরই উপাদান এক। নারিকেলের শস্য ও মনুষ্যের মস্তিষ্ক এই দুয়েরই উপাদান প্রায় এক সমান। অঙ্গার ও হীরকেরও তদ্রূপ। "যে কারণে চতুর্দ্দিক দেদীপ্যমান হইয়া মনুষ্য পশু বিহঙ্গ সমুদা-য়কে দাহানল জ্বালাতে অস্থির করে, সেই কারণে কোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করে এবং

সমুদ্র নদী নির্ঝর সেই কারণ দ্বারাই আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রমণীয় বারি ধারা বর্ষণ পূর্ব্বক তৃষিত মেদিনীকে সুশীতল করে। জীবন শূন্য পৃথিবীস্থ ধূলিকণা সকল নানাবিধ তৃণ শস্য বৃক্ষরূপে সজীব হইতেছে, সেই শস্যাদি মনুষ্য পশু পক্ষী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহাদিগের শরীরের মাংস শোণিত রূপে পরিণত হইতেছে এবং সেই শরীর সকল নির্জীব ভূমিসাৎ হইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়ম ক্রমে শস্যাদিরূপে পুনরায় অন্য জীবের দেহকে পোষণ করিতেছে। একবার যাহা এক মনুষ্যের দেহ ছিল দ্বিতীয়বারু তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার পুত্র পৌত্র আত্মীয় প্রতিবাসী বা অন্য মানবের শরীর রূপে পরিণত হইতেছে। যে সূর্য্যপ্রভা উজ্জ্বল রৌপ্যবর্ণে সমুদায় জগৎ শুভ্রবর্ণ করিতেছে তাহার প্রত্যেক কিরণ নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়া উষা কালকে রক্তিম বসনে শোভিত করিতেছে, সন্ধ্যাকে বিবিধ সুরম্য বর্ণে চিত্রিত করিতেছে, তৃণ পল্লবকে সুচারু শ্যামল শোভাতে মনোহর করিতেছে এবং সেই সূর্য্যপ্রভাই শ্বেত রক্ত শ্যাম পীত বিচিত্র অলঙ্কারে কুসুম-দলকে রমণীয় করিতেছে"।* যে নিয়ম বশতঃ সমুদ্র নিজগর্ভে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে সেই নিয়ম বশতঃ অর্ণবপোত সকল তাহার বক্ষোপরি ভাসমান থাকে। যে নিয়ম বশতঃ পর্ব্বত হইতে তুষার-শৈলের অবতরণ কার্য্য নিয়মিত হয় সেই নিয়ম বশতঃ ব্যোমযান আকাশে উত্থিত হয়। যে শক্তি বশতঃ মহা ভীষণ জলপ্রপাত অন-

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

জল প্রচণ্ডবেগে পর্ব্বত হইতে নিপতিত হয় সেই শক্তি বশতঃ সেই সকল পর্ব্বতাঞ্চল রাজ্যের উপযুক্ত হইয়াছে। “যে শক্তি বশতঃ তরুশাখা-বিগলিত ফল পুষ্প ভূমিতে পতিত হয় সেই শক্তি দ্বারা প্রতি দিবস নদী সাগরের হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং সেই শক্তি দ্বারা নিয়মিত থাকিয়া চন্দ্রলোক পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে ও গ্রহ ধূমকেতু সমুদায় স্ব স্ব পথে নিয়োজিত থাকিয়া আকাশে ভ্রাম্যমাণ হয়”*। যে নিয়ম বশতঃ পেষণী যন্ত্রের প্রান্তভাগ হইতে গোধূম চূর্ণ সকল ও ঘূর্ণায়মান আর্দ্র রথচক্র হইতে জলবিন্দু সকল বিকীর্ণ হয় সেই নিয়ম বশতঃ পর্ব্বত সকল নিজ নিজ বিস্তীর্ণ তলেতে ও গ্রহ সকল স্বীয় স্বীয় কক্ষেতে বদ্ধ হইয়া আছে। যে নিয়ম দ্বারা উৎক্ষিপ্ত বস্তু সকল ভূতলে পতিত হয় ও জীব-শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হয় সেই নিয়মাধীন পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ও সূর্য্য সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতু লইয়া দূরস্থ এক নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির চতুর্থ লক্ষণ নিগূঢ়তা। মনুষ্য-শরীরের ধাতু ও রস-সকলের উৎপত্তি ও পরিণাম ও তাহার পুষ্টি সম্পাদন ও উন্মেষ এবং ত্বকের স্পন্দনাদি জীবনী শক্তির কার্য্য কি সুসূক্ষ্ম নিয়ম বশতঃ হইয়া থাকে! বিশেষতঃ প্রাণীর জীবনী শক্তি কি ও কি কারণ-কূটের প্রতি বিশেষ নির্ভর করে, উদ্ভিজ্জের জীবনী শক্তি ও পশুর জীবনী শক্তির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ কি, এই সমস্ত তত্ত্ব

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

আমরা কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। জ্যোতিষ বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, শারীরিক-বিধান-বিদ্যা, ইহার মধ্যে কোন এক বিদ্যাতে যিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন তিনিই জ্ঞাত আছেন যে, সেই একটী বিদ্যা সম্বন্ধীয় এমত বহুতর তত্ত্ব আছে যাহা মানব-বুদ্ধি অদ্যাপি নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় নাই আর সে সমুদায় তাহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, স্মরণ, উদ্বোধ, অনুমান, যুক্তি, ধর্ম্মতত্ত্ব-বিবেক, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক ইত্যাদি মানসিক কার্য্য কি সূক্ষ্ম নিয়ম বশতঃ হইয়া থাকে, মনের বিশেষ স্বরূপ কি, আর কি আশ্চর্য্য কৌশল বশতঃ শরীরের সহিত তাহার এমন নৈকট্য সম্বন্ধ হইয়াছে এই সকল তত্ত্ব প্রকৃতরূপে "আমি" যাহাকে বলা যায় তাহা সম্বন্ধীয় হইয়াও আমাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণরূপে অতীত। জড়েরও স্বরূপ জানা আমাদের পরিমিত জ্ঞানের দুঃসাধ্য। আমরা কেবল বস্তুর গুণমাত্র অনুভব করি তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে কোন মতে সক্ষম হই না। কোন কারণ হইতে একটী বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি কেন হয় আর স্বতন্ত্র কার্য্যের উৎপত্তি হয় না কেন, তাহার বিশেষ তত্ত্ব আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। আমরা বলিয়া থাকি, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে কিন্তু কেন দাহন করে তাহা জানিতে পারি না। বারুদ অগ্নির উপর পতিত হইয়া অগ্নিকে যদি নির্ব্বাণ করিত তাহার কারণ আমরা যেমন বুঝিতে পারিতাম সেইরূপ বারুদ অগ্নির উপর পতিত হইয়া কেন পুড়িয়া যায় তাহার কারণ তেমনি বুঝিতে পারি।

উজ্জ্বল দিবালোকেও তামসী নিশার অন্ধকার হইতে সহস্র গুণে নিবিড়তর অন্ধকার আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির পঞ্চম লক্ষণ বিকল্পশূন্যতা। সৃষ্টির প্রথমে যে নিয়মানুসারে দিন যামিনী, সায়ং প্রাতঃ ও শিশির বসন্ত গতায়াত করিত এখনো তাহারা সেইরূপ করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথমে যে সকল নিয়মানুসারে অগ্নি দগ্ধ করিত, জল তৃষ্ণা শান্তি করিত, বায়ু প্রাণ-কার্য্যের সহকারিতা করিত, সূর্য্য তাপ ও আলোক বিতরণ করিত, মৃত্তিকা শস্যোৎপাদন করিত এখনো সেই সকল নিয়মানুসারে সেইরূপ করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথমে যে নিয়মানুসারে বাষ্পোত্থানে তড়িদ্গর্ভ অপূর্ব্ব মেঘ-মালার সঞ্চার হইয়া সুনির্ম্মল বারিধারা অবনিতে বর্ষিত হইত এখনো সেই সকল নিয়মানুসারে তাহা হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথমে নীহার-মণ্ডিত শ্বেত শৈল-শিখর-নিঃসৃত নদী সকল যে রূপ সুপ্রশস্ত রাজ্য সকলকে ধন ধান্যে সমৃদ্ধিমান্ করিয়া সমুদ্রে মগ্ন হইত এখনো সেই সকল নিয়মানুসারে তাহারা সেই রূপ করিয়া থাকে। যে নিয়মানুসারে নবীন তৃণাচ্ছাদিত ভূমি-খণ্ডের শ্যামল শোভা, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালের মেঘের বিচিত্র শোভন বর্ণ, পূর্ণেন্দুর পরম মনোহর অমৃত-তরঙ্গিণী আদিম কালীন লোকদিগের শোভানুভাবকতা বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিত সেই নিয়মানুসারে এখনো তাহারা আমাদিগের সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়া থাকে। যে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া প্রাচীন কালের লোকেরা

মহৎ হইয়াছিলেন সেই সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির অধীন হইয়া এখনো যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহারা মহৎ হয়েন ও শত শত বৎসর পরে যাঁহারা ঐ রূপ করিবেন তাঁহারাও মহৎ হইবেন। গিরীন্দ্র সকল জরা প্রযুক্ত কুব্জ হয় নাই, সমুদ্রের নীলোজ্জ্বল শরীরে একটী পলিতও পতিত হয় নাই, ঋতুসকল বার্দ্ধক্য হেতু কিছুমাত্র স্খলিত-গতি হয় নাই, কাল-মাহাত্ম্যে ধর্ম্ম লোকের হিত সাধন করিতে বিশ্রান্ত হয় নাই, ঐশী মহিমার একটী কেশও শুক্ল হয় নাই। মনুষ্য সমীচীনতা লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সমীচীনতা দূরে থাকুক কোন বিষয় একেবারে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া তাহার পক্ষে সুকঠিন। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যে সেরূপ নহে। তাঁহার যে কার্য্য তাহা সমীচীন কার্য্য। মনুষ্যের সংকল্প যেমন দিন দিন পরিবর্ত্তিত হয় তাঁহার সেরূপ নহে। তাঁহার অভিপ্রায়ের বিকল্প নাই। তিনি অদ্যও যেমন কল্যও তেমন।

মনে কর, যদি এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ নির্দ্দয় হইতেন, যদি তিনি তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি কেবল আমাদিগকে নিগ্রহ প্রদানে নিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহা হইতে আমরা পলাইতে পারিতাম না, যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার বিনাশ হইলে যে আমাদিগের যাতনার বিরাম হইবে এমত ভরসা থাকিত না, যে হেতু তিনি নিত্য। এমন হইলে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইত!! কিন্তু চিন্তা করিতে কি সুখ যে আমাদের স্রষ্টা করুণাময়। আত্ম-প্রকৃতি ও বাহ্য জগৎ উচ্চৈঃস্বরে এই সত্য ঘোষণা করিতেছে যে তিনি মঙ্গলস্বরূপ। যখন আমরা বিবেচনা করি

যে তিনি আমাদিগকে কেবল আহার প্রদান করেন নাই, আহার্য্য দ্রব্যেতে রসনা-তৃপ্তিকর সুখের রসের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন; কর্ণকে কেবল শ্রবণ-সামর্থ্য দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে সঙ্গীতের পরম রমণীয় অনুপম মাধুরী অনুভব করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে কেবল দর্শনের ক্ষমতা দেন নাই, জগতের বস্তুতে ও শিল্প কার্য্যে শোভা ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য দিয়াছেন; তিনি কেবল আমাদিগকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রদান করিয়া দুর্গন্ধ দ্রব্য অনুভব পূর্ব্বক শরীরের অনিষ্টকর পদার্থ সেবন হইতে রক্ষা করিয়াছেন এমত নহে, ঐ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জন্য পরম মনোহর সুগন্ধ কুসুম-দলের সৃষ্টি করিয়াছেন; যখন আমরা বিবেচনা করি যে, অঙ্গ চালনা বালকদিগের পক্ষে আবশ্যক বটে কিন্তু গমন, ধাবন, কুর্দ্দনে তাহারা এমন বিশেষ হর্ষানুভব কেন করে? বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করা আবশ্যক বটে কিন্তু তাহা করিয়া আমরা এক অতিরিক্ত সুখ কেন সম্ভোগ করি? বিবৎসা বৃত্তি মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক বটে কিন্তু গৃহ ও স্বদেশের প্রতি স্বভাবতঃ একটী অনুরাগ জন্মিয়া হৃদয়ে কেন সুখাস্বত্তের সঞ্চার হয়? বিদ্যোপার্জ্জন আবশ্যক বটে কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ হইলে মন কেন বিশুদ্ধ উল্লাসে নিমগ্ন হয়? লোকের পরস্পর সাহায্য আবশ্যক বটে কিন্তু বন্ধুর সহিত প্রণয়পবিত্র আলাপ করিয়া কেন আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হই? পিতা মাতাকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে কিন্তু সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন-কালে কুলপাবন সৎপুত্র কেন পরম রমণীয় সুখাস্বাদন করে?

অন্যের উপকার করিতে একটী স্বাভাবিক ইচ্ছা মনে উদিত হয় বটে কিন্তু সেই উপকার করিলে এক প্রকার তৃপ্তি লাভ হয়। চন্দ্রালোকের ন্যায় আমাদের চিত্তকে কেমন জ্যোতিষ্মান্ করে ; তখন অবশ্য বলিতে হয় যে যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাদিগের সুখের ইচ্ছা করেন। জল, বায়ু, আলোক, আহার্য্য-দ্রব্য, শারীরিক সুস্থতা, অঙ্গ-চালনা, মনোবৃত্তি-চালনা ইত্যাদি ঈশ্বরের সামান্য বিধান হইতে যে সুখ আমরা নিয়ত প্রাপ্ত হইতেছি সুখ দুঃখ তুলনার সময় তাহা আমরা গণ্য করি না, কেবল দুঃখই গণ্য করি। কিন্তু সে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হইলে আমরা কি পর্য্যন্ত দীন হইতাম। যে ব্যক্তি উৎকট রোগ জন্য ছয় মাস শয্যা-গত থাকিয়া পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ-পূর্ব্বক ভ্রমণে বহির্গত হয়েন তিনিই জানিতে পারেন যে ঐ সকল সামান্য বিধান হইতে আমরা কি সুখ প্রাপ্ত হই। তাঁহাকে উদ্যানের সামান্য পুষ্প, উপবনের সামান্য বিহঙ্গ-রব, বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোল, এই সূর্য্য, এই আকাশ কি সুখ প্রদান করে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। যাহা হউক, এই জগৎ সাধারণ-রূপে সুখের জগৎ বটে। দিবসের কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কত মনুষ্য উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতেছে, কত জলচর জলক্রীড়া করিতেছে, কত খেচর হর্ষ-যুক্ত-পক্ষে বায়ু-সাগরে সন্তরণ করিতেছে, কত পশু আহার্য্য দ্রব্য রোমন্থন করত তৃপ্তি-সুখ স্বীয় স্বীয় নয়নে প্রকাশ করিতেছে, কত তৃণশায়ী কীটাণু তৃণ-গত রসাস্বাদনের সুখে নিমগ্ন রহিয়াছে।

জগতে দুঃখ আছে বটে কিন্তু সেই দুঃখ নিবারণ জন্য পরমেশ্বর যে সকল বিধান করিয়াছেন সেই সকল বিধানে তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় কি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে! বুদ্ধিশক্তি-বিধান, স্বতঃপ্রতীকার-বিধান, মৃত্যু-বিধান এই তিনটি বিধান দুঃখ নিবারণের হেতু স্বরূপ হইয়াছে।

এই বুদ্ধিশক্তির পরিণাম-দর্শিতা-গুণ সহকারে আমরা পূর্ব্ব হইতে কত বিপদের উপায় করিতে সমর্থ হই। এই পরিণাম-দর্শিতা গুণ, কৃষককে শস্যের বিপদ, নাবিককে অর্ণবপোতের বিপদ, বণিককে ব্যবসায়ের বিপদ, রাজাকে রাজ্যের বিপদ, এই প্রকার সকলকে সকল প্রকার বিপদ ঘটনা নিবারণের উপায় পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করিতে সক্ষম করে। দুঃখ ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার জন্য উপায় চিন্তা করিতে বুদ্ধি-বৃত্তি কি ব্যস্ত হয়! অনেক স্থলে সেই দুঃখ নিবারণে কি পর্য্যন্ত না তাহা কৃতকার্য্য হয়!

বস্তুর স্বতঃপ্রতীকার-শক্তি-বশতঃ অকল্যাণ দীর্ঘকাল-স্থায়ী বা দীর্ঘ-দেশ-ব্যাপী হইতে পারে না। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, বস্তুর এই স্বতঃ-প্রতীকার-শক্তি অনেক অনিষ্ট নিবারণের হেতু হইয়াছে তখন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ আমাদিগের মনে আরো উজ্জ্বল রূপে প্রতীত হয়। ক্ষত, আঘাত, ব্রণ পীড়া সম্বন্ধে কেবল পশু-শরীরে যে এই স্বতঃপ্রতীকারশক্তির কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে এমত নহে, জগতের অনেক বস্তুতে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সুদীন ছত্রক যাহা অবস্থানুসারে নানারূপ ধারণ করে তাহা অবধি বৃক্ষ পর্য্যন্ত যাহা সরলভাবে বর্দ্ধিত হইলে যদি দিবালোক-

যর প্রদেশে নির্গত না হইতে পারে তবে সকল্যাণে বর্দ্ধিত হইয়া দিবালোকের সহিত সাক্ষাৎ করে; মনুষ্যের মহৎ মনোবৃত্তি যাহার চালনার পরিমাণানুসারে বর্দ্ধিত হয় তাঁহা অবধি পুরুভুজ পর্য্যন্ত যাহার শরীরের অন্তর্ভাগ বহিঃস্থ করিলে স্বীয় শরীরের বহির্ভাগকে উদর করে আর উদরকে বহির্ভাগ করে, সকল স্থলেই বস্তুর স্বাভাবিক আত্ম মঙ্গলোদ্ধারন শক্তি লক্ষিত হইতেছে। অভ্যাস বশতঃ নূতন দেশের জল বায়ু সহিষ্ণুতা অথবা নবাবলম্বিত বৃত্তিতে ক্রমশঃ নৈপুণ্যের বৃদ্ধি, সংরোধিত অন্যায় কামনার ক্রমশঃ হ্রাস অথবা নীরস কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কালে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান আনন্দ, শোকের ক্রমশঃ তিরোভাব বা দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্লেশের পশ্চাদ্বর্ত্তী অবসাদ, নূতন দরিদ্রাবস্থায় পতিত ধনাঢ্যের অভ্যাস বশতঃ কষ্ট বোধের ক্রমশঃ হ্রাস কিম্বা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা-জনিত ক্লেশ নিবন্ধন সেই প্রবলতা দমন করিবার জন্য লোকের যত্ন সকলেতেই এই আত্মপ্রতীকার শক্তির কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে। যখন আমরা বিবেচনা করি যে যখন মন্দ অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, তখন এক নিগূঢ় নিয়মানুসারে তাহার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকেই থাকে; যখন আমরা বিবেচনা করি যে প্রত্যেক জাতির বিশেষ অবস্থা সম্ভূত রীতিবর্গ যাহা অন্য জাতির সম্বন্ধে অসুখকর কিন্তু সেই জাতির পক্ষে উপকারী সেই সকল রীতিবর্গের প্রতি প্রথমোক্ত জাতির স্বভাবতঃ একটী অনুরাগ জন্মিয়া তাহাদের স্থায়িত্ব সাধন হয়; যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে কোন দেশে অন্য এক দেশের

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হইয়া সেই শেষোক্ত দেশের ভবিষ্যৎ অভাব মোচন হইতে পারে, প্রথমোক্ত দেশের লোকেরা তাহা যে পরিমাণে শেষোক্ত দেশের প্রয়োজন সেই পরিমাণে সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে অর্থ-প্রত্যাশা বশতঃ ক্রমে ক্রমে রত হয়, যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে দেশের বিশেষ অবস্থার পক্ষে যে প্রকার শাসন-প্রণালী উপযুক্ত সেই দেশে পুনঃ পুনঃ রাজ-বিপ্লবের পরে সেই প্রকার শাসন-প্রণালীই আবার সংস্থাপিত হয়, তখন আমরা বিশ্বের স্বাভাবিক অধীনতা বিলক্ষণ অনুভব করিতে সমর্থ হই। যখন আমরা এই স্বতঃ-প্রতীকার-বিধান কেবল প্রাণীতেই দেখিতে পাই এমন নহে, যখন অচেতন পদার্থেতেও তাহা অনুভব করি, যখন আমরা জ্ঞাত হই যে, গ্রহদিগের নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ঈষৎ অপসরণ ভাব দেখিয়া এক জন সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ * ভীত হইয়া-ছিলেন বটে কিন্তু তাহার পর আর এক জন মহৎ যশস্বী জ্যোতির্ব্বিদ † নিরূপণ করিলেন যে সেই ঈষৎ অপসরণ ভাব আপনা হইতেই ক্রমে প্রতীকার হইয়া আইসে তখন আমাদিগের এক প্রত্যয় জন্মে যে যতই আমাদের বিজ্ঞা-নের বৃদ্ধি হইবে ততই আমরা সকল বস্তুর সামঞ্জস্য ও স্বাভাবিক অধীন ভাব বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইব।

---

* নিউটন্।

† লাপ্লাস্।

অত্যন্ত ক্লেশের সময় মৃত্যু মনুষ্যের পক্ষে যেমন পরম হিতকারী এমন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। ছিন্নমস্তক অথবা ভগ্নচিত্ত হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিতে গেলে কি যন্ত্রণায় বিষম হইত! যখন মনুষ্য অত্যন্ত শারীরিক অথবা মানসিক যাতনা ভোগ করে, তখন মৃত্যু পরম আদরণীয় স্বাগত সুহৃদের ন্যায় আগমন করিয়া তাহাকে সেই ক্লেশ হইতে বিমুক্ত করে। মৃত্যু সকল বন্ধুর দ্বারা পরিত্যক্ত দুর্ভাগ্য ব্যক্তির এক মাত্র পরম বন্ধু। মৃত্যু-বিধান না থাকিলে লোকের ক্লেশের পরিসীমা থাকিত না।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

"মহান্ প্রভু র্বৈ পুরুষঃ"

"সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।"

ঈশ্বর আমাদিগের পিতা। "তিনি আমাদের স্রষ্টা পাতা ও সর্ব্ব-সুখ-দাতা। তিনি আমাদের জীবনের জীবন ও ও সকল কল্যাণের আকর। আমরা তাঁহার প্রসাদে শরীর মন, তাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি বল ও তাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি। তিনি আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে নানা প্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতে-ছেন।"

ঈশ্বর আমাদিগের মাতা। মাতা যেমন অতি যত্নের সহিত সন্তানকে পালন করেন তিনি আমাদিগকে তদপেক্ষা অধিক যত্নের সহিত পালন করেন। যিনি মাতার মনে স্নেহ এবং মাতার স্তনে দুগ্ধনীর দিয়াছেন তিনি আমাদের পরম মাতা। মাতা যেমন শিশুসন্তানদিগকে পদ সঞ্চালন করিতে শিখান সেইরূপ তিনি আমাদের শরীর মন ও ধর্ম্ম-ভাবের উন্মেষ-কার্য্য সম্পাদন করাইতেছেন।

ঈশ্বর আমাদিগের সুহৃৎ। তাঁহা হইতে আমরা সকল

উপকার প্রাপ্ত হইতেছি। তিনি আমাদের পরম আত্মীয়, একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরম সহায় এবং আমাদিগের অন্তরের অন্তর। বন্ধুর সহিত সহবাস করিয়া যেমন আমরা সুখ প্রাপ্ত হই, তেমনি ঈশ্বরে মনঃ-সমাধান-রূপ সহবাস দ্বারা আমরা অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমাদিগের চরিত্র সংশোধন না করিলে আমরা তাঁহার পবিত্র সহবাসের অধিকারী হইতে পারি না।

ঈশ্বর আমাদের পরম প্রেমাস্পদ বস্তু। কোন সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে কত প্রেমের উদয় হয়। কিন্তু যিনি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহার প্রতি কত প্রেমের উদয় না হয়? ঈশ্বরের অনুপম গুণই তাঁহার সৌন্দর্য্য। সেই সৌন্দর্য্যে যাহার মন আকৃষ্ট হইয়া আছে, তাহার আর অন্য সৌন্দর্য্য ভাল লাগে না।

ঈশ্বর আমাদের গুরু ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। আমরা তাঁহার নিকট হইতে সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি। তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা সুমধুর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে ধর্ম্মপথে আহ্বান করিতেছেন। আমরা কখন্ তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে যাইব এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি শত পদ অগ্রসর হন।

ঈশ্বর আমাদিগের নিয়ন্তা। তিনি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে জগৎ পালন ও শাসন করিতেছেন, সে সকল নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যে তাহার অধীন হইয়া চলে সে তাহার পুরস্কার-স্বরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়। যে

তাহার অধীন হইয়া না চলে সে তাহার দণ্ড-স্বরূপ কষ্ট পায়। তাঁহার সকল নিয়ম অপেক্ষা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিয়ম গরীয়ান্। বুদ্ধিমান্ জীব মাত্রেরই উচিত যে, সে, সে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। যে ব্যক্তি সে নিয়ম অতিক্রম করে তাহার কখনই মঙ্গল হয় না। সে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ হইতে বঞ্চিত হয়।

ঈশ্বর আমাদের বিচারকর্ত্তা ও পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার-বিধাতা। আমরা যদি পুণ্যানুষ্ঠান করি তাহা হইলে তাহার পুরস্কার-স্বরূপ আমাদিগের মনে বিশুদ্ধ আত্ম-প্রসাদের উদয় হয়। আর যদি পাপাচরণ করি তাহা হইলে দুঃসহ আত্মগ্লানি মনে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে বিলক্ষণ দণ্ড দেয়। এখানে যে যেরূপ কার্য্য করে পরকালে সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করে ও ঈশ্বরের অনুচর না হয়, তাহাকে অনুতাপ-রূপ অগ্নিময় নরকে দগ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে প্রীতি করেন এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গ, সুখ হইতে সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

ঈশ্বর আমাদিগের পাবন। পাপানুষ্ঠানের পর যদি আমরা সেই পাপের জন্য অকৃত্রিম অনুতাপ করি তাহা হইলে পাপতাপের শমতা হয়। অনুতাপ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ঈশ্বর আমাদিগের মনে শান্তি-সুধার সঞ্চার করেন।

ঈশ্বর আমাদিগের পরিত্রাতা। যদি আমরা ঈশ্বরের সহচর ও অনুচর হইয়া চলি অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রীতি ও

তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে শোক দুঃখ হইতে বিমুক্ত করিয়া পরকালে নির্ম্মল ও মহৎ সুখের অবস্থা প্রদান করেন। তিনি সকলকেই সেই সুখের অবস্থা প্রদান করিবেন। পাপীকে আত্মগ্লানি-রূপ নরকের দ্বারা সেই সুখের অবস্থাতে লইয়া যাইবেন। পুণ্যবান্‌কে একবারেই তাহাতে সংস্থাপন করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি।

"তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

যদ্যপি কোন মনুষ্য অন্ধকার রজনীতে বিস্তীর্ণ মহারণ্যে একাকী পরিভ্রমণ-জনিত শ্রান্তি ও উদ্বেগ সময়ে হঠাৎ দীপালোক-সমুজ্জ্বলিত বৃহৎ সুশোভন অট্টালিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখে যে, ভাণ্ডারে আহার্য্য বস্তু, শয়নাগারে উত্তম শয্যা, পরিচ্ছদাগারে সুন্দর পরিচ্ছদ ও উপবেশনাগারে শোভন আসন প্রস্তুত রহিয়াছে, এবং যাহাদিগকে আপাততঃ গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী বোধ হইতেছে তাঁহারা অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিলেন ও ভৃত্যগণ তাহার পরিচর্য্যা কর্ম্মে অত্যন্ত উৎসাহ ও তৎপরতা প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং যদ্যপি সেই আপাততঃ প্রতীয়মান গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর প্রতি সেই পর্য্যটকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সময়ে তিনি জ্ঞাত হয়েন যে তাঁহারা গৃহের যথার্থ স্বামী ও স্বামিনী নহেন, গৃহাধিপতি অন্য ব্যক্তি ও তাহারা তাঁহার নিয়োজিত, অতএব সেই গৃহাধিপতি যেমন তাহার কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত, তদ্রূপ তাহারা নহে; তখন সেই পর্য্যটকের মন সেই গৃহাধিপতি কে, ইহা

জানিয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে তাহার চিত্ত ব্যগ্র হয় কি না? যদ্যপি এ প্রকার ব্যাকুল না হয় তবে তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে? তেমনি যে ব্যক্তি বৃহৎ সুশোভন নিকেতন এই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতা মাতার অকৃত্রিম প্রীতিতে পালিত হইয়া, অগ্নিরূপ পাচক, বায়ুরূপ ব্যজন-সঞ্চালক ও সূর্য্যরূপ আলোক-কর ইত্যাদি ভৃত্যদিগের নিয়ত পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া, যিনি এই অনুপম নিকেতনের নির্ম্মাতা হয়েন, যিনি আমাদের রক্ষার একমাত্র উপায় স্বরূপ পিতা মাতার মনে স্নেহ প্রেরণ করেন ও যিনি অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র-রূপ ভৃত্যদিগকে আমাদিগের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইল তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে? অকৃতজ্ঞ পুত্র যেমন গৃহের এক কোণে অবস্থিত বৃদ্ধ পিতার প্রতি অনাদর করে, কিম্বা দূরদেশস্থিত পিতা কর্ত্তৃক কোন পুত্র জন্মাবধি আবহমান কাল প্রতি-পালিত হইয়াও যৌবনাবস্থায় তাঁহার প্রতি যেমন স্নেহ প্রকাশ করে না, কিম্বা যেমন এক ভূমিখণ্ডপ্রদাতা মৃত রাজার প্রতি পুরুষানুক্রমে সেই রাজবৃত্তি-ভোগী ব্যক্তিদিগের কৃতজ্ঞ ভাব থাকে না, সেইরূপ আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া থাকি ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হই না। তাঁহার প্রতি আমরা এপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাহা কি উচিত? আমাদের যদি পদে পদে সকল বিষয় চাহিয়া লইতে হইত তবে ঈশ্বরের নিকট আমরা অতি কৃতজ্ঞ হইতাম, কিন্তু যখন তিনি প্রার্থনার পূর্ব্বেই আমাদিগের

কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন তখন তাঁহার নিকট তদপেক্ষা কত না কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত!

ঈশ্বর আমাদের উপকার করিতেছেন কেবল তজ্জন্য যে তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য এমন নহে। ঈশ্বর আমাদের একমাত্র প্রকৃত প্রেমাস্পদ বস্তু। প্রীতি এই বিশ্বের জীবন স্বরূপ। আমাদের সকল উদ্বোধ, সকল ভাব, সকল বাক্য, সকল কার্য্যের মূল প্রীতি। স্বদেশের স্বাধীনত্ব রক্ষার জন্য উৎসাহ-প্রজ্বলিত চিত্তে রণক্ষেত্রে শরীর নিপাত করিতে স্বদেশপ্রেমী বীর যোদ্ধাকে কে নিযোজিত করে? আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরের সুখ সাধনে পরোপকারী মহাত্মাকে কে উৎসাহান্বিত করে? রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতা মাতার শুশ্রূষা জন্য রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য কষ্ট স্বীকার করিতে কুলপাবন সৎপুত্রকে কে প্রবৃত্ত করে? স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ জন্য শ্রমোপজীবী মানবের ললাটে স্বেদ-বিন্দুকে কে নিঃসারণ করে? প্রবল বাত্যা-সময়ে উন্মত্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গোপরি অর্ণবপোত পরিচালন করিতে নাবিককে কে উদ্যমশীল করে? ঘোরা দ্বিপ্রহরা রজনীতে প্রদীপ-সম্মুখে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অবিনশ্বর গ্রন্থোপরি নয়নকে কে নিযুক্ত রাখে? বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি সাধন জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের গবেষণাতে কষ্ট স্বীকার করিতে বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে কে এত সমুৎসুক করে? বিবিধ আশ্চর্য্য সুরম্য দর্শনীয় দর্শন পূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে পর্য্যটককে কে নিয়োজিত করে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর একটী কথায় আছে, সে কথাটী প্রীতি। বালককে

ক্রীড়াশীল, তরুণকে কর্ম্মপ্রিয়, প্রৌঢ়কে বিষয়াসক্ত ও বৃদ্ধকে আরামানুরক্ত কে করে? প্রীতি। ক্ষুধার্ত্তকে আহারান্বেষণে, ধনার্থীকে ধনান্বেষণে, মানার্থীকে মানান্বেষণে, যশোঽর্থীকে যশোঽন্বেষণে কে প্রবৃত্ত করে? প্রীতি। সকল জীবকে শরীর ও মনের চালনা করিতে কে প্রবৃত্ত করে? প্রীতি। কোন সময়ে কোন অবস্থাতে প্রীতির উত্তেজনা হইতে কেহই বিমুক্ত নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে যিনি আপনার প্রীতিকে প্রীতির প্রকৃত বিষয়ের প্রতি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ তৃপ্তচিত্ত, তিনিই যথার্থ সুখী।

মনুষ্যের ইচ্ছা যে সে সুখী ও সুতৃপ্ত হয়, কিন্তু কিসে প্রকৃত সুখ আছে তাহা সে জ্ঞাত নহে। সে যাহার এত বিশেষ অনুরক্ত ও যাহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত তাহা প্রকৃত রূপে কি পদার্থ তাহা সে বুঝে না। আপাততঃ যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় এবং যাহা তাহার ভোগ-লালসার উদ্রেক করে তাহাতেই অর্থাৎ এই সংসারেতেই প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা সে মনে করে। কারণ তখন তাহার মনের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে এই সংসার ও সাংসারিক সুখ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব উজ্জ্বল রূপে প্রতীয়মান হয় না। যে সাংসারিক পদার্থ প্রথমে সুখকর ও তৃপ্তিজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাতেই মনের সম্যক্ অভিনিবেশের সহিত অনুরক্ত হইয়া মনুষ্য সাংসারিক সুখের অনুসরণে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যখন বিবেকের উদয় হইয়া সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে

আমি এক্ষণে যথার্থ সুখী কি না তখন তাহার চিত্তের অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে যে এই উত্তর প্রাপ্ত হয় যে "তুমি পূর্ব্বে যে দীন ছিলে এখনো সেই দীন রহিয়াছ।" তাহার পর যে পদার্থ লাভ জন্য যে এত যত্ন করিতেছিল তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক সাংসারিক পদার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্তে চেষ্টাবান্ হয়। কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হইলে তাহাতেও তৃপ্তি-সুখ লাভ করে না; অবনীমণ্ডলে এমত পদার্থ নাই যাহা তাহাকে তৃপ্তিসুখ প্রদান করিতে পারে। এই প্রকারে মনুষ্য তৃষিত ও দীন-চিত্তে জীবন অতিবাহন করে। সে মনে করে যে, যে অবস্থাতে সে সংস্থিত আছে তাহা হইতে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রকৃত সুখ লাভ হইবে কিন্তু যখন সে ঈপ্সিত অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় তখন দেখে যে পূর্ব্বকার অবস্থা অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্টতর নহে। এক্ষণে যে স্থানে সে স্থিত আছে সেই স্থান হইতে সে যে উচ্চ প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতেছে সেই উচ্চ প্রদেশে আরূঢ় হইলে তাহার সকল যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে ইহা সে মনে করিয়া থাকে, কিন্তু যখন সে সেই উচ্চ প্রদেশে আরোহণ করে তখনও তাহার সেই পুরাতন অতৃপ্তি তাহার চিত্তকে পরিত্যাগ করে না। এ প্রকারে অমৃতের পুত্র ও অমৃতের অধিকারী মনুষ্য স্বদেশ হইতে প্রচ্যুত হইয়া সুদীন অবস্থায় বিস্তীর্ণ অনুর্ব্বর ক্ষেত্র এই সংসারে অস্থির চিত্তে পরিভ্রমণ করে। যদিও সেই অমৃত স্বরূপ পদার্থ দ্বারা সে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বদিকে বেষ্টিত আছে তথাপি তাহার সন্নিহান অদৃঢ় হস্ত সে পদার্থকে পরিগ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হয়।

জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই সে অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক আপনার জন্য আশারূপ নিকেতন নির্ম্মাণ করে, কিন্তু নিকেতনের পর নিকেতনের শীঘ্র শীঘ্র পতন হইলে সে ভাগ্যক্রমে পরিশেষে এই পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয় যে তাহার পিতৃনিকেতন ব্যতীত অন্য কোন স্থান নাই যে তথায় সে আরাম প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহা তাহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে কোন ক্ষুদ্র বিনশ্বর পদার্থ তাহাকে তৃপ্তি-সুখ প্রদান করিতে সক্ষম হয় না; যে হেতু কেবল ইহাই সেই নিত্য সৎস্বরূপ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে অদ্যাপি তাহাকে বদ্ধ রাখিয়াছে। যদ্যপি ইহ সংসারে সে এমন কোন পদার্থ প্রাপ্ত হইত যাহা তাহাকে তৃপ্তিফল প্রদান করিতে পারিত, তাহা হইলে সে ব্রহ্ম-ধাম হইতে প্রচ্যুত হইয়া অনর্থ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকৃত মৃতাবস্থাই প্রাপ্ত হইত। একবার স্থিরচিত্তে আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে কেবল ঈশ্বরের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, অন্য সকল বস্তুর সহিত ক্ষণিক সম্বন্ধমাত্র। একবার স্থিরচিত্তে আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে এই স্থানের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু সকল পড়িয়া রহিবে, মৃত্যু-সময়ে কেবল ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সহায় হইবেন। একবার স্থিরচিত্তে ইহা বিবেচনা করা আমাদের উচিত যে পরমেশ্বর আমাদিগের চিরকালের আত্মীয়, ও এখানকার আত্মীয় পান্থশালার আত্মীয়ের ন্যায়; পান্থশালার আত্মীয়ের জন্য চিরকালের আত্মীয়কে পরিত্যাগ করা এমন কি কখন হইতে পারে?

ঈশ্বরকে প্রীতি করা ক্লেশকর নহে। তাহা অত্যন্ত

সুখকর। আমি মনের কথা বলিতেছি যে মন্দ মন্দ প্রবাহিত বসন্ত-সমীরণ অথবা বর্ষাকালের প্রথমোদিত মেঘাবলীর সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ বারি-ধারা এরূপ তৃপ্তিকর নহে যদ্রূপ ঈশ্বর-প্রীতি তৃপ্তিকর। ক্রীড়া যেমন বালকের সুখদ, ধন যেমন কৃপণের সুখদ, আহার যেমন ক্ষুধার্ত্তের সুখদ, সুশীতল জল যেমন তৃষ্ণার্ত্তের সুখদ, হরিদ্বর্ণ যেমন চক্ষুর সুখদ, পরমেশ্বর তেমনি সাধকের সুখদ। উক্ত সুখ ভোগ করা দুষ্কর নহে। ঈশ্বরকে প্রীতি করা কঠিন কর্ম্ম নহে, তাহা অতি সহজ কর্ম্ম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া বৃক্ষপত্রের মনোহর শ্যামল বর্ণ ও সূর্য্যের প্রদীপ্ত রশ্মি দর্শন করা অথবা সুসৌরভ পুষ্পের নিকটে গিয়া তাহার সৌরভ অনুভব করা যেরূপ সহজ, জগতের সকল ভাগেই দেদীপ্যমান ঈশ্বরের মহিমা ও আমাদিগের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রকাশিত তাঁহার অপার করুণা অনুভব করিয়া তাঁহার প্রীতিতে পূর্ণ হওয়া তদ্রূপ সহজ। ঈশ্বরপ্রীতি এমন সহজ হইয়া যদি তাহা উপভোগ না করি, তবে আমরা কি দুর্ভাগ্য! মনে কর, আমাদের যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তাহার মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয় রোধিত হয়, যদ্যপি শ্রবণেন্দ্রিয় রুদ্ধ হইয়া মনোহর সঙ্গীত-স্বর আর শ্রবণ না করিতে পারে, অথবা দর্শনেন্দ্রিয় রুদ্ধ হইয়া জগৎ-শোভা সন্দর্শন করিতে আর না সমর্থ হয়, অথবা ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবরুদ্ধ হইয়া সুরম্য পুষ্পোদ্যানের প্রাণ-আহ্লাদকর সৌরভ অনুভব করিতে আর না সক্ষম হয়, তবে কি পরিতাপের বিষয় হয়! তবে যে ঈশ্বর-প্রীতিরূপ বৃত্তি ঈশ্বরের অনুপম মহিমা ও সৌন্দর্য্য

অবলোকন কালে মনকে অপার আনন্দে নিমগ্ন করিতে থাকে, যে বৃত্তি যাহার রুদ্ধ হইয়াছে, সে কি পর্য্যন্ত না দুর্ভাগ্য। আর যে ব্যক্তির সে বৃত্তির স্ফূর্ত্তি আছে সে কি পর্য্যন্ত না ভাগ্যবান্। ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি সেই পরম প্রেমাস্পদকে আপনার প্রেমাস্পদ করিয়াছেন, যিনি আপনার সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করিয়া সেই এক স্থানে আপনার সমস্ত প্রীতি একত্রীভূত করিয়াছেন, যিনি আপনার জীবন সেই প্রাণের প্রাণের প্রীতিতে ও প্রিয়কার্য্য সাধনে অর্পণ করেন; কারণ সেই ব্যক্তি যথার্থ সুখী, সেই ব্যক্তিই যথার্থ তৃপ্তচিত্ত। আত্মার তৃপ্তিরস্থল কেবল ঈশ্বর। যেমন কুক্কুটী-পালিত হংসশাবক জলাশয়ে প্রথম ভাসমান হইবার সময় পোষিকা মাতার নিবারণ ধ্বনি মানে না, তেমনি সেই একমাত্র তৃপ্তিস্থলকে যে ব্যক্তি দেখিয়াছেন, তিনি সংসার-রূপ পোষিকা মাতার প্রভাবে আর না অভিভূত থাকিয়া সংসারে আসক্তিহীন হয়েন এবং ঈশ্বরের একান্ত অনুরক্ত ও শরণাপন্ন হয়েন।

ঈশ্বরেতে মধ্যে মধ্যে প্রীতিপূর্ব্বক মনঃ সমাধান করিলেই যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা হইল এমত নহে। তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতির লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

ঈশ্বরকে সর্ব্বদা ভাবিতে মনের ঔৎসুক্য যথার্থ ঈশ্বর-প্রীতির প্রথম লক্ষণ। যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি ঈশ্বরের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে যেরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়েন, অন্য আর কিছুতেই সেরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়েন না। যেমন প্রিয়-তম বন্ধুর গুণালোচনা ও গুণ-বর্ণনা করিয়া লোকে পুলকিত

হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই পরম সুহৃদের সর্ব্বদা গুণ-কীর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত সুখী হয়েন। কেবল তাঁহারই কথা কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; কেবল তাঁহারই প্রসঙ্গ করিতে তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে, অনন্যমনা হইয়া কেবল তাঁহারই চিন্তা করিতে যেমন তাঁহার আনন্দ উপস্থিত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমীর আর এক লক্ষণ এই যে তিনি সকল বস্তুতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ পূর্ব্বক বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুশীলনকেও তিনি ঈশ্বরোপাসনার মধ্যে পরিগণিত করেন। কি মহৎ কি ক্ষুদ্র সকল বস্তুতে তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও করুণা স্বপ্রকাশিত দেখিয়া আনন্দ-হ্রদে নিমগ্ন হন। অনন্ত আকাশ, প্রসারিত সমুদ্র, তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত, ভয়ঙ্কর বজ্র-নির্ঘোষ, বিশাল বটদ্রুম এবং প্রকাণ্ড গজেন্দ্র-শরীরে অথবা রমণীয় উপবন, মধুর বিহঙ্গম-স্বর, সুনির্ম্মল স্রোতস্বতী, সুললিত সুগন্ধ পুষ্প, সূর্য্যোদয়, ও সূর্য্যাস্ত কালের সুশোভন আকাশ এবং শরৎ কালের রমণীয় পূর্ণচন্দ্রালোকে তিনি আপন পরম প্রেমাস্পদ বরণীয় পরমাত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করেন। বাহ্য বিষয় অপেক্ষা তিনি আপনার হৃদয়-ধামে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেন। সম্মুখস্থ বন্ধুর প্রত্যক্ষের ন্যায় যাহাতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল ও স্থায়ী হয় তিনি এমত অভ্যাস করেন। বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার প্রিয়তম পরমেশ্বর তাঁহার মানস-দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়েন না।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমীর আর এক লক্ষণ এই যে, এই অপূর্ণ অবস্থায় ঈশ্বরকে যত দূর সাক্ষাৎকার করিতে পারেন তাহা করিয়াও তাঁহার সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য অর্থাৎ তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ সহবাস জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন। পিপাসাতুর ব্যক্তি যেমন সুশীতল জল পান করিবার নিমিত্ত কিম্বা পতঙ্গ যেমন দীপ্তাগ্নির নিকট যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল, তেমনি তিনি সেই একমাত্র তৃপ্তি-স্থলকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল। সেই দিনকে তিনি সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করিতেছেন, যে দিন তিনি তাঁহার সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমীর আর এক লক্ষণ এই যে তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে সেই পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গলাভিপ্রায়ের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। সম্পদ-সময়ে তাঁহার চিত্ত কৃতজ্ঞতা-রসে দ্রবীভূত হইতে থাকে, বিপদ-সময়ে তিনি বিপদে ঈশ্বরের নিগূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্ত থাকেন। পিতা কর্ত্তৃক বালক তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে আদিষ্ট হইলে সে যেমন কখন মনে করে না যে পিতা তাহার মঙ্গলেচ্ছু নহেন, তেমনি সাধক দুঃখে পতিত হইলেও তিনি কখন এমন মনে করেন না যে পরম পিতা তাহার মঙ্গলেচ্ছু নহেন। বালক যেমন জনক জননীর ভরসায় নির্ভয় চিত্তে বিচরণ করে, তেমনি তিনি সেই পরম পিতা ও পরম মাতার ভরসায় এই সংসারে নির্ভয়-চিত্তে বিচরণ করেন। সাধক ব্যক্তি যে অর-

স্থায় পতিত হউন না কেন, তিনি এমন বিশ্বাস করেন যে পরম পিতার প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই পতিত আছে।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমীর আর এক লক্ষণ এই যে, তিনি ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করেন। তাঁহার সকল মনন, সকল বাক্য ও সকল কার্য্য তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত মত উক্ত বা কৃত হয়। যে কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্ম নহে, তাহাতে তাঁহার অনুরাগ নাই; যে কথা তাঁহার ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসম্বন্ধীয় নহে, তাহাতে তাঁহার উৎসাহ নাই। স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালন করিতে তিনি কেন এত যত্নবান্? তাহার কারণ এই যে তাহা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য। স্বদেশের হিত সাধন করিতে তিনি কেন এত উৎসাহী? তাহার কারণ এই যে উহা তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম। আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরের উপকার করিতে তিনি কেন এত তৎপর? তাহার কারণ এই যে তাহা তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম। যেমন বৃক্ষের কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখা পল্লবের উৎপত্তি হয়, তেমনি ঈশ্বর-প্রীতি হইতে ধার্ম্মিক ব্যক্তির সকল চিন্তা, সকল বাক্য ও সকল কার্য্যের উদয় হয়। তিনি স্বার্থকে একেবারে ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের অনুচর ও সহচর হয়েন।

এই সকল লক্ষণ-বিশিষ্ট হইতে যিনি অভ্যাস করেন, তিনি পরমেশ্বরের প্রকৃত সাধক।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম আপনার প্রতি কর্ত্তব্য সাধন। দ্বিতীয় অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন।

আত্মকুশল সম্পাদন করা আপনার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আত্মকুশল সম্পাদন জন্য সাতটী উপায় আবশ্যক। (১) শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যত্ন, (২) শ্রমাসক্তি, (৩) মিতব্যয়িতা, (৪) পরিণামদর্শিতা, (৫) সন্তোষ, (৬) তিতিক্ষা, (৭) মনঃসংযম।

(১) যুক্ত-আহার, যুক্ত-বিহার, যুক্তনিদ্রা, যুক্ত-শ্রম, অনাবৃত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, শরীর শুদ্ধি প্রভৃতি শারীরিক নিয়ম পালন দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা করিবে। শরীর রক্ষা সকল ধর্ম্মসাধনের মূল হইয়াছে। স্বাস্থ্য রক্ষার যে সকল উপায় উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে আহার ও পান বিষয়ে সাবধানতা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতি ভোজন স্বাস্থ্য, যশঃ, আয়ু, কীর্ত্তি, প্রজ্ঞা ও পারত্রিক মঙ্গল নষ্ট করে, অতএব অতি-

ভোজন পরিত্যাগ করিবে। অপরিমিত সুরাপান নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলকে তেজস্বী করিয়া মনের শান্তি নাশ ও ধর্ম্মের হানি করে এবং আলস্য বৃদ্ধি করিয়া বিষয়কর্ম্মে অপটু করে। অপরিমিত সুরাপান দ্বারা অর্থক্ষয়, বুদ্ধিক্ষয় ও স্বাস্থ্য নাশ হয় এবং তাহা সাংসারিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া ও মনকে ধর্ম্মপালনে অসমর্থ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সম্পূর্ণ হানি করে। অপরিমিত সুরাপানের ফল কি ভয়ঙ্কর! পরিমিত সুরাপান নিজের পক্ষে হানিকর নহে, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত অতিশয় মন্দ। অধিকাংশ মনুষ্য ক্ষীণচিত্ত। তাহারা পরিমিত পানের দৃষ্টান্তের প্রথমতঃ অনুগামী হইয়া শেষে পরিমিত থাকিতে পারে না। অতএব পরিমিত পানও সাধু ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবেন। কেবল ভিষকের আদেশে পীড়াকালে সুরা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(২) যে ব্যক্তি পরিশ্রমে সুখানুভব করেন, তিনি এই জগতের মধ্যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, যেহেতু পরিশ্রম ব্যতীত আত্মকুশল রক্ষা হয় না, পরিবারের হিতসাধন করা হয় না ও পরোপকার-সাধনও করা হয় না। শ্রম অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শ্রমরূপ মূল্য না দিলে কোন বাঞ্ছনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকের দ্রব্য পাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মূল্যটী দিবার ইচ্ছা নাই। অভ্যাস দ্বারা শ্রমে ক্রমশঃ আসক্তি জন্মিয়া লোকে আপনার অবস্থা ও অন্যের অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ হয়।

(৩) অন্যের হিতসাধন করা যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি আবার কিছু কিছু করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অর্থ

সঞ্চয় করে না, সে ব্যক্তি সৌভাগ্য-দিবান্তে দুঃখরূপ অন্ধকার-রজনী আগমন করিবে, এমন চিন্তার কোন-চিহ্ন প্রকাশ করে না। অতএব অপরিমিত ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে। অপরিমিত ব্যয় করিতে গেলে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ঋণ আক্ষেপের বাহন-স্বরূপ। যে ব্যক্তি ঋণ করে, তাহাকে আক্ষেপ করিতে হয়। যাহারা ব্যয়-সাধ্য আহার ভাল বাসে, তাহাদিগকে পরে অনাহারে থাকিতে হয়। যাহারা অনাবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করে, তাহাদিগকে পরিশেষে আবশ্যক বস্তু বিক্রয় করিতে হয়। যাহারা পৃষ্ঠ ও বক্ষ শোভন পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করে, তাহাদিগকে পরে শূন্যোদরে যাইতে হয়। অতএব পরিমিত রূপে অর্থ ব্যয় করিবেক। অর্থবিষয়ে যেমন পরিমিতব্যয়ী হওয়া উচিত, সময়সম্বন্ধেও সেইরূপ পরিমিতব্যয়ী হওয়া কর্ত্তব্য। সময় অতি মূল্যবান্ পদার্থ। সময় গত হইলে তাহাকে আর পুনরায় পাওয়া যায় না। অনর্থক গল্প অথবা অন্য কোন ব্যসনে সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

(৪) এই দুঃখময় সংসারে পরিণাম-দর্শিতা অতি প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কর্ম্ম করা অতিশয় বিধেয়, যেহেতু এ প্রকার সাবধানতার অভাবে অনেককে কষ্ট পাইতে হয়। সুখ সৌভাগ্য লাভ কেবল আকস্মিক সুযোগ ও সুঘটনার প্রতি নির্ভর করে, ইহা মনে করিয়া অনেকে কোন বিষয়ের সাধন জন্য পূর্ব্ব হইতে যত্ন করে না। তাহারা জ্ঞাত নহে যে, জগতের সকল কার্য্য নিয়মানুসারে সম্পাদিত হইতেছে। তাহারা জ্ঞাত নহে যে, যে উপায় দ্বারা যে পদার্থ লাভ

করা যাইতে পারে, সে উপায়টী অবলম্বন না করিলে সে পদার্থ কখনই লাভ করা যায় না।

(৫) বিশুদ্ধ উপায় দ্বারা আপনার অবস্থা উন্নত করা ও আপনার পদ, মান, যশ ও ধন বৃদ্ধি করা ও নির্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখোপভোগের ইচ্ছা চরিতার্থ করা বিধেয়। কিন্তু বিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধ্যমত ঐ সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিলে আপনার মনের শান্তির জন্য ও জগ-তের হিত জন্য সন্তোষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অবিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

(৬) যে দুঃখের উপায় নাই, তাহা অপরাজিতচিত্তে সহ্য করার নাম তিতিক্ষা। যে দুঃখের উপায় নাই, সে দুঃখের সময় অধৈর্য্য হইলে কেবল ক্লেশের বৃদ্ধি হয় মাত্র, ইহা মনে করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। যে দুঃখের উপায় আছে, তাহার নিবারণ জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এতদ্রূপ চেষ্টা করিতে গেলেও ধৈর্য্য প্রয়োজনীয়। বিশাল দেবদ্রুম ঝঞ্ঝাবাতের পরীক্ষোত্তীর্ণ স্বীয় পুরাতন মস্তককে যেমন পর্ব্বতোপরি দৃঢ়রূপে উন্নত রাখে, তেমনি নিদারুণ ক্লেশমধ্যে পতিত হইয়াও সাধু ব্যক্তি আপনার চিত্তকে উন্নত রাখেন। যেমন কদলী বৃক্ষের পত্র সকল প্রবল বাত্যা দ্বারা সহস্র খণ্ডে ছিন্ন হইয়াও বৃক্ষে সংলগ্ন থাকে, সেইরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সহস্র ক্লেশ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইলেও তাঁহার বিশ্বাস শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি ঈশ্বর হইতে কখন বিচলিত হয় না।

(৭) আত্মকুশল সম্পাদনার্থ মনঃসংযম অত্যন্ত আবশ্যক। মনঃসংযমের উপায় আটটী। মনের একাগ্রতা অভ্যাস

করা, কেবল আবশ্যক বিষয়ে মনকে নিযুক্ত রাখা, আলস্যের বশীভূত হইয়া অলীক ও কল্পিত বিষয়ে মনকে সঞ্চরণ করিতে না দেওয়া, দর্শন শ্রবণ ও অধ্যয়ন জ্ঞানোপার্জ্জনের এই সকল উপায়ের মধ্যে যে উপায় সম্মুখে উপস্থিত, সে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান উপার্জ্জন করা, প্রত্যেক বিষয় যাহা শুনা দেখা অথবা পড়া যায়, কোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া রাখা, কল্পনা-শক্তিকে সংযত করা, পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ দর্শন সহকারে সকল বিষয় বিবেচনা করা এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-দিগকে দমন করা মনঃসংযমের উল্লিখিত আটটী উপায়।

অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য পাঁচ অংশে বিভক্ত। (১) সত্য, (২) ন্যায়, (৩) বিনয়, (৪) ক্ষমা, (৫) দয়া।

(১) সত্য কথা কহা ও সত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যখন কোন বিষয়ের বিবরণ কাহারও নিকট কহিতে হয়, তখন যাহা যথার্থ, তাহা বলা উচিত। মিথ্যাবাদী মনুষ্যের নিকট ভীরু, কিন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধে অসম সাহসী। মিথ্যাবাদী সকলের বিশ্বাসরূপ রত্ন হারাইয়া উচিত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। সত্য এমনি মহৎ পদার্থ যে অসত্য দ্বারা পরের অনিষ্ট-সাধন না হইলেও সত্য পালন করা কর্ত্তব্য, যে হেতু সত্য-বাদীর মন সর্ব্বদা সুস্থ ও প্রসন্ন থাকে, তিনি আপনার মহৎ স্বরূপকে ক্ষুদ্র করেন না।

(২) পরের অনিষ্ট হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। সে কেমন ঈশ্বরপ্রেমী, যে তাঁহাকে প্রীতি করে, অথচ তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগের অনিষ্ট করে? স্বার্থপরতা পরিত্যাগ

পূর্ব্বক পরিবারের হিত সাধন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি আপন ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য আপনার পরিবারদিগকে ক্লেশ দেয়, তাহার তুল্য নরাধম আর দ্বিতীয় নাই। যাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত ও যাহা আমাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য নহে, তাহা কাহারও নিকট হইতে লওয়া কর্ত্তব্য নহে। কাহারও দৈহিক অথবা বৈষয়িক অনিষ্ট করা উচিত নয়। পর-স্ত্রীকে মাতৃবৎ, পর দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ ও সর্ব্ব জীবকে আত্মবৎ দেখা উচিত, ইহা আমাদিগের দেশের সামান্য কিন্তু কি সুন্দর নীতিসূত্র!

(৩) কর্কশ বাক্য দ্বারা অন্যের হৃদয়ে বেদনা দেওয়া অকর্ত্তব্য। শাখামৃগ যেমন মনুষ্যের কর্ম্ম সকল অনুকরণ করে, সেইরূপ লোক-সমাজ দ্বারা ব্যবস্থিত আলাপ ব্যবহারের কতকগুলি রীতি নীতি পালন করিলেই যে প্রকৃত ভদ্রতা হইল, তাহা বলা যাইতে পারে না। লোকের মনে ক্লেশ প্রদানের প্রতি আন্তরিক অত্যন্ত বিরাগ-জনিত যে ভদ্রতা, তাহাই প্রকৃত ভদ্রতা। প্রিয় মিথ্যা অথবা অপ্রিয় সত্য কখন বলিবেক না। যাহা সত্য এবং প্রিয় তাহাই বলিবে, ইহা প্রকৃত ভদ্রতার নিয়ম।

(৪) কোন মনুষ্য পূর্ণ-স্বভাব নহে। সকলেরই এক একটী দোষ আছে। অতএব বন্ধুদিগের ও এক পরিবারের লোকদিগের উচিত যে পরস্পরের দোষ পরস্পরে মার্জ্জনা করে। পর-পীড়োপজীবী দুরাত্মাকে দমন করিবার জন্য যদি অবিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে

তাহা করা উচিত নহে। কারণ অবিশুদ্ধ উপায় দ্বারা হিত-কর কর্ম্ম সাধন কখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। শঠের প্রতি শাঠ্যাচরণ করা উচিত নহে। এক পাপকে প্রতি-পাপ দ্বারা নিবারণ করা উচিত নহে। সর্ব্বদা সাধুই থাকা কর্ত্তব্য।

(৫) পরের উপকার করা কর্ত্তব্য। পরের উপকার সাধন আমাদিগের প্রতি বিশেষ অর্পিত ভার। যদি কোন সাধু ধনী দূরস্থিত তাঁহার কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন জন্য তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করেন, আর সেই পুত্র যদি পিতার অর্পিত ভার বিস্মৃত হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়-সুখে নিমগ্ন থাকে, তাহা হইলে কি দুঃখের বিষয় হয়! কিন্তু বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, আমরা অবিকল ঈশ্বরসম্বন্ধে সেইরূপ করিতেছি। পরোপকার কার্য্যে আমাদের প্রাণ-পণে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন, অজ্ঞকে জ্ঞান দান, পরামর্শপ্রার্থীকে পরামর্শ প্রদান, ক্ষুধার্ত্তকে আহার দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, পীড়িত দরিদ্র লোকের বাটী যাইয়া তাহার আরোগ্য জন্য যত্ন করা এই সকল কার্য্য পরোপকার। পরোপকার কার্য্যেও ন্যায়ের নিয়মানুবর্ত্তী হওয়া উচিত। যে দয়ার পাত্র, তাহাকে দয়া করা কর্ত্তব্য; অপাত্রকে দয়া করা কর্ত্তব্য নহে। যে দয়া দ্বারা আলস্য অথবা কোন পাপ কর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করা হয়, সে প্রকৃত দয়া নহে। যে ব্যক্তি পরোপকার জন্য নিজে কষ্ট সহ্য করেন, তিনিই যথার্থ শূর। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া সকল মনুষ্যের সাধ্যমত

উপকার করেন। যে ব্যক্তি জগতের হিত সাধন করিতে ইচ্ছুক, ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসাকে সংযত করা তাঁহার কর্ত্তব্য। যে এইরূপ ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসাকে সংযত না করিতে পারে, সে কখন জগতের হিত সাধন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা নিশ্চয় জানিবে, যে অন্যের হিতার্থে কষ্ট-সহিষ্ণুতা শক্তি যাহার নাই, তাহাতে ধর্ম্মের অনুপম ফল অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

উপরে অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য সামান্যতঃ বিবেচনা করিয়া এক্ষণে তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করা যাইতেছে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য। পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্ত্রী ও স্বামীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ভ্রাতা ও ভগিনীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শিক্ষক ও ছাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, হিতকারী ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শত্রুর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রধান, সমান ও নিকৃষ্টের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রভু ও ভৃত্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, রাজা ও প্রজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সকল মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সকল জীবের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি যত্নের সহিত পালন করিবেক।

"পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে এক এক পরিবারে এক এক পিতাকে আপনার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া সুনিপুণ প্রণালী স্থাপন করিলেন এবং নিজের মঙ্গল ভাবের প্রতিরূপ যে স্নেহ মমতা তাহা জনক জননীর বিকসিত হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। এইরূপে তিনি প্রতি পরিবারে আপন প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার এই বিশাল বিশ্বসংসার

পালন করিতেছেন। যেমন নভোমণ্ডলে এক এক সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল প্রজ্বলিত রহিয়াছে, সেই-রূপ এই সংসার-ক্ষেত্রে এক এক পিতার অধীনে থাকিয়া পুত্র কন্যারা জীবন ও সম্পদ লাভ করিতেছে। সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু। মাতার স্নেহে ও দুগ্ধে প্রথমেই বালক পরিপোষিত হয়। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব মাতার হৃদয়ে স্নেহরূপে, স্তনে দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়াছে। সকলের জননী সকলের ধরিত্রী যে এই পৃথিবী, মাতা এই পৃথিবী অপেক্ষাও গরীয়সী; আবার পিতা তাঁহা হইতেও গুরুতর। অতএব গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ জানিয়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহা-দিগের সেবা করিবেক।"* যখন আমি ক্ষুদ্র ও দীন ছিলাম, যখন অন্যের সাহায্য ব্যতীত আমার রক্ষার কোন উপায় মাত্র ছিল না, তখন যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও আমার শরীর ও মনের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ঋণ পরি-শোধ করিতে আমি কি কখন শক্ত হইব? পরমারাধ্য পিতা মাতা যাহাতে শারীরিক ও মানসিক কোন কষ্ট প্রাপ্ত না হন, এমন করা ও তাঁহারা মানব-স্বভাবের অপূর্ণতা-হেতু কোন অন্যায় বাক্য বলিলে অথবা কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে তাহা সহ্য করা কুলপাবন সৎপুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। "তাঁহা-দিগের প্রতি ভদ্র বাক্য কহিবেক, তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য করি-বেক ও সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকিবেক।"*

---

* অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

স্ত্রী ও স্বামীর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে উদ্বাহ-সম্বন্ধের অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পর ব্যভিচার না করে। স্ত্রীলোক সতীত্বরূপ রত্ন হারাইলে তাহার আর কি থাকে? স্ত্রীলোকের সতীত্ব লোকসমাজের পত্তন ভূমি। যে স্ত্রী অসতী হয়, সে পিতৃকুল মাতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল তিন কুলকে কলঙ্কে নিমগ্ন করে। অতএব স্ত্রীলোককে অতি সূক্ষ্ম দুঃসঙ্গ হইতেও যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেক। যে স্ত্রী ধর্ম্ম-বল দ্বারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে, সেই যথার্থ সুরক্ষিতা। বেশ্যাগমন দ্বারা বেশ্যাবৃত্তিতে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক লোকসমাজের অনিষ্ট সম্পাদন-দোষের ভাগী হওয়া আপনার যশোনাশ, অর্থনাশ, স্বাস্থ্যনাশ ও মনের শান্তিনাশ করা এবং সহধর্ম্মিণীকে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ দেওয়া ও বিবাহের সময় তাহাকে যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, তাহা উল্লঙ্ঘন করা অতিবিগর্হিত কর্ম্ম। বেশ্যাসঙ্গের আনুষঙ্গিক কুলোকের সংসর্গ ও আমোদপরায়ণতা মনকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে ও তাহাকে বিদ্যালোচনা জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্ম-সাধনে একেবারে অসমর্থ করে। বেশ্যাগমন অপেক্ষা পর-দারাভিগমন আরো বিগর্হিত। ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরস্পরের প্রতি পরস্পর ব্যভিচার না করিয়া পরস্পর পরস্পরের সন্তোষ সাধন করিবেক। যাহাতে ভার্য্যা সন্তুষ্ট থাকে তাহা ভর্ত্তার করা উচিত ও ভর্ত্তা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে তাহা ভার্য্যার করা উচিত। ভর্ত্তার উচিত যে ধর্ম্ম অর্থ কামনা এই তিন বিষয়ে তিনি ভার্য্যাকে ভাগী করিয়া কর্ম্ম করেন। ভার্য্যার উচিত যে সন্তানদিগের লালনপালনে ও গৃহকার্য্যের

সুশৃঙ্খলা-সম্পাদনে অত্যন্ত যত্নবতী হয়েন। যে গৃহে ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি সন্তুষ্ট ও ভর্ত্তার প্রতি ভার্য্যা সন্তুষ্ট সেই গৃহের নিশ্চয় কল্যাণ হয়।

যাহাতে সন্তানদিগের শরীর বলিষ্ঠ, বুদ্ধি ক্রমশঃ স্ফূর্ত্ত ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ-প্রীতি-রসাভিষিক্ত হয় এমত করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের শরীর পরিষ্কার রাখা ও ব্যায়ামের নিয়ম করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বিদ্যানুশীলনে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ভারাক্রান্ত করা উচিত। অতি লঘুভার অথবা একবারে অতি গুরুভার দেওয়া অকর্ত্তব্য। তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, তুমি যদি তোমার সন্তানকে ধর্ম্মোপদেশ না দেও, তবে অধর্ম্ম আসিয়া তাহাকে উপদেশ দিবে। ভৃত্যেরা যাহাতে তাহাদের মনে কুসংস্কার রোপণ ও তাহাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিতে না পারে, এমত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আপনার কষ্ট স্বীকার করিয়া পরস্পরের উপকার করিতে সন্তান-দিগকে প্রথমাবধি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সত্যপরতা, ব্রীড়া ও সৌজন্য-বিষয়ে তাহাদিগের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমা-দিগের নিজে হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদিগের প্রতি মিষ্ট অথচ দৃঢ় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তাহারা যে পর্য্যন্ত না আমা-দের আদেশ পালন করে সে পর্য্যন্ত কোন মতেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত নহে, অথচ তাহাদের প্রতি কোন দৈহিক তাড়না করা অকর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রথমাবধি কথা শুনা অভ্যাস করাইলে শেষে কথা শুনাইবার জন্য আর কষ্ট পাইতে হয় না। বাল্যকালে পিতা মাতার অযত্ন ও অমনোযোগ

সন্তানের অবাধ্যতার হেতু। প্রীতি দ্বারা বালক বালিকা-দিগকে যেমন কথা শুনাইতে অভ্যাস করান যায়, এমন তাড়না দ্বারা করান যায় না। কেবল আমাদিগের আদেশ বলিয়াই তাহাদিগকে সেই আদেশ পালন করান কর্ত্তব্য নয়। সেই সকল আদেশ পালন করিবার ফল তাহা-দিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাদিগকে সকল কর্ত্ত-ব্যের হেতু বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যে হেতু তাহারা পশু নহে, তাহারা বুদ্ধিমান্ জীব। যাহাতে তাহারা আপনা-দের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম আপনারা নিজে সাধন করে, ভৃত্যের প্রতি পদে পদে নির্ভর না করে, এমত করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন অথবা তাহাদের কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের হিত করা অথবা আমাদিগের হিতকর কোন বিষয় সাধন করিয়া লওয়া উচিত নহে।

ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের উচিত যে তাহারা কলহ না করিয়া সদ্ভাবে থাকে ও পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রণয় প্রদর্শন করে। এক উদর হইতে নিঃসৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষকের কর্ম্ম অতি সম্মানের কর্ম্ম। সে কর্ম্মের ন্যায় আর গুরুতর কর্ম্ম জগতে নাই। একটী বিষয় না বলিয়া দেওয়াতে, শিক্ষকের একটু ত্রুটিতে ছাত্রের ভবিষ্যতে লজ্জা পাইতে হয়। ছাত্রের উচিত যে আন্তরিক শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। যেহেতু মনের উপকারের ন্যায় আর

উপকার নাই; সে ঋণ পরিশোধ করিবার উপায়ও নাই।

অনেকে খেদ করে যে, তাহাদিগকে কেহ ভাল বাসে না, ইহা তাহাদিগেরই দোষ। ভাল না বাসিলে কখন ভালবাসা পাওয়া যায় না। যাহারা এরূপ খেদ করে তাহারা যদি কর্ম্ম দ্বারা প্রণয়াকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, আপনার নিজের সুখের হানি করিয়া অন্যের সুখ সাধন করে, তাহারা অবশ্য অন্যের প্রণয়-পাত্র হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা অবশ্য বন্ধু-রত্ন লাভ করিতে পারে। জগৎমধ্যে বন্ধু কি পদার্থ! যিনি মনের মত সাধু-চরিত্র বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অতি ভাগ্য-বান ব্যক্তি। এ প্রকার বন্ধুর মূল্য হীরক-খণ্ড অপেক্ষাও অনন্ত গুণে অধিক। এ প্রকার বন্ধুরত্ন পাইলে যত্ন পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য। যেমন বন্ধু পাওয়া কঠিন তেমনি প্রকৃত বন্ধুত্বটী অখণ্ড রূপে চিরকাল রক্ষা করাও কঠিন। তাহাতে অনেক যত্ন ও সতর্কতা আবশ্যক করে। যাঁহাকে বন্ধুপদে বরণ করা গিয়াছে, তাঁহার শরীর ও মনের ও তাঁহার পরিবারদিগের শরীর ও মনের কুশল জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকা কর্ত্তব্য।

হিতকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ও তাঁহার প্রত্যুপ-কার করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি এমন সাধু ব্যক্তি হয়েন যে আমাদিগের প্রত্যুপকার বাসনা করেন না তথাপি তাঁহার প্রতি আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সুযোগ পাইলেই করা উচিত।

যিনি শত্রুর উপকার করিয়া তাঁহাকে লজ্জিত করেন তিনি ঈশ্বরের ঔদার্য্য অনুকরণ করেন।

প্রধান দিগের যথোচিত সম্মান করা কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট দিগকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। সকলকে যথোচিত আদর করা এবং বিনয় ও মিষ্ট বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

সামান্যতঃ মিষ্ট বাক্য ও মিষ্ট ব্যবহার দ্বারা ভৃত্যদিগের নিকট হইতে কর্ম্ম লওয়া উচিত। ভৃত্যদিগের নিকট হইতে কর্ম্ম লইতে হইবে, অথচ তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবেক না। ভৃত্যদিগের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া লোকের প্রকৃত ভদ্রতা ও বুদ্ধিমত্তা অনেক পরিমাণে অনুভব করা-যায়। প্রীতি দ্বারা ভৃত্যদিগকে যেমন আজ্ঞাবহ করান যায় এমন তাড়না দ্বারা করান যায় না। ভৃত্যের উচিত যে, তাহার যেরূপ পরিশ্রম করা উচিত তাহা করে ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক না হয় ও তাঁহার মঙ্গলের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে। বেতন-ভুক ব্যক্তি যে কর্ম্মের জন্য বেতন প্রাপ্ত হয় তাহা সুচারু রূপে সম্পাদন করা তাহার কর্ত্তব্য। বেতন ভোগীর দ্বারা দুই প্রকারে প্রভুর অর্থ অপহৃত হইতে পারে। প্রথম, মুদ্রাপহরণ, দ্বিতীয় সময়াপহরণ। কেবল মুদ্রাপহরণ চৌর্য্য বলা যাইতে পারে না, যত সময় পরি-শ্রম অথবা যেরূপ পরিশ্রম করা উচিত, তাহা না করা এক প্রকার চৌর্য্য বলিতে হইবে।

প্রজার শরীর ও বিষয় দুরাত্মাদিগের উপদ্রব হইতে যাহাতে রক্ষা পায় ও তাহাদিগের শারীরিক মানসিক ও বৈষয়িক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, রাজার এমত করা কর্ত্তব্য। রাজার উচিত যে তিনি প্রজার শিক্ষা কর্ম্মে যথেষ্ট মনো-যোগ প্রদান করেন ও এরূপ শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করেন

যাহাতে স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিশালী ব্যক্তিদিগের স্বভাব অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত হয়। রাজা যদি শিক্ষা কর্ম্মের প্রতি এরূপ মনোযোগ প্রদান ও শিক্ষা কর্ম্মের এরূপ প্রণালী অবলম্বন না করেন তবে সেই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিশালী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক যে সকল দোষ কৃত হয়, রাজাকে সেই সকল দোষের ভাগী বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। স্বার্থপর ও অর্থলোভী হওয়া রাজার উচিত নহে। রাজা স্বার্থপর ও অর্থলোভী হইলে প্রজার আর নিস্তার নাই। প্রজার উচিত যে রাজ-নিয়ম সকল সে পালন করে। যেহেতু লোক-সমাজ রক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন রাজ-নিয়মের উদ্দেশ্য। যখন সমাজবদ্ধ হইয়া থাকা লোকের প্রয়োজনীয় ও হিতকর হইয়াছে, তখন রাজনিয়ম পালন করা প্রজার অতীব কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা এক বিশেষ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। ধ্রুব তারার প্রতি যেমন দিক্‌দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে তেমনি বিদেশ গত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে। সেই স্থান তাহার স্বদেশ, সেই স্থানের সহিত তাহার বালসখিত্ব, সেই স্থান তাহার প্রাণ-প্রিয়-জন দিগের আবাস। সেই প্রিয় মনোহর স্বদেশ অনুর্ব্বর ও প্রমোদজনক দৃশ্য-শূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ তাহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। এমন স্বদেশের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই, তাহাকে কি কখন মনুষ্য বলা যাইতে পারে? কায়-মনোবাক্যে স্বদেশের হিত সাধন করা কর্ত্তব্য। স্বদেশীয়

লোকদিগের হিতসাধন করিলেই চরমে আপনাদিগের হিত সাধন করা হয়, যেহেতু আমরাও স্বদেশের লোক-মণ্ডলির অন্তর্গত। কিন্তু উল্লিখিত কারণে স্বদেশের উপকার করা উচিত নহে। স্বদেশের উপকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও তাহা ঈশ্বরার্পিত ভার ইহা বলিয়া তাহা করা উচিত। যিনি স্বদেশের স্বাধীনত্বের উদ্ধারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শরীর নিপাত করেন, তিনি কি মহৎব্যক্তি! স্বদেশকে কল্পিত ধর্ম্ম ও কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য যিনি স্বদেশীয় লোকদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন তিনি কি অসামান্য শূর!

সাধু মনুষ্যের মহৎ মন কেবল পরিবার, স্বগ্রাম বা স্ব-নগরস্থ লোক এবং সাধারণতঃ স্বদেশীয় লোকের প্রতি প্রীতি করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। সকল মনুষ্যের প্রতি তাঁহার প্রীতি-প্রবাহ প্রবাহিত হয়। মনুষ্যের ঔদার্য্য রূপ পুষ্প ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া পরিশেষে জগৎ সংসারকে স্বকীয় মনোহর সৌরভ দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। যে দেশীয় যে জাতীয় ও যে ধর্ম্মাক্রান্ত লোক হউক না কেন, কাহাকেও ক্লেশে পতিত দেখিলেই মানবহিতৈষী মহাত্মা তাহার দুঃখ শান্তি জন্য যত্নবান্ হয়েন।

সাধু ব্যক্তি কেবল মনুষ্যের দুঃখ শান্তি করিয়া তৃপ্ত হয়েন না। তিনি জীব মাত্রেরই ক্লেশ দেখিলে পরিতাপিত হয়েন। পশু-দিগের সম্বন্ধে আমাদের প্রাধান্য আছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারই কি সেই প্রাধান্যের উচিত প্রদর্শন হইল? পশুদিগের প্রতি যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার

আমরা করিয়া থাকি, আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব যদি আমাদিগের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিত তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে কি মনে করিতাম ?

ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য কি, তাহা উপরে বিবৃত হইল। করুণাময় জগৎপাতা তাঁহার প্রত্যেক প্রিয় কর্ম্ম সাধনের সহিত এক আন্তরিক নির্ম্মল সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন; যদি কোন কর্ত্তব্য সাধনে কষ্টবোধ হয় তবে উক্ত সুখ প্রতিবিধানের নিয়মানুসারে সেই কষ্টের অনেক লাঘব করে।

মহদ্ধর্ম্ম সকলের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত গ্রন্থে পাঠ করিয়া অনেকে ভ্রম বশতঃ মনে করে যে সে সকল ধর্ম্ম সামান্য লোক কর্ত্তৃক সামান্য সামান্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আহা! সাধু-চরিত্র সামান্য লোককর্ত্তৃক সামান্য সামান্য বিষয়ে যেরূপ স্বার্থপরতা পরিত্যাগ, প্রকৃত দয়া ও অন্যান্য মহদ্ধর্ম্ম প্রদর্শিত হয় তাহা পুরাবৃত্তে উঠিবার উপযুক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধর্ম্মসাধনের প্রতিবন্ধক

"নাশান্তোমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।"

যে ব্যক্তি মানস বিকার ও প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া শান্ত ও সমাহিত না হয় সে কখন প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

মনের প্রবৃত্তি সকল বশীভূত করিতে না পারিলে মন ঈশ্বর প্রীতি হইতে বিমুখ থাকে। যে ব্যক্তির মন অশান্ত তাহার হৃদয়ে শান্ত মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর প্রতিভাত হয়েন না। সে প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তি সকল তাহার উপাস্য পুত্তলিকা। অতএব সে কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে? যে সকল মানস-বিকার ও প্রবৃত্তি সংযত করিতে না পারিলে ঈশ্বর-চিন্তা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের ব্যাঘাত জন্মে, সেই সকল মানস-বিকার ও প্রবৃত্তি ক্রমে বিবৃত হইতেছে।

মানব-জীবনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ধর্ম্ম সাধনের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। মানব-জীবনের অকিঞ্চিৎকরত্ব ও অসারত্ব বোধ মনে ধর্ম্মভাব প্রবেশের এক প্রধান দ্বার-

স্বরূপ। মানব-জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বোধ না হইলে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতির সঞ্চার হয় না ও কর্ত্তব্য সাধন জন্য ত্যাগ স্বীকারে মনের প্রবৃত্তি হয় না। মানব-জীবনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ-জনিত ভীরুতা অনেক কর্ত্তব্য সাধন হইতে বিমুখ রাখে। ধার্ম্মিক সুরেরা মানব-জীবনকে তুচ্ছ বোধ করেন। তাঁহারা যদি মানব-জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বোধ না করিতেন তাহাহইলে ধর্ম্মের জন্য নিগ্রহ সহ্য করিতে পারিতেন না। মানব-জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বোধ না করিলে শোক তাপে মুহ্যমান হইতে হয় এবং পৃথিবী পরিত্যাগ সময়ে মোহের উপস্থিতি হয়।

মানব-জীবনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ যেমন ধর্ম্ম সাধনের এক প্রতিবন্ধক, তেমনি মানব-জীবনের প্রতি বিরক্তি ধর্ম্ম সাধনের আর এক প্রতিবন্ধক। মানব-জীবনের প্রতি বিরক্তি জন্মিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি উদাসীন্য ভাব উপস্থিত হয়। উৎসাহ কর্ত্তব্য সাধনের জীবন স্বরূপ। মানব-জীবনের প্রতি বিরক্তি জন্মিলে মনের উৎসাহ ভাব সমুদিত থাকে না। সুতরাং সকল কর্ত্তব্য নীরস বোধ হয় এবং ধর্ম্মসাধনের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। কেহ কেহ সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিয়া মানব-জীবনের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয় ও ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে না যে দুঃখ ছদ্মবেশ-ধারী সুখ মাত্র। সকল অবস্থাতেই মাধুর্য্য আছে। সম্পদের কতকগুলি উত্তম ফল আছে, যাহা বিপদের নাই এবং বিপদের কতকগুলি উত্তম ফল আছে যাহা সম্পদের নাই। মানব-জীবনের

প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কেহ কেহ আত্মঘাতী হয়। তাহারা কি বিমূঢ়! জীবনের যে অবস্থায় আমরা অবস্থিত থাকি না কেন, তাহাতে ঈশ্বরপ্রীতিরূপ সুধা ও পরোপকার-জনিত আত্মপ্রসাদরূপ অমৃত লাভ করা যাইতে পারে। যখন সে সুধা আমরা ভোগ করিতে পারি, তখন মানব-জীবনকে হেয় বোধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

পরিজনের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ধর্ম্ম-সাধনের আর একটী প্রতিবন্ধক। পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি মন যায় না ও অনেক গর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। পরিবারের প্রতি স্নেহ করা কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা এক প্রিয় বন্ধু আছেন ইহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পরিবারের প্রতি স্নেহ করা ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ব্যোমযানের রজ্জু ছেদন করিবামাত্র যেমন সে আকাশে উত্থিত হয় তেমনি পরিবারের বন্ধন মৃত্যু দ্বারা ছেদন হইলে আমরা যেন অনায়াসে অক্ষুব্ধচিত্তে পরলোকে গমন করিতে পারি, এইরূপ ভাবে আমাদের সর্ব্বদা থাকা কর্ত্তব্য।

ভোগাসক্তি ধর্ম্ম সাধনের আর একটী প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি উত্তম রস, উত্তম গন্ধ, উত্তম শব্দ প্রভৃতি ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত সে ঈশ্বরের প্রতি মনঃসমাধান করিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে? সে ভোগ-বিলাসেই মত্ত থাকে, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হয় না। যে কেবল ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থের অনুসরণে ও উপভোগে

ব্যস্ত সে অতীন্দ্রিয় পদার্থ কি প্রকারে উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে? অত্যন্ত ভোগাভিলাষ মনুষ্যগণকে অনেক কুকর্ম্মে পাতিত করে। অতএব অত্যন্ত ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিবে। নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগে দোষ নাই কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখও অপরিমিত রূপে উপভোগ করিবেন না।

ব্যসন ও আমোদপ্রিয়তা ধর্ম্ম সাধনের আর একটী প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি মানব জীবনের গুরুত্ব অবগত হয় নাই, যে ব্যক্তি জ্ঞাত নহে যে মানব জীবনরূপ ক্ষেত্র হইতে কি অমূল্য শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে সেই ব্যক্তি ব্যসনে আসক্ত হয়। যে ব্যক্তি অনর্থক গল্প, ক্রীড়া কৌতুক ও বৃথা আমোদে কাল যাপন করে সে ঐহিক অর্থ ও পরম পুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। সে কখন ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে সক্ষম হয় না। শরীর ও মনের সুস্থতা জন্য নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাতে গাত্র ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমোদ-প্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কুসঙ্গ সেবনে অনুরাগ উৎপাদন করে। কুসঙ্গ অধোগতির অব্যর্থ উপায়।

কাম সৃষ্টিরক্ষার হেতু প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহাকে বিহিত ও পরিমিত রূপে চরিতার্থ করিবে। যে ব্যক্তি কামের অধীন তাহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। সে কখন ধর্ম্ম সাধনে মনোযোগী হইতে পারে না। এই প্রবৃত্তির অবিহিত ও অপরিমিত চরিতার্থতা সম্পাদন শরীর ও মনের প্রফুল্লতা

হ্রাসের কারণ। এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অবিহিত ও অপরিমিত চরিতার্থতা মনুষ্যকে যেমন পশুতুল্য, অশুচি ও নানা গ্লানি সমন্বিত করে, তেমন আর কিছুতেই করে না। এপ্রকার লোকের আধ্যাত্মিক বিষয়ের অভিরুচি কখনই হইতে পারে না। অতএব সাধু ব্যক্তিরা এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিবেন।

ক্রোধের প্রবলতা ধর্ম্ম সাধনের আর একটী প্রতিবন্ধক। জগৎপিতা পরমেশ্বর শুভ অভিপ্রায়ে আমাদিগকে এই প্রবৃত্তি দিয়াছেন। ক্রোধ না থাকিলে অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণে কেহই যত্নবান্ হইত না। কিন্তু যে ব্যক্তির বৈর-নির্যাতনের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল, তাহার মন কখন শান্তভাব অবলম্বন করিতে পারে না। সুতরাং আধ্যাত্মিক বিষয়ের অনুশীলন ও অনুষ্ঠান তাহা-কর্তৃক সম্পাদিত হয় না। ক্রোধের প্রবলতা জগতের মহা অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। জগতের অনেক অমঙ্গল ঘটনা এই প্রবৃত্তির প্রবলতা হেতু হইয়া থাকে।

অহঙ্কার ধর্ম্ম সাধনের আর একটী প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি বল, বিদ্যা, ধন কিম্বা পদ লইয়া অহঙ্কৃত, সে আপনাকেই আপনার উপাস্য দেবতা করিয়া ফেলে। ঈশ্বর তাহার মনের ভিতর স্থান পান না। আমাদের অপেক্ষা যে সকল ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা করিলে আমাদের অহঙ্কারের খর্ব্বতা হয়। সকল বিষয়ে আমাদের হীনতা অনুভব করিয়া নম্রতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য কি পদার্থ যে সে অহঙ্কৃত হইতে পারে? আমরা রোগে

কাতর, শোকে আকুল ও পাপতাপে জর্জ্জরিত। আমাদিগের অপূর্ণতা দেখিতে গেলে পদে পদে দর্প চূর্ণ হয়। অতএব নম্র হইবে। নম্রতা সাধু ব্যক্তির প্রধান ভূষণ।

অর্থস্পৃহা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া লোকে আপনার সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তন্নিবন্ধন লোক-সমাজের অবস্থা আপনা আপনি উন্নত হইয়া উঠে। কিন্তু এই অর্থস্পৃহাকে সংযত করিতে না পারিলে উহা ধর্ম্ম সাধনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক হয়। যে ব্যক্তির অর্থস্পৃহা প্রবল সে অর্থজন্য ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। যে ব্যক্তি অর্থকে আপনার উপাস্য পুত্তলিকা করিয়াছে, তাহার মনে ঈশ্বর কি প্রকারে প্রবেশ করিবেন? যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন জন্য মনের সমস্ত বল ক্ষয় করে সে কি প্রকারে পরম পুরুষার্থ সঞ্চয় করিবে? লোকে মনে করে ঈপ্সিত অর্থ প্রাপ্ত হইলে সুখোদয় হইবে, কিন্তু বিহিত উপায় অবলম্বন করিলে এখনই যে আমরা সুখী হইতে পারি তাহা তাহারা বিবেচনা করে না। পার্থিব ধন আমাদিগের সঙ্গে যায় না। যে ধন আমাদিগের সঙ্গে যাইবে তাহা যত্নের সহিত উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

মানৈষণা ধর্ম্ম সাধনের আর একটী প্রতিবন্ধক। মানৈষণা মনুষ্যকে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু তাহা নিয়মে না রাখিলে ধর্ম্মের একটী প্রধান প্রতিবন্ধক হয়। লোকে আমাকে উপযুক্ত সম্মান করিলেক কি না, ইহার প্রতি যাহার সর্ব্বদা দৃষ্টি, ঈশ্বরের আদরণীয় হইলাম কি না এ বিষয়ের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না। প্রবল মানৈষণা অনেক বিবাদ

বিসম্বাদের প্রতি কারণ হয় ও ভ্রাতৃ-ভাবের হানি করে। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি মান অপমানের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন না। তিনি ঈশ্বরের আদর ও তিরস্কারের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখেন। কখন কখন ধর্ম্মের জন্য অপমান সহ্য করিতে হয়। অতএব যাহার মানৈষণা প্রবল সে সকল সময় ধর্ম্মের কঠোর আদেশ পালন করিতে সক্ষম হয় না। যাহার চিত্ত তিতিক্ষু ও বিনম্র তাহার আত্মাতে ঈশ্বর অবস্থিতি করিতে ভাল বাসেন।

যশঃস্পৃহা মনুষ্যকে অনেক মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে বটে, কিন্তু অসংযত যশঃস্পৃহা ধর্ম্ম-সাধনের আর একটী প্রতি-বন্ধক। যে ব্যক্তির যশোলোভ প্রবল, লোকে তাহার কখন্ নিন্দা করে কখন্ প্রশংসা করে এই লক্ষ্য করিতে করিতে তাহার জীবন গত হয়। এইরূপ লক্ষ্য করা তাহার এক রোগ স্বরূপ হইয়া উঠে। সুতরাং সে ব্যক্তি ধর্ম্মসাধনে যত্নবান্ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি কেবল যশঃপ্রাপ্তির জন্য মহৎ কার্য্য করে সে, সে কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া করিতেছে ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ধার্ম্মিক ব্যক্তি কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন-সময়ে যশের প্রতি অধিক দৃষ্টি না রাখিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন।

লোক-লজ্জা ও লোক-ভয় ধর্ম্ম-সাধনের আর একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। অনেকে অসৎ লোকেরা উপহাস করিবে বলিয়া ধর্ম্ম-সাধনে পরাঙ্মুখ হয়। অনেকে কোন ধনাঢ্যের অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হয় না;

কিন্তু ঈশ্বরের অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হয়। অনেকে পৃথিবীস্থ কোন বড় লোকের যশোঘোষণা করিতে লজ্জিত হয় না, কিন্তু অনন্তের নাম পাঠ করিতে লজ্জিত হয়। যাহারা লোক-ভয়ে ভীত তাহারা ঈশ্বরাপেক্ষা লোককে অধিক ভয় করে। তাহারা ঈশ্বরের অনুরোধ অপেক্ষা লোকের অনুরোধ পালন করিতে অধিক যত্নবান্। যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক তাঁহাদের প্রিয়বান্ধবেরা যদি তাঁহাদিগকে নিন্দা করে, গুরু জনে যদি তাঁহাদিগকে গঞ্জনা দেন অথবা পরিত্যাগ করেন, লোকে যদি তাঁহাদের দুর্ন্নাম পরিঘোষণা করে, তাঁহাদিগের বংশে যদি কলঙ্ক পতিত হয় তথাপি তাঁহাদের প্রেমোন্মত্ত চিত্ত এক ক্ষণের নিমিত্তও ঈশ্বর হইতে নিবৃত্ত হয় না।

বিদ্যা-মোহ ধর্ম্মসাধনের আর একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি ঈশ্বরকে পায় না। কিন্তু অনেক অবিদ্বানও তাঁহাকে পাইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, সেই সকল বিদ্বান ব্যক্তির বিদ্যা-বিষয়ে এত অনুরাগ যে সেই বিষয়ে তাঁহাদের মোহ জন্মিয়া গিয়াছে। কেবল বিদ্যা চর্চ্চায় তাঁহারা নিমগ্ন থাকেন, বিদ্যানুশীলন তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠে; সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া যান। বিদ্যা অবশ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু তাহাকে আমাদের উপাস্য দেবতা করা উচিত নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেহ কেহ ব্রহ্ম-বিদ্যাতে অত্যন্ত বিদ্বান্, কিন্তু হয় ত ব্রহ্ম হইতে দূরে রহিয়াছেন। তিনি হয় ত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনাতে

বিশেষ সুখানুভব করেন, অতএব সেই আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত, সাক্ষাৎ ব্রহ্মের প্রতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের প্রতি তত মনোযোগ নাই।

ধর্ম্মামোদ-প্রিয়তা ধর্ম্মসাধনের আর একটী প্রতিবন্ধক। অনেকে ইতর আমোদ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যাপারে অর্থাৎ সমাজ, বক্তৃতা, ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মোৎসব এই সকল বিষয়ে, আমোদ প্রাপ্ত হয়েন। ইতর আমোদ অপেক্ষা এ আমোদ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আমোদ উপভোগকে ধর্ম্ম-সাধন বলা যাইতে পারে না। এপ্রকার ব্যক্তির লক্ষ্য কেবল আমোদ; ঈশ্বর তাহার লক্ষ্য নহেন। এ প্রকার আমোদ যে বিগর্হিত তাহা বলা যাইতেছে না, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মসাধন যেন তদুপভোগে পর্য্যাপ্ত না হয়। অনেকে ধর্ম্মকে বুদ্ধি পরিচালনার বিষয় জ্ঞান করিয়া তাহাতে আমোদ প্রাপ্ত হয় ও কেবল তজ্জন্যই ধর্ম্ম চর্চ্চা করে, এ প্রকার ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে দুর। কেহ কেহ ধার্ম্মিক বন্ধুব সহবাসে এত সুখানুভব করেন ও এত সময় যাপন করিতে ভাল বাসেন যে তাঁহার অন্য কর্ত্তব্য-সাধনের হানি হয়। এরূপ হানি যাহাতে না হয় সে বিষয়ে-সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

ধার্ম্মিকাভিমান ধর্ম্ম-সাধনের আর একটী প্রতিবন্ধক। ধার্ম্মিকাভিমান ধর্ম্ম-সাধনের একটী গূঢ় ও অলক্ষ্য শত্রু। কেহ কেহ ঈশ্বরকে আন্তরিক প্রীতি করেন ও আন্তরিক যত্নের সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন, কিন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া ভিতরে ভিতরে তাঁহাদের অভিমান আছে ও সেই

অভিমান বশতঃ যাঁহারা তাঁহাদের ন্যায় ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর নহেন তাঁহাদিগকে তাচ্ছিল্য করেন। এই দোষ বশতঃ তাঁহাদের সকল গুণই নষ্ট হয়। যেমন কোন নৌকা বিস্তীর্ণ নদী পার হইয়া তীরের নিকট আসিয়া জল-নিমগ্ন হয়, তাঁহাদিগের গতিও সেইরূপ। মনুষ্য স্বভাবতঃ অপূর্ণ, কেহই সম্পূর্ণ রূপে ধার্ম্মিক হইতে পারে না, এই সত্য সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া ধার্ম্মিকাভিমান-রূপ গূঢ় শত্রু হইতে সাবধান থাকিবে ও সকলের প্রতি উদার ভাব ধারণ করিবে।

ধর্ম্মোন্নতি-সংসাধনে নৈরাশ্য ধর্ম্ম-সাধনের আর একটী প্রতিবন্ধক। ধর্ম্ম-পদবী আরোহণ করিতে আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু পুনঃ পুনঃ পদ স্খলিত হইলেও নিরাশ-পঙ্কে পতিত হওয়া উচিত নহে। পুনঃ পুনঃ পদ স্খলিত হইলেও পুনঃ পুনঃ আরোহণ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বভাবতঃ ক্ষীণ জীব, সে যে একেবারে ধার্ম্মিক হইবে ইহা সেও আশা করিতে পারে না, ঈশ্বরও তদ্রূপ আশা করেন না। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ও তাঁহার নিকট ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা উল্লিখিত নৈরাশ্যের একমাত্র ঔষধ। ক্ষীণ সন্তানের প্রতি মাতার অধিক যত্ন, এতদ্রূপ মনে করিয়া, সেই পরম মাতার প্রতি নির্ভর করা উচিত। বস্তুতঃ আমরা যখন পাপ তাপে জর্জ্জরীভূত হই তখন সেই পরম মাতার আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা উৎসাহ প্রাপ্ত হই। সেই উৎসাহ বাক্যই আমাদিগের একমাত্র ভরসা। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের একান্ত

শরণাপন্ন হয় তাহাকে তিনি কখনই পরিত্যাগ করেন না; তিনি তাহাকে ক্রমে ক্রমে আপনার সহবাসের উপযুক্ত করেন; উপযুক্ত হইলেই তিনি তাহাকে আপনার অমৃত ক্রোড়ে স্থান দান করেন।

ধর্ম্ম-সাধনের প্রতিবন্ধক বলিয়া যে সকল প্রবৃত্তির উল্লেখ করা গেল তাহাদের অধিকাংশের মূল স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতাকে বলিদান দিয়া সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের সহচর ও অনুচর হইতে হইবে। এমন কি কেবল পারলৌকিক সুখের জন্যও ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত নহে। কেবল পারলৌকিক সুখের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা এক প্রকার বণিক্-বৃত্তি। বণিকেরা যেমন মূল্য লইয়া দ্রব্য দেয় তেমনি যে ব্যক্তি কেবল পারলৌকিক সুখের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে পারলৌকিক সুখের বিনিময়ে ঈশ্বরকে আপনার প্রীতি প্রদান করে।

সকল প্রকার স্বার্থপরতা পরিত্যক্ত হইলে মন শান্ত ও সমাহিত হয়, ঈশ্বরে প্রীতি সম্পূর্ণ রূপে উজ্জ্বল হয় এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে একান্ত যত্নের উদয় হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

ধর্ম্মরক্ষার উপায়।

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।"

ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র সুহৃৎ। কেবল তাহাই মৃত্যুর পর আমাদিগের সঙ্গের সঙ্গী হইবে। অতএব তাহাকে অতিযত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত। তাহার রক্ষার জন্য কতক গুলি উপায় আছে। প্রথম উপায়, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় অসকৃৎ বিচার; দ্বিতীয় উপায়, চিত্ত-সংযম; তৃতীয় উপায়, দিবসান্তে দিবস-কৃত কর্ম্মের প্রকৃতির পর্য্যালোচনার নিয়ম পালন; চতুর্থ উপায়, অভ্যাস; পঞ্চম উপায়, সাধুসঙ্গ; ষষ্ঠ উপায়, ঈশ্বরের দৃষ্টি সর্ব্বত্র রহিয়াছে সর্ব্বদা এই বিবেচনা; সপ্তম উপায়, পাপের জন্য অনুতাপ; অষ্টম উপায়, মৃত্যুস্মরণ; নবম উপায়, ঈশ্বরের নিকট ধর্ম্ম-বলের জন্য প্রার্থনা; দশম উপায় ঈশ্বরে অপ্রসন্নতার ভয়। একাদশ উপায় ঈশ্বর-প্রাপ্তি-জনিত ভূমানন্দের প্রত্যাশা।

ভিন্ন ভিন্ন স্থলে সংসারে কি প্রকার আচরণ কর্ত্তব্য, সে সমস্ত কোন গ্রন্থ-মধ্যে প্রকটিত হইতে পারে না।

তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ আপনার মনে আলোচনা ও সাধু চরিত্র বন্ধুদিগের সহিত সর্ব্বদা বিচার আবশ্যক।

মনে পাপ-চিন্তা ও পাপমতি উদিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। যখন মনে কোন পাপচিন্তা উদিত হয় তখন সাধু লোকের সংসর্গ, অথবা পরমার্থ-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ অথবা ঈশ্বরের নিকট ধর্ম্ম-বলের জন্য প্রার্থনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যে হেতু পাপের প্রস্রবণ বন্ধ না করিলে তাহার পরে প্রবল দুর্নিবার প্রবাহে প্রবাহিত হয়। পাপ এমনি ক্রমে ক্রমে মনের ভিতর প্রবেশ করে যে তাহা লক্ষ্য করা দুষ্কর। এই একটুকুতে কি দোষ হইতে পারে, প্রথম প্রথম এই বিবেচনা হয়; পরে পাপ-স্রোত ভয়ানক তরঙ্গ-বিশিষ্ট হইয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় ও প্রতিজ্ঞারূপ দুর্গকে ভগ্ন করিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়।

দিবসান্তে দিবস-কৃত কর্ম্মের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম ন্যায় অথবা কোন্ কর্ম্ম অন্যায় হইযাছে তাহা পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। এবম্প্রকার পর্য্যালোচনায় ক্রমে ধর্ম্মে মতি বৃদ্ধি হইতে থাকে।

নিয়ত অভ্যাস দ্বারা ধর্ম্ম পালন সহজ হইয়া যায়। অভ্যাসের গুণ অতি আশ্চর্য্য! যেমন অন্যান্য বিষয়ে অভ্যাস আবশ্যক, ধর্ম্ম পালনে অভ্যাস তেমনি আবশ্যক। মনের দৃঢ়তা যাহা ধর্ম্ম রক্ষা করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় তাহা কেবল অভ্যাস দ্বারা লভনীয়।

ধর্ম্ম পরিরক্ষণ জন্য সাধু সঙ্গ অত্যন্ত আবশ্যক। এমন দেখা গিয়াছে যে সাধু-সঙ্গ-প্রভাবে এক ব্যক্তি উত্তম-স্বভাব

হইয়া উঠিয়াছিল, পরে কোন কারণ বশতঃ সেই সাধু সঙ্গ হইতে দূরে অনেক দিবস থাকাতে সেই নির্ম্মল চরিত্রের উপর মলা পতিত হইয়াছে। যদিও এ প্রকার দুর্দ্দশা ক্ষীণ-চিত্তদিগেরই হইয়া থাকে তথাপি সাধু-সঙ্গ ধর্ম্ম রক্ষা ও ধর্ম্ম-বর্দ্ধনার্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

ঈশ্বরের দৃষ্টি সর্ব্বত্র রহিয়াছে, সর্ব্বদা এই বিবেচনা দ্বারা ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয়। যদি কোন ব্যক্তি আপনার কৃত কুকর্ম্ম লোকের নিকট হইতে গোপন রাখিতে সমর্থ হয় তথাপি তাঁহার নিকট হইতে কখনই গোপন রাখিতে সমর্থ হয় না। যিনি সর্ব্বদৃক্, যিনি "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" যাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই অনন্তদেশ ও অনন্তকাল ব্যাপী দৃষ্টি হইতে কে লুক্কায়িত থাকিতে পারে? গিরি-গুহা, নিবিড় বন অথবা তামসী বিভাবরীর প্রগাঢ় অন্ধকার আমাদিগকে সেই দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। সেই দৃষ্টির সম্মুখে কুকর্ম্ম করিতে কে না সঙ্কুচিত হইবে? যখন পিতা কিম্বা সাধুচরিত্র বন্ধুর সম্মুখে কুকর্ম্ম করিতে সঙ্কোচ ও লজ্জা উপস্থিত হয়, তখন সেই পরম পিতা ও পূর্ণ বিশুদ্ধ-স্বরূপ বন্ধুর সম্মুখে কুকর্ম্ম করিতে কে না সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইবে?

অনুতাপ ধর্ম্ম রক্ষার এক প্রধান উপায়। দৈবাৎ মোহ বশতঃ পাপ করিলে সে পাপ-জন্য অনুতাপ ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহা হইতে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। যদি অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ কোন গর্হিত কর্ম্ম করা হয়, তবে তাহা হইতে অনুতাপিত চিত্তে বিমুক্তি ইচ্ছা করিয়া

সেই কর্ম্ম না করিলে দেখা যায় যে, করুণাময় পরমেশ্বর সেই পাপ-ভার-প্রপীড়িত চিত্তের উপর আত্মপ্রসাদরূপ অমৃত-সিঞ্চন করিয়া লঘুত্ব ও আরোগ্য প্রদান করেন। অনুতাপ ও তৎপরবর্ত্তিনী নিবৃত্তি মনের পাবন-স্বরূপ হইয়াছে। অনুতাপ মনকে পাপতাপ হইতে বিমুক্ত করাতে উহাকে ধর্ম্মের এক প্রধান রক্ষক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

ধর্ম্ম পরিরক্ষণ জন্য মৃত্যুকে সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের সকলের উচিত যে, মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া ঈশ্বরকে প্রীতি করি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করি, কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। যে হেতু কি জানি, মৃত্যু অদ্য রাত্রিতেই আসিয়া আমাকে এই সম্বাদ দেয় যে, তোমাকে এক্ষণেই যাইতে হইবে! এক্ষণেই যাইতে হইবে! কি ভয়ঙ্কর বাক্য। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুশীলনে কাল বিলম্ব করিয়া মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করে তাহার কি মানসিক যাতনা উপস্থিত হয়! মৃত্যু সময়ে যখন তাহার সকল ইন্দ্রিয়-শক্তির ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে, যখন তাহার স্ত্রী ও সন্তানদিগের প্রিয় মনোহর আনন সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারে না এবং পৃথিবী তাহার দৃষ্টি হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে, যখন সে মনে করে যে, অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমাকে এই সুন্দর দিবালোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, অল্পক্ষণ মধ্যেই আমার আত্মারূপ তরী অনন্ত ভাবী-কালরূপ গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন সমুদ্রে ভাসমান হইবে, তখন জীবনের গত সময় বৃথা ক্ষেপণ করাতে তাহার চিত্ত কি পর্য্যন্ত না ব্যাকুল হয়। অতএব আমাদিগের উচিত যে কাল বিলম্ব না করিয়া ও

বৃদ্ধ কালের জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখন অবধিই কুপ্রবৃত্তি দমনে ও কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হই। মৃত্যুর সময় যখন সকল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে তখন কেবল ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র বন্ধু হইয়া আমাদিগের সাহায্য করিবে। যখন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে এই সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মা এক নূতন অপরিচিত দেশে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে তখন ধর্ম্ম ব্যতীত আর কে তাহাকে সেই সঙ্কট সময়ে বল প্রদান করিতে পারে? ধর্ম্ম ব্যতীত আর কে তাহার প্রতি তখন সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে সক্ষম হয়?

ঈশ্বরের নিয়ম-মধ্যে এই এক নিয়ম যে যখন মনের ক্ষীণতা প্রযুক্ত ধর্ম্ম পালন করা সুকঠিন বোধ হয় তখন ধর্ম্ম-বলের জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা প্রদান করেন। গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেই যেমন সূর্য্যের জ্যোতিঃ অনায়াসে তাহাতে প্রবেশ করে তেমনি প্রার্থনা দ্বারা মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেই ঈশ্বরের বল আপনা হইতেই তাহাতে প্রবেশ করিয়া সাধককে বলীয়ান্ করে। যখন আমরা পাপতাপে মুহ্যমান হই, তখন ঈশ্বর ব্যতীত কে আমাদিগের অবনত আত্মাকে উত্থাপিত করিতে পারেন?

পুণ্যরূপ নির্ম্মল হ্রদে সর্ব্বদা অবগাহন পূর্ব্বক পবিত্র ও স্বচ্ছ থাকিলে ঈশ্বর সাধক-সমীপে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন ও তাঁহার প্রতি প্রসন্নবদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আর পাপপঙ্কে পরিলিপ্ত হইলে তিনি সাধক-সমীপে আত্ম-

স্বরূপ প্রকাশ করেন না, এই বিবেচনা সর্ব্বদা করা সাধকের উচিত। ঈশ্বর-স্বরূপের এইরূপ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সাধকের নিম্নলিখিত উক্তির কারণ। "হে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর! আমার নিকট প্রকাশিত হও। যখন আমি তোমার প্রসন্ন বদন দেখিতে না পাই তখন কি পর্য্যন্ত দুঃসহ পরিতাপ সহ্য করি. তখন সকলই অন্ধীভূত তমসাবৃত হইয়া যায়, সকলই নীরস বোধ হয়, তখন আপনাকে কতই ভারাক্রান্ত বোধ করি। কিন্তু হে জীবনের জীবন! যখন আমি, তোমার সে উৎসাহ-জনন প্রফুল্ল বদন অবলোকন করি তখন এই বিশ্ব-সংসার এক অপূর্ব্ব আনন্দ বেশ ধারণ করে; তখন তোমার এই সূর্য্যের প্রভা অত্যুজ্জ্বল ও মধুময় হয়, প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোল মধু বহন করে, নদ নদী সকল মধু ক্ষরণ করে, নভোমণ্ডল মধুরাবৃত দেখায়।"

ঈশ্বরের সহবাস হইতে প্রচ্যুত হওয়া প্রকৃত সাধক সম্বন্ধে যেমন ভয়ের বিষয় এমন অন্য কিছুই নহে।

পরম পুরুষার্থ লাভের আশা ধর্ম্ম রক্ষার এক প্রধান উপায়। যখন আমরা মনে করি যে প্রত্যেক অপকর্ম্ম সেই অমৃত ধাম হইতে এক পদ পশ্চাদ্দিকে গমন, তখন আমাদিগের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য অত্যন্ত যত্ন হয়। আমরা সেই অমৃত স্বরূপের পুত্র অতএব সেই অমৃত ধামের অধিকারী। কিন্তু পিতার সৎ সন্তানই পিতৃসমীপে যাইতে সক্ষম হয়। পিতার আজ্ঞা অবহেলন করিলে আমরা কি প্রকারে ভরসা করিতে পারি যে পিতৃ-নিকেতনে স্থান প্রাপ্ত হইব? পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে পরকালে অবশ্যই

আত্মগ্লানি রূপ নরকে দগ্ধ হইতে হইবে। যে ব্যক্তি সেই পরম পিতাকে ভক্তি করেন ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন তিনি পরকালে শান্তিরূপ শোভনতম মুকুট ও আনন্দরূপ দিব্য পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হন; সেই মুকুট ও পরিচ্ছদের কখন ক্ষয় নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

পরকাল।

"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

"পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যং স্থানং স্ম গচ্ছতি।
পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলং॥"

আমরা অতি মহৎপদার্থ, আমরা আমাদের শরীরের ন্যায় ভঙ্গুর নহি। শরীর কি অধম! আত্মা কি মহৎ! শরীর অস্থি মাংস রক্ত স্নায়ু বিশিষ্ট ও দুর্গন্ধ-পূর্ণ; আত্মা সূক্ষ্ম পবিত্র ও নির্ম্মল। শরীর রোগ-জরা ও মৃত্যুর আয়-তন, আত্মা নিরাময়, অজর, ও অমর। শরীর মর্ত্ত্য লোকের অধম পদার্থ দ্বারা সংরচিত, আত্মা স্বর্গীয় উপাদানে নির্ম্মিত। শরীর ভূমিজ ও ভূমিসাৎ হইবে; আত্মা নবতর কল্যাণতর অবস্থায় উত্থিত হইবে। আত্মাকে অস্ত্রও ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নিও দগ্ধ করিতে পারে না, তপনও তাপিত করিতে পারে না, বায়ুও শুষ্ক করিতে পারে না। যদি জগৎ বিধ্বংস হয়, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকল অন্ত-র্হিত হয়, তথাপি আত্মা চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে।

ইহ লোক হইতে পরলোকে গমনকে আমরা অত্যাশ্চর্য্য ও পরমাদ্ভুত ঘটনা মনে করি। কিন্তু বাস্তবিক, মর্ত্ত্য লোকের সহিত জগৎপতির অন্য রাজ্যের এবং আমাদিগের সহিত সেই পরম পিতার দৃঢ়তর সম্বন্ধ বিবেচনা করিলে তাহা অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া বোধ হয় না। যদি কোন সম্রাট্ তাঁহার কোন পুত্রকে কোন কর্ত্তব্যের ভার দিয়া তাঁহার এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে প্রেরণ করেন, তিনি যেমন তাহা অতি আশ্চর্য্য ও পরমাদ্ভুত ঘটনা মনে করেন না, তেমনি ইহ লোক হইতে পরলোক গমনকে ধার্ম্মিক ব্যক্তি অদ্ভুত ঘটনা জ্ঞান করেন না। কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, বালক যেমন অন্ধকারে যাইতে ভয় করে তেমনি মনুষ্য মৃত্যুকে ভয় করে। এই কথা যথার্থ। এই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরলোকে গমন করিলেই পারলৌকিক অবস্থা সহজ বোধ হইবে।

ঐহিক অবস্থা ও পারলৌকিক অবস্থা এই দুই অবস্থাতে পরস্পর দৃঢ় সম্বন্ধ আছে। ঐ অবস্থাদ্বয় এক শৃঙ্খলের দুই পরস্পর সংলগ্ন অংশ। আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল অবশ্যই পরকালে ভোগ করিতে হইবে। আমরা যে জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান এখানে সঞ্চয় করিব সেই জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান লইয়া আমাদিগকে পরকালে যাইতে হইবে। যেরূপ জ্ঞান প্রীতি ও অনুষ্ঠান আমরা এখানে সঞ্চয় করিব সেইরূপ অবস্থাতে আমরা পরকালে অবস্থিত হইব। ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে পরকালে "স্বর্গাৎস্বর্গং সুখাৎসুখং" স্বর্গের পর স্বর্গ সুখের পর সুখ, অশেষ উন্নতি সঞ্চিত আছে। আর পাপী ব্যক্তির

পক্ষে ক্লেশ অপেক্ষা ক্লেশ ভয় অপেক্ষা ভয় সঞ্চিত আছে।

"পাপীর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যিনি ধর্ম্মরাজ্যের রাজা তিনি পাপের দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন, সকল ধর্ম্মই ইহা স্বীকার করিয়া থাকে। পাপীর নরক ভোগ কি প্রকার? আত্মগ্লানিই পাপীর নরক ভোগ। তাহার দুঃসহ হৃদয়-জ্বালাই নরকাগ্নি সমান। পাপীকে শাস্তি দিবার জন্য, অগ্নিময়, দৈত্যময়, কীটপূর্ণ নরক কল্পনা করিবার আবশ্যক করে না। তাহার আত্মগ্লানির দ্বার খুলিয়া দিলেই সে নরকের সমুদায় যন্ত্রণা ভোগ করিবে। পাপী ব্যক্তি এখানে আমোদ প্রমোদে আপনার অবস্থা ভুলিয়া থাকে, চির অভ্যাস বশতঃ পাপকর্ম্মে অকাতরে রত হয়। তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য অধিক আর কিছু আবশ্যক করিবে না, তাহাদের মন বহির্ব্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেই আপনার প্রতি দৃষ্টি করিবে, তখনি সে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিবে। তখন তাহার সে আত্মগ্লানির যন্ত্রণাই নরকের যন্ত্রণা। এখানে পাপীদিগের স্ফীত ভাব দেখিয়াই তাহাদিগকে সুখী মনে করা অতীব ভ্রান্তি। পাপের ফলই এই যে পাপীরা "দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং"।

কিন্তু এক বিষয় আমরা জানিতেছি যে পাপীর অনন্ত শাস্তি নাই। তাহার পাপভার যতই হউক না কেন তাহা অবশ্যই পরিমিত। পরিমিত জীব অনন্ত পাপের পাপী কখনই হইতে পারে না। কতটুকু পাপের কিরূপ দণ্ড তাহা

যদিও আমরা ঠিক জানিতে পারি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে একটী ক্রোধ-বাক্যের জন্য প্রাণ দণ্ড করিলে অন্যায় দণ্ড হইল ইহা যদি সত্য হয় তবে আমরা ইহাও বলিতে পারি, পরিমিত পাপের জন্য অনন্ত নরক ভোগ কখনই তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইতে পারে না।

ন্যায়বান্ ঈশ্বর যেমন পাপের দণ্ড অবশ্যই দিবেন তেমনি তিনি পাপীকে শোধন করিবার উপায়ও অবশ্যই বিধান করিবেন। তিনি দণ্ডের জন্যই দণ্ড দেন না কিন্তু মঙ্গলোদ্দেশেই দণ্ড বিধান করেন। তাঁহার সকল শাস্তি ঔষধ স্বরূপ। তিনি পাপীকে একবারেই পরিত্যাগ করেন না। যে পর্য্যন্ত না পাপাত্মা তাহার পাপের জন্য অনুতাপ করিবে—যে পর্য্যন্ত না সে আপনার যথার্থ ধাম অন্বেষণ করিবে—যে পর্য্যন্ত না সে সন্তপ্ত চিত্তে আপনার পরম পিতার প্রতি দৃষ্টি করিবে—সে পর্য্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করিবে এবং পরিশেষে যখন সে ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করিয়া আপনা হইতে তাঁহার দিকে গমন করিবে তখন তিনি স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবেন এবং পুনর্ব্বার আপন রাজ্য অধিকার করিবেন।

পাপীর নরক ভোগ এই প্রকার। ধার্ম্মিকের স্বর্গ ভোগের আভাস আমরা কি পাইতেছি? অন্তরেই তাহার আভাস পাইতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গ কেবল সুখের স্বর্গ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সুখের জন্য, ভোগের জন্য, এখানে হউক বা পরত্রই হউক ধর্ম্ম সাধন করিবার শিক্ষা দেন না কিন্তু সর্ব্বথা ইহামুত্র ফল-ভোগ বিরাগেরই উপদেশ দেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এ প্রকার কোন ঔষধ দেন না যে তাহা সেবন করিয়া পাপী একবারেই সুখী হইবে, কিন্তু তিনি এই উপদেশ দেন যে অনিবার্য্য যত্ন সহকারে আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে হইবে এবং আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন না যে সেখানে গেলেই আমাদের সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম্ম, সকল সুখ লাভ হইবে। কিন্তু কোন কালে আমাদের আত্মার উন্নতির বিরাম হইবে না। আমরা এক লোক হইতে অন্য উচ্চতর লোকে গিয়া উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। "স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং" স্বর্গ হইতে স্বর্গ সুখ হইতে উৎকৃষ্টতর সুখভোগ করিতে থাকিব। বিষয়-সুখ নয় কিন্তু ব্রহ্মানন্দ।"*

---

* ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।

নবম অধ্যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকারিত্ব

"ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

"একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকসমাজের এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারী।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম লোক-সমাজ সম্বন্ধে কত উপকারী তাহা সামান্য রূপে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

যদি সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশানুসারে কার্য্য করে তাহা হইলে এই পৃথিবী স্বর্গধামে পরিণত হয়। যদি সকলেই ঈশ্বর-প্রেমী, সত্যপরায়ণ, ন্যায়বান্, ক্ষমাশীল ও পরোপকারী হয় তাহা হইলে কি মনুষ্যের সুখের সীমা থাকে? ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত জলপ্লাবন প্রভৃতি নৈসর্গিক অমঙ্গল ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে। কেবল মনুষ্যের অবশীভূত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বহুল পরিমাণে তাহার দুঃখ ও ক্লেশের কারণ হয়। ভৌতিক জগৎ কি সুচারুরূপে নিয়মানুসারে চলিতেছে, তাহাতে কোন গোলযোগ নাই, কেবল মনুষ্য-

সমাজেই গোলযোগ দৃষ্ট হয়। মনুষ্যের পাপমতি এতদ্রূপ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের প্রধান কারণ। যদি সকল মনুষ্য আপনাদিগকে এক পিতার সন্তান জানিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ না করিয়া পরস্পরের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে মঙ্গল-প্রবাহ এই পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন সকলকে সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে বদ্ধ করিবার প্রধান উপায়, এমন আর কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মধর্ম্ম লোক-সমাজের আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপকার সাধন করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কুসংস্কার ও ভ্রম মন হইতে দূরীকরণ পূর্ব্বক কুপ্রথা উন্মূলন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেয় পান ও নরবলি প্রদান করিতে উপদেশ দেয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রজ্বলিত চিতার উপর জীবিত মাতা কিম্বা ভগিনীকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিতে আদেশ করে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বালবিধবাদিগকে চিতারোহণ অপেক্ষা সহস্রগুণে যন্ত্রণাদায়ক চিরবৈধব্যানল সহ্য করিবার অনুশাসন প্রদান করে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম কন্যা অথবা সহধর্ম্মিণীকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধীভূত রাখিতে বিধি দেয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য নিকটে মনের স্বভাব-সিদ্ধ স্বাধীনত্ব বিক্রয় করিতে বলে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রীত দাস রাখিবার প্রথা অবলম্বন করিতে আজ্ঞা করে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদ্র-পারে গিয়া বাণিজ্য কার্য্য সমাধা করা অকর্ত্তব্য এমত উপদেশ দেয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম জাত্যভিমান ও এক জাতির প্রতি অন্য জাতির বিদ্বেষ দূর করিয়া পরস্পর ঐক্য ও প্রণয়ের সঞ্চার করত লোক-সমাজের অশেষবিধ হিত সাধন করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম

অবলম্বন করিলে পৃথিবীতে কোন কুপ্রথা বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনাই থাকে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল কল্যাণের আকর। যেমন পর্ব্বত হইতে সুনির্ম্মল স্রোতস্বতী নির্গত হইয়া লোকের বহু উপকার সাধন করত প্রবাহিত হয়, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যের পরম নিধান হইতে অবতরণ করিয়া মর্ত্ত্য লোকে যতই প্রচারিত হইতে থাকিবে ততই মর্ত্ত্য লোকের অশেষ উপকার সাধন করিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদান দ্বারা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। ঈশ্বর-জ্ঞানাভাবে মনুষ্য জল-বুদ্‌বুদ অথবা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বর-জ্ঞানাভাবে মানব-জীবন এক কূটার্থ প্রহেলিকার ন্যায় অনুভূত হয়। উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রভাবে সেই পরম মঙ্গলস্বরূপকে যখন আমরা জানিতে সক্ষম হই ও জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হই, যখন আমরা জ্ঞাত হই যে মানব-জীবন ও মর্ত্ত্য লোকের অবস্থায় যে অভাব ও ত্রুটি প্রতীয়মান হইতেছে তাহা আর এক অবস্থায় সম্পূরিত হইবে, তখন আমাদের চিত্ত পর্ব্বত-সম উদ্বেগ-ভার হইতে বিমুক্ত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের পরিতৃপ্তি সাধন করে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের লোকাতিগ নির্ভর-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। সকল সুখ দুঃখের সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল অলৌকিক পুরুষে যেমন মনুষ্যের বিশ্বাস আছে, তেমনি সেই অলৌ-

কিক পুরুষের প্রতি নির্ভর করিতে তাহার এক প্রবল প্রবৃত্তি আছে। মনুষ্যের ক্ষীণ মন লতার ন্যায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আমাদের অপূর্ণ স্বভাবের বিপরীত ভাবাপন্ন লোকাতীত পূর্ণ পুরুষরূপ বৃক্ষের দিকে গমন করিতে ও তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হয়। যেমন নব মধুমক্ষিকা মধু কি পদার্থ তাহা অবিজ্ঞাত থাকিয়াও মধুগর্ভ পুষ্পের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি ক্ষীণ ও পর-তন্ত্র মনুষ্যের মন পূর্ণ স্বতন্ত্রস্বভাব পুরুষকে বিজ্ঞাত না হইয়াও তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। আত্মার এক-মাত্র প্রকৃত নির্ভরস্থল অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপ পূর্ণ পুরুষের জ্ঞান ও উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের উল্লিখিত লোকা-তিগ নির্ভর-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের সহিত ঈশ্বর-পরিত্যক্ত আত্মার পুনর্ম্মিলন এরূপ সম্পাদন করে-যে অবশেষে এমন হয় যে ঈশ্বরের চিন্তনীয় পদার্থ অর্থাৎ সত্যই তাহার চিন্তার এক মাত্র বিষয় হয় এবং ঈশ্বরের আস্বাদ্য রস অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রেমরসই কেবল তাহার আস্বাদ্য হয়, এবং ঈশ্বরের কাম্য বস্তু অর্থাৎ সাধা-রণ জনগণের মঙ্গল তাহার একমাত্র কাম্য বস্তু হয়। এই প্রকারে যখন সে তাহার অতি নিকটস্থ ঈশ্বরকে এক অভিনব ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, ও ঈশ্বরসত্তার সহিত একীভূত হয়, তখন সে অনুভব করে, পরমেশ্বরই কেবল তাহার অন্ধকারের প্রদীপ, পিপাসার জল ও আরামের স্থল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের কৃতজ্ঞতা-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে।

কোন মনুষ্য আমাদের উপকার করিলে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালে আমাদের চিত্ত কি বিমলানন্দ উপভোগ করে। এমন সুখকর প্রবৃত্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করে। কে এমন কৃতজ্ঞতার পাত্র, যেমন তিনি, যাঁহার উদার সদাব্রত সকল জীবের জন্য অরুদ্ধ রহিয়াছে, যিনি আমাদের প্রতি-নিঃশ্বাসে প্রতি-পদ-নিঃক্ষেপে আমাদের অসংখ্য উপকার করিতেছেন, যিনি মানব-শরীর ও মন এবং বাহ্য বস্তু সকলেতে সহস্র সহস্র কল্যাণ বীজ নিহিত করিয়াছেন?

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের ভক্তি-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করে। ভক্তি-প্রবৃত্তির প্রকৃত বিষয় মর্ত্ত্য লোকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মানবীয় স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু, এমন ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না, যাহার কোন দোষ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই অপাপবিদ্ধ পরিশুদ্ধ পূর্ণ-স্বরূপ পদার্থের প্রতি আমাদিগের ভক্তিপ্রবৃত্তিকে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের প্রীতিবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করে। সত্যধর্ম্মের উপদেশ মতে আমাদের প্রীতিবৃত্তি সেই একমাত্র পরম প্রেমাস্পদ পদার্থে একত্রীভূত ও তাঁহা হইতে সকল জীবের প্রতি বিকীর্ণ হইয়া একবারে তৃপ্ত হয়। আমরা যদি সংসারে আসক্ত হইয়া প্রিয়তম ঈশ্বরকে বিস্মৃত হই তাহা হইলে আমাদের প্রীতিবৃত্তি কোন মতেই চরিতার্থ হয় না। আর যদি সংসার ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকে প্রীতি করি তাহা হইলেও ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে প্রীতি করা

হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুসারে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের জন্য জগৎকে প্রীতি করিলেই আমাদিগের প্রীতিবৃত্তি চরিতার্থ হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের ঔদার্য্য-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি পরের জন্য জীবন ধারণ করিয়া কি রমণীয় সুখাস্বাদন করেন। যেমন জীবনের জন্য আহার করা উচিত, আহারের জন্য জীবন ধারণ করা উচিত নহে, তেমনি পরের উপকার জন্য অর্থ বা যশঃ উপার্জ্জন করা আবশ্যক, অর্থ বা মান বা যশঃ উপার্জ্জন জন্য পরের উপকার করা উচিত নহে; এই উপদেশ মতে চলিয়া সত্যধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি আপনার ঔদার্য্য প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করত পরম সুখ লাভ করেন। সত্য-ধর্ম্ম ঔদার্য্য প্রবৃত্তিকে অন্যান্য প্রকারেও পরিতৃপ্ত করে। আমাদিগের মনে স্বভাবতঃ একটী ইচ্ছার উদয় হয় যে যাঁহাকে আমরা যথার্থ জ্ঞানাপন্ন সাধু-চরিত্র দেখি তাঁহার জাতি, দেশ, কুল বা অবস্থা যাহা হউক না কেন তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করি। আমাদিগের স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় যে যাঁহাকে আমরা প্রকৃত ভদ্র সাধু-স্বভাব ও জ্ঞানাপন্ন দেখি তাঁহার জাতি বা অবস্থা বা দেশ যেরূপ হউক না কেন তাঁহাকে বন্ধুপদে বরণ করি ও তাঁহার প্রতি প্রকৃত বন্ধুতার চিহ্ন সকল প্রদর্শন করি। সত্য ধর্ম্ম যতই প্রচারিত হইতে থাকিবে ততই জাত্যভিমান ও বিদ্বেষ দূর করিয়া এই সকল উদার বাসনা চরিতার্থ করিতে থাকিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত

করে। মনুষ্যের অদীন আত্মা চির-পরম্পরাগত ভ্রমাত্মক মতের অধীন থাকিতে ইচ্ছুক নহে। ধর্ম্মমূল আত্মপ্রত্যয় অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তি সহকারে ঐ ধর্ম্মমূলের নূতন নূতন অর্থ তাৎপর্য্য ও প্রমাণ উদ্ভাবিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এই মত ঘোষণা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম মনোরূপ বিহঙ্গমের পক্ষকে বিহিত স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়া প্রভূত বীর্য্যশালী করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনতা সম্পাদন করে সেইরূপ অন্যান্য বিষয়েও স্বাধীনতা সম্পাদন করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে বলে না, অথচ সকল বিষয়েতেই বিহিতরূপে আমাদিগের স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা প্রদান করে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের মহত্ত্বানুরাগ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশ, উত্তাল ঊর্ম্মিময় অসীম সমুদ্র, তুষার-মণ্ডিত মহোচ্চ শৈলেন্দ্র, বৃক্ষ-শূন্য বালুকাময় অশেষ মরুভূমি, প্রভূত বেগবান্ বিশাল জলপ্রপাত, পর্ব্বত-নিনাদক বজ্রনির্ঘোষ, বিশ্বোজ্জ্বলকর-জ্যোতিঃ-সমুদ্র প্রভাকর, ইহারা সকলেই মহৎ পদার্থ বটে; ঐ সকল মহৎ পদার্থ দর্শন করিলে অন্তরে মহৎ ভাবের উদয় হয়, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিজে যে সকল কার্য্য করেন সে সকল কার্য্যের সহিত তুলনা করিলে ঐ সকল পদার্থের মহত্ত্ব কোথায় থাকে? অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়া প্রকৃত উদার ব্যক্তি কর্ত্তৃক অন্যের সহিত আপনার অপ্লান্ন-বিভাগ যেরূপ মহদ্দর্শন, ঐ সকল পদার্থ কি সেরূপ মহদ্দর্শন? স্বদেশ-হিতৈষী কোন যোদ্ধা কর্ত্তৃক স্বদেশের হিতসাধন

জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপনার হৃদয়ের শোণিতের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত অর্পণ যেরূপ মহৎ, ঐ সকল পদার্থ কি সেরূপ মহৎ? স্বদেশীয় ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টা জন্য স্বদেশীয় লোক কর্ত্তৃক নিগ্রহান্বিত ধর্ম্মোপদেশক মহাত্মার প্রাণ পরিত্যাগের ন্যায় কি ঐ সকল পদার্থ মহৎ? ঘোর সাংক্রামিক মরকের সময় অন্য সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মুমূর্ষু মিত্রের শুশ্রূষা কর্ম্ম যেরূপ মহৎ, ঐ সকল পদার্থ কি সেইরূপ মহৎ? উল্লিখিত মরকের সময় ঔষধ হস্তে লইয়া মানবহিতৈষী মহাত্মার বাটী বাটী ভ্রমণ যেরূপ মহদ্দর্শন, ঐ সকল পদার্থ কি সেরূপ মহদ্দর্শন? কিন্তু যিনি প্রকৃত মহীয়ান্, যাঁহার তুলনায় অন্য সকল পদার্থ কনীয়ান্, যিনি পরাৎপর, এক-মাত্র ধ্রুব ও অনন্ত পদার্থ সেই ভূমাপুরুষ ব্যতীত মনের মহত্ত্বানুরাগ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতে পারে না। সত্য ধর্ম্ম মনকে সেই পরম পদার্থ প্রদান করিয়া তাহার মহত্ত্বানুরাগ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের শোভানুভাবকতা ও সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করে। শরৎকালে সুনির্ম্মল নীলোজ্জ্বল আকাশে পূর্ণ শশধরের উদয় কি সুন্দর দর্শন! সুমন্দ মারুতহিল্লোল-স্পন্দিত পূর্ণ বিকসিত পঙ্কজ অথবা গোলাব কি মনোহর পদার্থ! সূর্য্যাস্ত-সময়ে অথবা জ্যোৎস্নাময় রজনীতে কোন রমণীয় প্রসন্নাম্বু স্রোতস্বতী-কূলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার তটচুম্বন-কারিণী লহরীলীলা দেখিতে কি সুন্দর! বসন্ত-সমাগমে কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীর কি মনো-হর! ললিত তারুণ্য সময়ের সুন্দর মুখমণ্ডল কি শোভনীয়

পদার্থ। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি নিজে যে সকল সুন্দর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন সেই সকল কার্য্যের সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনা করিলে ঐ সকল পদার্থের সৌন্দর্য্য কোথায় থাকে? বিনয়, সৌজন্য ও প্রকৃত ভদ্রতার সৌন্দর্য্যের সহিত কি ঐ সকল পদার্থের সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে? বৃদ্ধ পিতৃমাতৃ সেবা যেরূপ সুন্দর, ঐ সকল পদার্থ কি সেরূপ সুন্দর? অনাথের অশ্রুমোচন যেরূপ রমণীয়, ঐ সকল পদার্থ কি সেরূপ রমণীয়? কিন্তু যিনি সকল অপেক্ষা সুন্দর, যিনি সকল শোভা ও সৌন্দর্য্যের আকর, যিনি সৌন্দর্য্যের সমুদ্র তিনি ব্যতীত মনুষ্যের সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না। তাঁহার সৌন্দর্য্যের সহিত অন্য পদার্থের সৌন্দর্য্যের তুলনাও হইতে পারে না, যেহেতু তাঁহার অনুপম গুণই তাঁহার সৌন্দর্য্য। আমাদিগের স্রষ্টার মঙ্গল মূর্ত্তির যেরূপ সৌন্দর্য্য সেরূপ সৌন্দর্য্য আর আমরা কোথায় দেখিতে পাইব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা যেমন চরিতার্থ হয় এমন মর্ত্ত্য লোকের অন্য কোন ধর্ম্ম দ্বারা হয় না?

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া তাহাকে নির্ভয়তা ও আনন্দ প্রদান করেন।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমেশ্বরে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ জানিয়া তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। পারলৌকিক সুখ প্রত্যাশা ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্বন্ধে

মৃত্যুর ভয়ানক স্বরূপ বিলোপ করাইয়া তাহাকে সুস্বাদু ফলোপহারপ্রদ হাস্যবদন সুহৃদের ন্যায় প্রতীয়মান করায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মর্ত্ত্যলোক হইতে লোকান্তরে গমনকে পৃথিবীস্থ এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে যাওয়ার ন্যায় জ্ঞান করেন। তিনি মনে করেন যে তিনি যেখানে যাউন না কেন মঙ্গল স্বরূপ পিতার প্রেমরূপ ক্রোড় হইতে তিনি কখনই পরিত্যক্ত হইবেন না। অতএব মৃত্যুর দিবসে তিনি তাঁহার ক্রন্দনশীল পরিজন ও বন্ধুবর্গকে বলেন "তোমরা কেন ক্রন্দন করিতেছ? অদ্যকার দিবস আমার দুঃখের দিবস নহে, ইহা অতি সুখের দিবস। তোমরা ক্রন্দন না করিয়া বরং উৎসব কর, যে হেতু অদ্য পারলৌকিক সুখের সহিত আমার আত্মার পরিণয় কার্য্য সমাধা হইবে।"

কতকগুলি ব্যক্তি এপ্রকার স্বভাবান্বিত যে তাহারা সর্ব্বদাই ক্ষুণ্নচিত্ত সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট ও সর্ব্বদাই লোকের প্রতি বিরক্ত। এ প্রকার লোক আপনাদিগের ও লোকের যন্ত্রণার কারণ। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের স্বভাবকে উল্লিখিত স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি নিজে সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকিয়া অন্যকেও প্রসন্নচিত্ত রাখিতে যত্নবান্ হয়েন। এইরূপে তিনি অন্য লোক অপেক্ষা অধিক সাংসারিক সুখ ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যে প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক সুখ সম্ভোগ করেন, তাহা কে বর্ণন করিতে সক্ষম হয়? কেহ যদি কোন ভূম্যধিকারীকে আসিয়া বলে যে আপনার অধিকারে এক স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি কিপর্য্যন্ত না উল্লসিত হন! যিনি কখন

পর্ব্বত বা সমুদ্র দর্শন করেন নাই তিনি পর্ব্বত বা সমুদ্র প্রথমে দেখিলে তাঁহার চিত্ত কি মহানন্দ-নীর দ্বারা প্লাবিত হয়! অভিনব মধুর সঙ্গীত স্বর উদ্ভাবন করিলে গায়কের চিত্ত কিরূপ দ্রবীভূত হইতে থাকে! প্রথম-শ্রুত আয়াসোপার্জ্জিত সুখ্যাতি-রব কি সুমিষ্ট ও আনন্দপ্রদ! গ্রন্থরচনা সময়ে যখন মহৎ ও সুশোভন ভাব সকল কোথা হইতে যেন মনের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, সে সময় কি উল্লাসের সময়! মনের মত মিত্র প্রথম প্রাপ্ত, অথবা অনেক দিনের বিরহ পরে পুনঃপ্রাপ্ত হইলে মন কি পর্য্যন্ত না আনন্দিত হয়। কিন্তু ঈশ্বর-পরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে সকল সুখোপভোগ করেন তাহার সহিত কি ঐ সকল সুখের তুলনা হইতে পারে? মনের অত্যন্ত শান্তিস্থল, সেই এক মাত্র মঙ্গল স্বরূপের প্রতি একান্ত নির্ভর করা, সেই প্রাণারামে আরাম লওয়া, বিশ্বের সাধারণ সুশৃঙ্খলা ও বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গল মূর্ত্তি অবলোকন করা, বিশ্বাত্মার সহিত অভিন্ন ভাব হওয়া, এ সকল সুখ এতদ্রূপ যে বাক্যেতে তাহার বর্ণনা হয় না। ঋষীন্দ্র, মুনীন্দ্র, কবীন্দ্র সকল সে সুখ কিরূপ তাহা বাক্যেতে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়েন না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এক অভিনব চক্ষু দ্বারা জগৎকে অবলোকন করেন। তিনি সকলই মঙ্গলময় সকলই সুখময় দেখেন। অর্থলাভ, পৃথিবীর সুরম্য স্থান পর্য্যটন, মহৎ ও সুশোভন ভাব উদ্ভাবনের উল্লাস, মনের মত মিত্র প্রাপ্তি এসকল সুখ সকলের লভনীয় নহে, কিন্তু ধর্ম্মোৎপাদ্য পরাৎপর সুখ সকলেরই লভনীয়। ধনী দরিদ্র পণ্ডিত অপণ্ডিত যুবা বৃদ্ধ সকলেই এই সুখ ভোগ করিতে সমর্থ

হয়েন। যে প্রার্থনা করে ও যত্ন করে সেই এই সুখ প্রাপ্ত হয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তির ঐ সুখ যে কেবল এখানেই পর্য্যাপ্ত হয় এমত নহে, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাহার অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া তিনি বাক্য মনের অগোচর সুখ প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-প্রীতি পরকালে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার আনন্দকে ক্রমিক বর্দ্ধিত করিতে থাকিবে। ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস অনন্ত আশা ও অশেষ সুখের কারণ। এমন বিশুদ্ধ সুখ নাই যাহা ঈশ্বরের ভক্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাশা না করিতে পারেন। যাঁহারা ঈশ্বরের ভক্ত তাঁহাদিগের জন্য ঈশ্বর বাক্য মনের অগোচর সুখ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সুখভাণ্ডার উপভোগ করিবার জন্য কেবল বিশুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক করে।

বিশুদ্ধচিত্ত ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির সম্বন্ধে পরকাল কি সুখের কাল! তিনি পারলৌকিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কখনই তাহার বিনিময়ে ঐহিক অবস্থা লইতে চাহিবেন না। তিনি এক লোক হইতে অন্য উৎকৃষ্ট লোকে উত্থিত হইতে হইতে অনেক দূর যাইলে পর তাঁহার অস্পষ্টরূপে ইহা স্মরণ হইবে যে পৃথিবী নামে এক মলিন স্থানে কিছু দিন ছিলাম বটে। তখন তাঁহার অবস্থার এত পরিবর্ত্তন হইবে।

চিন্তা করিতে কি সুখ যে এই অধম লোক হইতে বিমুক্ত হইয়া আমরা এক উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিব এবং পরে তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লোকে যাইব। চিন্তা করিতে কি সুখ যে আমাদের জ্ঞান ও প্রীতি উন্নত হইয়া আমাদিগের অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করিতে থাকিবে! চিন্তা করিতে

কি সুখ যে আমাদিগের জন্য স্বর্গের পর স্বর্গ, সুখের পর সুখ, উৎসবের পর উৎসব সঞ্চিত রহিয়াছে! সে কি প্রকার সুখ তাহা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণও শ্রবণ করে নাই, মনুষ্যের মন কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় না। চিন্তা করিতে কি সুখ যে আমরা এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থাতে উন্নতি লাভ করিয়া, অভিনব বৃত্তি সমন্বিত হইয়া, ঈশ্বরের অভিনব কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার গুণ গান করিব, এবং নূতন নূতন পুষ্প চয়ন করিয়া আমাদিগের হৃদয়-নাথের চরণে বিকীর্ণ করিতে থাকিব।

আমরা অনন্ত উন্নতি লাভের অধিকারী। অনন্ত স্বরূপকে আমরা কোন কালেই জানিয়া এবং তাঁহার আনন্দ ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারিব না। সে অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা সকল কালেই পূর্ণ হইতে থাকিব। আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, ঈশ্বর হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন হইব না। আমরা জগৎ-পিতার আশ্রয়ে চিরকালই থাকিব।

ধর্ম্ম উন্নত ভাব ধারণ করিবে, প্রত্যেক পাপ প্রবৃত্তি বিমর্দ্দিত হইবে এবং আমাদের দেবভাব সকল সমুন্নত হইতে থাকিবে। আমরা পুণ্য-পদবীতে এ প্রকারে আরোহণ করিতে করিতে আমাদের পাপ মালিন্য সকল বিধূত হইয়া যাইবে এবং আমাদের আত্মাতে পবিত্রতা, মঙ্গল, আত্ম-প্রসাদ বহমান হইতে থাকিবে। আমাদের দেবভাব সকল আন্তরিক প্রবৃত্তির উপর জয়ী হইয়া আপনার প্রকৃত আধিপত্য সংস্থাপন করিবে।

আমাদের জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা একত্র উন্নত হইতে থাকিবে। সেই সত্য পুরুষ আমাদের জ্ঞানের স্বর্গীয় অন্ন হইবেন; আমাদের ভাব সকল উন্নত হইয়া তাঁহাতেই সমর্পিত হইবে, আমরা নূতন-ক্ষেত্র-পতিত হইয়া ঈশ্বরের নূতন নূতন কার্য্য সমাধান করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে থাকিব। আমরা কেবল ধ্যানে থাকিব না, ব্রহ্মেতে লয় হইয়াও যাইব না, কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া তাঁহার সহবাস-জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে করিতেই চিরজীবন যাপন করিব। আমাদের জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা ইহাদের একটীও বিনাশ হইবে না, কিন্তু তাহাদের ক্রমিকই উন্নতি হইতে থাকিবে। আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হইবে। আমাদের প্রীতি, এক্ষণে এক পরিবার এক গ্রাম ও এক দেশের মধ্যে বদ্ধ আছে, কিন্তু তখন তাহা ঈশ্বরের উদার প্রেমের রূপ ধারণ করিবে এবং আমাদের জ্ঞান বিকসিত হইয়া তাঁহাকে আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইবে।

"আমাদের সদ্ভাব, হিতৈষণা, পবিত্রতা উপার্জ্জন হইতে থাকিবে। আমাদের প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্য হইতে ধর্ম্মামৃত নিঃস্যন্দিত হইবে। আমাদের প্রীতি বিস্তার হইয়া সহস্র সহস্র আত্মাকে সিক্ত করিবে। আমরা দেবতাদিগের সঙ্গে পরম প্রেমভাবে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রিয় অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে থাকিব। তখন আমাদিগের এখানকার অবস্থা স্মরণ হইলে ইহা আমাদের জীবনের শৈশব কাল মনে হইবে এবং আমাদের এখানকার সমুদায়

শিক্ষা শিশুর পদচারণা শিক্ষার ন্যায় বোধ হইবে।

"আমাদের ঈশ্বর আমাদের সমীপে উজ্জ্বলতর প্রকাশমান থাকিবেন। আমরা তাঁহার মহিমাকেই মহীয়ান্ করিব, তাঁহার উপাসনাতেই জীবন যাপন করিব, তাঁহার সহবাসেই পরিতৃপ্ত হইব, তাঁহার পবিত্র চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিব, তাঁহাতে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিব এবং তাঁহার অপার প্রেম আরো উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে পারিব। তিনি আমাদের উপজীবিকা হইবেন। যদি চন্দ্র সূর্য্য কখন নির্ব্বাণ হইয়া যায় তথাপি এমন দিন অবশ্যই উদিত হইবে, এদিন একবার উদয় হইলে আর কখন অস্ত যাইবে না, কিন্তু ইহার আলোক ক্রমিকই উজ্জ্বল হইয়া আমাদের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিতে থাকিবে। ইহাই স্বর্গ, ইহাই মুক্তি।

"এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পৎ।
এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরম আনন্দঃ।"*

সম্পূর্ণ

---

* ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।

গ্রন্থ নির্যাস।

আত্মপ্রত্যয় দুই প্রকার, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ-সম্বন্ধীয় ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ-সম্বন্ধীয়। ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ যেমন বিজ্ঞানের বিষয় তেমনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়। আত্মপ্রত্যয় যেমন প্রথম প্রকার বিজ্ঞানের পত্তনভূমি, তেমনি শেষ প্রকার বিজ্ঞানেরও পত্তনভূমি।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর ও আত্মা প্রধান। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ পর্য্যালোচনারূপ পথদ্বারা আমরা ঈশ্বরে উপনীত হই, এমত নহে; আমরা এক প্রকার দর্শনদ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমি যেমন এক অতীন্দ্রিয় দর্শন দ্বারা আপনাকে অর্থাৎ আত্মাকে অনুভব করিতেছি সেইরূপ আত্মার নির্ভরস্থলকে অর্থাৎ আত্মার আত্মাকে অনুভব করিতেছি। আত্মা যেমন মনোবিজ্ঞানের বিষয়, ঈশ্বর তেমনি ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়।

পদার্থবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা যেমন পদার্থ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি মূলতত্ত্ব দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, তেমনি ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা আধ্যাত্মিক দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় নিম্ন লিখিত মূলতত্ত্ব সকল নিরূপণ করিয়াছেন।

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

(২) ঈশ্বরের অনন্তত্ব।

(৩) আত্মার অস্তিত্ব।

(৪) আত্মার অমরত্ব।

(৫) মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা।

(৬) ন্যায় অন্যায়ের অস্তিত্ব।

(৭) স্বার্থপরতা পরিত্যাগের মহত্ত্ব।

(৮) ঈশ্বর প্রীতির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য।

এই সকল মূলতত্ত্বের সত্য পণ্ডিতেরা যেমন অনুভব করেন তেমনি সামান্য লোকেও অনুভব করিতে সমর্থ হয়। নিজের ও সর্ব্বসাধারণ লোকের অনুভবকে অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা ঐ সকল মূলতত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্ব-সাধারণ লোকের অনুভবই ব্রহ্মবিদ্যার পত্তন ভূমি।

নূতন সঙ্কলিত শব্দের ইংরাজি অর্থ।

নূতন সঙ্কলিত শব্দ	ইংরাজি অর্থ।
সহজ জ্ঞান	Intuition.
আত্মপ্রত্যয়	Intuitive belief.
ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-সজ্ঘটিত আত্মপ্রত্যয়	Intuition of sensation.
সংজ্ঞা-সজ্ঘটিত আত্মপ্রত্যয় ...	Intuition of consciousness.
বুদ্ধি-সজ্ঘটিত আত্মপ্রত্যয় ..	Intuitions of reason.
বিবেক-সজ্ঘটিত আত্মপ্রত্যয় ...	Intuition of judgment
মহত্ত্ববোধ-সজ্ঘটিত আত্মপ্রত্যয়	Intuition of the sense of moral greatness.
ব্যাপ্তিনিশ্চয়	Induction.
ব্যাপ্য নিরূপণ	Deduction.
বিশেষ দৃষ্টান্ত-পর যুক্তি ...	Reasoning from particular to particular.
ভাবমূলক যুক্তি	Apriori reasoning.
কার্য্যমূলক যুক্তি..	Aposteriori reasoning.
সাদৃশ্য মূলক যুক্তি	Analogical reasoning.
ঈশ্বরের ভাব	Idea of God